

ISSN : 3105-4137

আজিক আত-তাহরীক

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানদের দায়িত্বে নিযুক্ত আমীর (শাসক) যদি তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা না করেন এবং তাদের মঙ্গল কামনা না করেন, তাহলে তিনি মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না' (মুসলিম হা/১৪২)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৯তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্চ ২০২৬

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ
নির্বাচন : একটি বিশ্লেষণ



প্রকাশক : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০



"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٢٩ العدد : ٦ رمضان وشوال ١٤٤٧ هـ / مارس ٢٠٢٦
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤন্ديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

সদ্য প্রকাশিত বই



জাতীয়তাবাদ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◆ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২ ◆ মূল্য : ৩০

ইসলাম মানবজাতিকে ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ করে পারস্পরিক দ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা শেখায়। পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ বংশ, ভাষা ও ভূখণ্ডের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করে মানুষকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করে। ইসলামী আদর্শ যেখানে বিশ্বজনীন সম্প্রীতির পথ সুগম করে, প্রচলিত জাতীয়তাবাদ সেখানে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। আলোচ্য বইটিতে পবিত্র কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ এবং ইতিহাসের নিরিখে জাতীয়তাবাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

জর্ডার কর্তৃক ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

সকল বিধান বাতিল কর! অহি-র বিধান কায়েম কর।

শিরক ও বিদ'আতমুক্ত বিশুদ্ধ
ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে

৩৬তম বার্ষিক

নওদাপাড়া
রাজশাহী।

তাৰলীগী
ইজতেমা
২০২৬

০২ ও ০৩
এপ্রিল ২০২৬
বৃহস্পতি ও
শুক্রবার

সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ



আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯৯৬-৯২৫৫৮০, ০১৭৯৭-৯০০৯২০

ISSN : 3105-4137

আজিক আত-তাহরীক

রেজি: নং রাজ ১৬৪

"التحریر" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ	৬ষ্ঠ সংখ্যা	সূচীপত্র
রামায়ান-শাওয়াল	১৪৪৭ হি.	◆ সম্পাদকীয় : ▶ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও আগামীর গন্তব্য ০২
ফাল্গুন-চৈত্র	১৪৩২ বাং	◆ প্রবন্ধ : ▶ যাকাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও তা আদায় না করার পরিণতি ০৩ -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
মার্চ	২০২৬ খৃ.	▶ শাওয়াল মাসের করণীয় -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ০৭ ▶ ঈদুল ফিতর নিছক আনন্দ নয় ইবাদত -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ ১১ ▶ লায়লাতুল কুদরের ফযীলত লাভের উপায় ১৭ -আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ ▶ পারম্পরিক দূরত্ব ও মান-অভিমান নিরসনের কার্যকর উপায় ও কৌশল -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ২৩
সম্পাদক মঞ্জুরী সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব		◆ প্রচ্ছদ রচনা : ▶ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : একটি বিশ্লেষণ ২৬ -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন		◆ সময়ের ভাবনা : ▶ আদর্শের কোন বিকল্প হয় না -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব ২৮
সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম		◆ ইতিহাস-ঐতিহ্য : খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল ৩০ -মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ
সার্বিক যোগাযোগ		◆ শিক্ষাজ্ঞান : ▶ শিক্ষার্থীর রামায়ান- সারওয়ার মিহবাহ ৩৩
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩ ই-মেইল : tahreek@ymail.com		◆ দো'আ ও যিকর : ▶ ক্ষমার চাদরে নিজেকে জড়ানোর আকৃতি : আল-হুস্মা ইনুকা আফুব্বুন... -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ৩৫
◆ সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪		◆ স্বাস্থ্যকথা : ▶ সফরকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা ৩৬ -ডা. মহিদুল হাসান মা'রুফ
◆ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০		◆ আত্মচিন্তা : ▶ আমার রামায়ান -সারওয়ার মিহবাহ ৩৭
◆ হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০		◆ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ▶ হালাল রিথিকের চাবিকাঠি : আল্লাহর ফায়ছালায় সম্ভৃষ্টি ও ধৈর্য -হাসীবুর রশীদ ৪০
◆ হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০		◆ সন্তান পরিচর্যা : ▶ ভাই-বোনদের পারম্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়করণ ও হিংসা দূরীকরণে করণীয় -মুহাম্মাদ মীথানুর রহমান ৪১
◆ হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১		◆ কবিতা : ▶ রামায়ানের সওগাত ▶ যুলুমকে রুখে দাঁড়াই ৪৪ ▶ মুজিব পথ খেলাফত
◆ তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩		◆ স্বদেশ-বিদেশ ৪৫
◆ ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (বিকাল ৪.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত)		◆ মুসলিম জাহান ৪৬
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ		◆ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৬
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩		◆ সংগঠন সংবাদ ৪৭
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩		◆ প্রশ্নোত্তর ৪৯
ওয়েবসাইট : www.ahlehadethbd.org		
হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র		
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা		
সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক		
বাংলাদেশ	৪৫০/-	
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/- ২২৫০/-	
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/- ২৫০০/-	
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/- ৩১০০/-	
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/- ৩৫০০/-	

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও আগামীর গন্তব্য

দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর ৩ হাজার ১৫০ কোটি টাকার বিপুল সরকারী ব্যয়ের মহোৎসব শেষে ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হ'ল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সরকারী খরচ ছাড়াও প্রার্থী ও সমর্থকদের বিপুল ব্যয় হিসাব করা সম্ভব নয়। আপাতত ঘোষিত ২৫ জন মন্ত্রী, ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী ও ১০ জন উপদেষ্টা নিয়ে ৫৯ জনের বিশাল বহর এবং সরকারী ও বিরোধী দলের মোট ৩৫০ জন এমপি-র প্রটোকল দেওয়া বিশাল আইন শৃংখলা বাহিনী, সেই সাথে তাদের জন্য দেশ-বিদেশে সর্বত্র ভিআইপি মর্যাদায় ফ্রী চলাচলের রাজকীয় ব্যবস্থাপনার বিশাল বোঝা এই দরিদ্র দেশটির উপরে গণতন্ত্রের নামে নতুন ভাবে চাপানো হ'ল।

অথচ সদ্য বিগত ড. মুহাম্মাদ ইউনুস ২৪ জন উপদেষ্টা নিয়ে গত দেড় বছর নিরুপদ্রবে ও শান্তির সাথে দেশ পরিচালনা করেছেন। মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পেয়েছে। আরো পূর্বে বিগত ২০০৭ ও ২০০৮ সালে মাত্র ১০ জন উপদেষ্টা নিয়ে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রায় দু'বছর যে সুনামের সাথে দেশ চালিয়েছেন, কোন গণতান্ত্রিক তথা দলীয় সরকার এয়াবৎ তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি। অথচ এমন নেতৃত্ব নির্বাচন করতে জনগণকে ১ টাকাও খরচ করতে হয়নি! এখন মানুষকে দলদাস হ'তে হবে অথবা দলীয় নেতাদের পিছে পিছে ঘুরতে হবে। তাদেরকে খুশী করেই সমাজে চলতে হবে। বৃটিশ আমলের জমিদারদের ন্যায় এয়ুগের এমপিরা স্ব স্ব এলাকার ইজারাদার হয়ে বসবেন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের সর্বত্র দলীয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসন শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে এমনকি জনগণের শেষ আশ্রয় আদালত পর্যন্ত দলীয় হয়ে যেতে পারে। দেশটি যেন একটি দলের। এখানে অন্যদের মতামতের কোন মূল্য নেই। সংসদে বসে সংসদ নেতার পক্ষে টেবিল চাপড়ানো এবং বিরোধীদের ওয়াক আউট করা ছাড়া এবং ভাগ্যক্রমে কখনও সময় পেলে দু'মিনিট কথা বলা ছাড়া এমপিদের কোন কাজ নেই।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে একটি পরিবর্তনের সুযোগ এসেছিল। কিন্তু ইসলামী দলগুলির নির্বাচনপ্রীতি আর ক্ষমতার লোভ সে পথকে আপাতত রুদ্ধ করে দিল। তবুও আমরা সবকিছু মেনে নিচ্ছি। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহরই করণে' (আ'রাফ ৭/১২৮)।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্রাজায় সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান হ'ল। যেখানে আল্লাহর নাম ছাড়াই শপথ নিয়ে বলা হ'ল 'আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতেছি যে...। অথচ রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়াই শপথ করে সে কুফরী করে অথবা শিরক করে (তিরমিযী হা/১৫৩৫)। অতঃপর ২১শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ও বিরোধী দলের নেতারা রাত ১২-০১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিলেন। সেখানে কোন শহীদের কবর নেই। অথচ লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। তাছাড়া বৃটিশদের নিকট রাত ১২-০১ মিনিট থেকে দিন শুরু হয়। অথচ ইসলামী বিধানে সূর্যোদয় থেকে দিন শুরু হয়। বিরোধী নেতা একই সঙ্গে একটি বড় ইসলামী দলের নেতা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'এটি রাষ্ট্রীয় আচার হিসাবে আমার দায়িত্ব। এই পবিত্র মুহূর্তে আপনি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করেন কেন?' অর্থাৎ শুরুতেই ইসলামী নেতা আদর্শিকভাবে পরাজিত। তিনি জানিয়ে দিলেন যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কয়েম হওয়া সম্ভব নয়। তাহ'লে গেলেন কেন সে পথে? অথচ এটি আল্লাহ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, 'যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে' (আন'আম ৬/১১৬)। আর নিঃসন্দেহে কুফর কখনও ঈমানের বিকল্প হ'তে পারে না।

এর বিপরীতে ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা কতই না সুন্দর ও সহজ। যেখানে প্রেসিডেন্ট মনোনীত হবেন তাকওয়া, পরহেযগারিতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে। অতঃপর প্রেসিডেন্ট (যিনি অবশ্যই মুসলিম পুরুষ হবেন) ধীনদার, যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি 'মজলিসে শূরা' গঠন করবেন ও তাদের পরামর্শে দেশ চালাবেন। প্রয়োজনে রাষ্ট্রের অন্যান্য গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট থেকেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা উক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। দল ও প্রার্থীভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে না। সরকারী ও বিরোধী দল বলে কিছু থাকবে না। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে মেধা, যোগ্যতা ও জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সংগঠন সমৃদ্ধ থাকবে। সৃষ্টির সেবা, প্রশাসনকে দিক-নির্দেশনা দান এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হবে এসব সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন হ'ল, ডিসি-ইউএনওরা থাকতে পুনরায় এম.পি কেন? বলা হচ্ছে এরা আইন প্রণেতা। আইন প্রণয়নের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ ডিসি-ইউএনওরাই যথেষ্ট। আর আইনের মূলসূত্র তো কুরআন ও সুন্নাহ। সরকারের দায়িত্ব হ'ল সেগুলি বাস্তবায়ন করা। এজন্য এম.পি কেন লাগবে? তাছাড়া সচিবদের যোগ্যতা লাগে, কিন্তু এমপিদের কোন যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা লাগেনা! সচিবদের অবসর আছে। কিন্তু এমপিদের বয়সের প্রশ্ন নেই!

বলা হয়, ব্যক্তির বদলে জনগণ ক্ষমতার মালিক হবে। অথচ সমাজের অধিকাংশ লোকই হুজুগে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। এদের ভোটে সং ও যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। ইসলাম তাই নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ঢালাওভাবে সবার হাতে ছেড়ে দেয়নি। বরং সমাজের বিচক্ষণ আল্লাহভীরু ও যোগ্য শূরা সদস্যদের হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। রাসুল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অনুসরণ করা (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৫)। সে কারণ দেখা যায় যে, তখন থেকে ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ ওছমানীয় খেলাফতের বিলুপ্তি পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে খেলাফত ব্যবস্থা কয়েম ছিল। অতঃপর পাশ্চাত্য চক্রান্তের বিষময় ফল হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের নামে আমরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছি।

ইসলামের দল ও প্রার্থী বিহীন এবং শূরা ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের ফলাফল দাঁড়াতে এই যে, (১) জাতি সর্বদা একদল আল্লাহভীরু, দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। ৪, ৫, ৬ বছর অন্তর নেতৃত্ব নির্বাচনের অন্যান্য বামেলা, অহেতুক অপচয় ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হ'তে দেশ বেঁচে যাবে। সামাজিক অনৈক্য ও রাজনৈতিক হানাহানি থেকে জাতি রক্ষা পাবে। (২) সর্বত্র একক ও স্থায়ী নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে। যা জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত। ক্ষমতার লড়াই ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে মুক্ত পরিবেশে জাতি একাধিচিন্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে। (৩) দল ও প্রার্থীভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে না। সরকারী ও বিরোধী দল বলে কিছু থাকবে না। ফলে দলীয় হানাহানি বলে কিছু থাকবে না। ক্ষমতা নিয়ে লোভ আর কয়েমী স্বার্থবাদ থাকবে না। রাজনীতি নামের কোন ব্যবসা থাকবে না। দেশটা কোন নির্দিষ্ট দলের হবে না।

যাকাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও তা আদায় না করার পরিণতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

‘যাকাত’ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। ছালাতের পরেই যাকাতের স্থান। পবিত্র কুরআনের ৮২টি আয়াতে ছালাতের সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশনা এসেছে।^১ যাকাত অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি ও বরকত। আল্লাহ বলেন, **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ** ‘তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে’ (তওবা-মাদানী ৯/১০৩)। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের সম্পদ এক বছর পূর্ণ হ’লে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ মহান আল্লাহ নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়। যাকাত গরীবের প্রতি কোন করুণা, দয়া বা অনুদান নয়, বরং এটি ধনীদের সম্পদে গরীবের ন্যায় অধিকার।

যাকাতের গুরুত্ব ও বিধান :

যে ব্যক্তি যাকাতের ফরিয়াতকে অস্বীকার করে, সে ইসলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য হয়। আর যে ব্যক্তি অবহেলাবশে যাকাত দেয় না, সে ‘ফাসেক’। অতঃপর যে ব্যক্তি সঠিক হিসাব করে যাকাত দেয় না। বরং যৎসামান্য দিয়েই দায় এড়াতে চায় অথবা হিসাবের চেয়ে বেশী দিয়েছি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সে ‘কৃপণ’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘একজন বান্দার হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান কখনো একত্রিত হ’তে পারেনা’।^২ আল্লাহ বলেন, ‘যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ’তে মুক্ত, তারা ই সফলকাম’।^৩

যাকাত মাক্কী জীবনে ফরয হয়। কিন্তু তার নেছাব নির্ধারিত হয় মাদানী জীবনে ২য় হিজরীতে।^৪ মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে একই ভাষায় আল্লাহ বলেছেন, **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا** ‘তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা নিজেদের জন্য যেসব সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ কর, তা তোমরা আল্লাহর নিকটে পাবে’ (মুযাম্মিল-মাক্কী ৭৩/২০; বাক্বারাহ-মাদানী ২/১১০)।

ইবাদত ৩ প্রকার। কথা ও কলমের ইবাদত, দৈহিক ইবাদত ও আর্থিক ইবাদত। ছালাতের বৈঠকে আমরা যে তাশাহুদ পাঠ করি, সেখানে বলে থাকি, **التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ**

১. ফিক্বহস সুন্নাহ ১/৩২৭, ১/৩১৮।

২. - **وَلَا يَجْمَعُ الشَّحَّ وَالْيَمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا** - ৩১১৪; মিশকাত হা/৩৮২৮ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৩. **تَاغَابُن-مَادَانِي وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلِيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ** - ৬৪/১৬।

৪. ফিক্বহস সুন্নাহ ১/৩২৮, ১/৩১৮।

وَالطَّيِّبَاتُ, ‘যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য’। অর্থাৎ দো‘আ ও আল্লাহর গুণগানের মাধ্যমে মৌখিক ইবাদত; ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে দৈহিক ইবাদত এবং যাকাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে আর্থিক ইবাদত। এ তিনটির মধ্যে আর্থিক ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, **حَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَيَامًا**, ‘আল্লাহ ধন-সম্পদকে তোমাদের জন্য জীবিকার অবলম্বন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন’ (নিসা-মাদানী ৪/৫)। যা সমাজদেহকে সতেজ ও সমৃদ্ধ রাখে।

আল্লাহ বলেন, **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ** ‘অতঃপর যদি ওরা তওবা করে এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাহ’লে ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি’ (তওবা-মাদানী ৯/১১)। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যাকাতকে অস্বীকার করলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে যদি না সে তওবা করে। সেকারণেই ১ম খলীফা (১১-১৩ হি.) হযরত আবুবকর (রাঃ) যাকাত জমা দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন **وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ**, ‘আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব তাদের বিরুদ্ধে, যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে’।^৫ এতে ওমর (রাঃ) সহ সকল ছাহাবী একমত হন, যা ‘ইজমায়ে ছাহাবা’ হিসাবে গণ্য।

যাকাত বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য :

যাকাত কেবল একটি আর্থিক ইবাদতই নয়, বরং এটি একটি সুখ সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এর তাৎপর্য বহুমাত্রিক।

(১) **আত্মিক পরিশুদ্ধিতা অর্জিত হয়** : মানুষের মনে জন্মগতভাবেই সম্পদের প্রতি মোহ ও লোভ থাকে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের অন্তর সম্পদের মোহ, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা থেকে পবিত্র হয়। আল্লাহ বলেন, **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ**

‘তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে’ (তওবা-মাদানী ৯/১০৩)।

(২) **সম্পদ প্রবৃদ্ধি লাভ করে** : যাকাত প্রদান করলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্পদ কমছে বলে মনে হ’লেও, মূলত তা সম্পদের বহুগুণ প্রবৃদ্ধি ঘটায়। আল্লাহ বলেন, **وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ** **فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ** ‘লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে মনে করে তোমরা যে

৫. বুখারী হা/১৪০০; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০।

সুদ প্রদান করে থাক, আল্লাহর নিকটে তা বৃদ্ধি পায়না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তা বহুগুণ বেশী লাভ করে থাক' (রুম-মাক্কী ৩০/৩৯)।

তিনি বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ اللَّهِ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ— নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ জন্ম নেয়। প্রতিটি শিষে একশ'টি দানা হয়। আর আল্লাহ যার জন্য চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬১)।

(৩) যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি ও বৈষম্য দূর করে : যাকাত ব্যবস্থার মূল অর্থনৈতিক দর্শন হ'ল, সম্পদ যেন গুটি কয়েক ধনীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে। আল্লাহ বলেন, ...যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের বিভ্রাটীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' (হাশর-মাদানী ৫৯/৭)। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের এক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত অর্থ অন্য শ্রেণীর অভাব মেটাতে সাহায্য করে, ফলে সমাজে একটি চমৎকার অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি হয়।

(৪) এটি ধনীদের সম্পদে গরীবের হক। এই হক আদায় না করলে ধনিক শ্রেণী আল্লাহর নিকট দায়ী হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য হক রয়েছে'।^১ এটি 'হক' হিসাবেই হকদারকে প্রদান করতে হবে এবং হকদারগণ এটা দাবী করায় হীনতা বোধ করবে না।

(৫) এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক ভিতকে ময়বুত রাখে। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ— 'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ'লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। বস্তুতঃ সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারাধীন' (হজ্জ-মাদানী ২২/৪১)।

(৬) দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি : যাকাতের অর্থ শুধু ভোগের জন্য নয়, বরং অভাবীদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পরিকল্পিতভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন করা হলে সমাজ থেকে বেকারত্ব ও দারিদ্র সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব।

যাকাত আনাদায়ের ভয়াবহ পরিণতি :

পবিত্র কুরআনে ছালাতের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশী তাগিদ দেওয়া হয়েছে যাকাত আদায়ের ওপর। যারা এই অবশ্য

পালনীয় বিধানটি লঙ্ঘন করে কিংবা অবহেলাবশত আদায় করে না, ইসলামী শরী'আতে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বিবৃত হয়েছে।

(১) **জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি :** আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ— 'يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ—' যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, অথচ তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও'। 'যেদিন সেগুলিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে, (আর বলা হবে) এগুলি হ'ল সেইসব স্বর্ণ-রৌপ্য, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এক্ষণে তোমরা যা সঞ্চয় রেখেছিলে তার স্বাদ আন্বাদন কর' (তওবা-মাদানী ৯/৩৪-৩৫)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য তা আগুনের পাত্ররূপে পেশ করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তার কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেয়া হবে। যখন উহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় গরম করা হবে। এ অবস্থা কিয়ামতের পুরো দিন চলতে থাকবে, যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অতঃপর বান্দাদের মাঝে বিচার করা হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের দিকে, না জাহান্নামের দিকে'।^১

তিনি বলেন, 'مَنْعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ—' যাকাত ত্যাগকারী কিয়ামতের দিন জাহান্নামে পতিত হবে'।^২

(২) **রাসূল (ছাঃ)-এর যুদ্ধ ঘোষণা :** রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَسْتَهْدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَيُتَيْمَمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ،—' আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এগুলো করবে, তখন আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার আল্লাহর উপরে ন্যস্ত'।^৩

১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩; এ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮১ 'যাকাত' অধ্যায়।

২. ত্বাবারাগী হগীর হা/৯৩৫; হুইছল জামে' হা/৫৮০৭।

৩. বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২২; মিশকাত হা/১২।

৬. যারিয়াত-মাক্কী ৫১/১৯; মা'আরেজ-মাক্কী ৭০/২৪-২৫।

এতে বুঝা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান যাকাত ত্যাগ করীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। যেমনটি করেছিলেন ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)।

(৩) সম্পদ বিষধর সাপে পরিণত হয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالُهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَانٍ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِزْمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ يَأْكُلُ بِهَاكَ تَلَا : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথার বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় বেড়ী পরানো হবে। সাপটি তার দুই চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরান ১৮০ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।^{১০} যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব সম্পদে তারা কৃপণতা করে, সেগুলিকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ীবদ্ধ করা হবে। বস্তৃতঃ আল্লাহর জন্যই হ'ল আসমান ও যমীনের মালিকানা। আর (গোপনে ও প্রকাশ্যে) তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন।^{১১}

(৪) কিয়ামতের দিন সম্পদের পাহাড়ের নীচে পিষ্ট হবে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا آتَىٰ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا حَازَتْ يَوْمَ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ- ব্যক্তির উট, গরু, ছাগল বা ভেড়া আছে, অথচ সে তার যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন এগুলোকে তার নিকট অতি বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। এগুলো দলে দলে তাকে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে ও শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। যখনই এদের শেষ দল

অতিক্রম করবে, তখনই প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচারকার্য শেষ হবে।^{১২}

(৫) বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَمْسٌ بِخَمْسٍ... قَالَ : مَا تَقْضَىٰ قَوْمٍ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بَعِيرٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشًّا فِيهِمْ الْفَقْرُ، وَمَا ظَهَرَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشًّا فِيهِمْ الْمَوْتُ (أَوْ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ الطَّاعُونَ)، وَلَا تَطْفُقُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنْعُوا النَّبَاتَ وَأَحْدَوْا بِالسِّنِينَ، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ... (ক) পাঁচটি বস্তুর কারণে পাঁচটি বস্ত্র হয়ে থাকে।... (ক)

কোন কণ্ডম চুক্তি ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। (খ) কেউ আল্লাহর নামিলকৃত বিধানের বাইরের বিধান দিয়ে দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। (গ) কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশীল কর্ম ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। (ঘ) কেউ মাপে বা ওয়নে কম দিলে তাদের জন্য শস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে। (ঙ) কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।^{১৩} অন্য বর্ণনায় এসেছে, যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত, তাহ'লে বৃষ্টিপাত হ'ত না।^{১৪}

(৬) সামাজিক বৈষম্য ও অপরাধ বৃদ্ধি পায় : যাকাত না দেওয়ার একটি বড় সামাজিক কুফল হলো চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য। সম্পদ গুটিকয়েক মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সমাজে দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়, ফলে বেঁচে থাকার তাগিদে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, দুর্নীতিসহ নানাবিধ অপরাধ সমাজে বিস্তার লাভ করে। ধনীদের প্রতি দরিদ্রদের মনে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের জন্ম নেয়, যা সমাজের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও আত্মতুর্বোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে একটি স্ববির ও রপ্তা অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়।

অতএব যাকাত একদিকে যেমন আর্থিক পরিশুদ্ধি ও সম্পদের বরকত লাভের মাধ্যম, অন্যদিকে তেমনি একটি মানবিক, ইনছাফভিত্তিক ও কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার রক্ষাকবচ। নিজের সম্পদকে পবিত্র করতে, পরকালের ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচতে এবং সমাজের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে সঠিক হিসাব করে যাকাত আদায় করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব।

(এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন লেখক প্রণীত ও 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই 'যাকাত ও ছাদাক্বা')।

১০. বুখারী হা/১৪০০; মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 'টেকো মাথা বিশিষ্ট' বলার মাধ্যমে সাপটির প্রচণ্ড বিষধর হওয়া বুঝানো হয়েছে। বিষের প্রভাবে এবং বয়স্ক হওয়ার কারণে যার মাথা টেকো হয়ে গেছে (মিরক্বাত)।

১১. আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৮০; লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'মৃত্যুকে স্মরণ' বই ৪০-৪১ পৃ.।

১২. বুখারী হা/১৪৬০; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৫ রাবী আবু যর গিফারী (রাঃ); তাহকীক তিরমিযী হা/৬১৭।

১৩. আলবানী, হযীহুত তারগীব হা/৭৬।

১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর নীতিমালা

ক-গ্রুপ (উনুজ)

বয়স : সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের বয়স সর্বোচ্চ ২৫ বছর [জন্ম তারিখ ০১/০১/২০০০ বা তার পরে হতে হবে]। অর্থাৎ সংগঠনের সদস্য নয় এমন অনূর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সী প্রতিযোগীরাও এই গ্রুপে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

☆ আবশ্যিক বিষয় : **বিশুদ্ধ হিফযুল কুরআন** (সূরা ফাতেহা এবং সূরা যোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত [সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক]।)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় :

ক. অর্ধসহ হিফযুল হাদীছ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ।

খ. উপস্থিত বক্তৃতা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি বিষয়। সময় : ১০ মিনিট

গ. ইসলামী জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী।

পরীক্ষা পদ্ধতি : প্রত্যেকটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

খ-গ্রুপ (অনুমোদিত কর্মীদের জন্য)

বয়স : সর্বোচ্চ ৩৫ বছর [জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৯০ বা তার পরে হতে হবে]।

☆ আবশ্যিক বিষয় : **বিশুদ্ধ হিফযুল কুরআন** (সূরা শামস থেকে সূরা নাস পর্যন্ত [সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক]।)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় :

ক. অর্ধসহ হিফযুল হাদীছ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৩০টি হাদীছ।

খ. উপস্থিত বক্তৃতা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৮টি বিষয়। সময় : ১০ মিনিট

গ. ইসলামী জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী।

পরীক্ষা পদ্ধতি : প্রত্যেকটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গ-গ্রুপ (কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের জন্য)

বয়স : সর্বোচ্চ ৩৫ বছর [জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৯০ বা তার পরে হতে হবে]।

☆ আবশ্যিক বিষয় : **বিশুদ্ধ হিফযুল কুরআন** (সূরা বুরূজ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত [সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক]।)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় :

ক. অর্ধসহ হিফযুল হাদীছ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৪০টি হাদীছ।

খ. উপস্থিত বক্তৃতা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি বিষয়। সময় : ১০ মিনিট

গ. ইসলামী জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী।

পরীক্ষা পদ্ধতি : প্রত্যেকটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

(সকল গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

- প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০। সর্বমোট পূর্ণমান ১০০।
- প্রতিযোগীদের অবশ্যই 'ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৬' শিরোনামে রচিত সিলেবাস সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রতিযোগীকে নিজ নিজ যোগ্য যুবসংঘের কার্যালয় থেকে ফরম সংগ্রহপূর্বক পূরণ করে জমা দিতে হবে। ফরমে অবশ্যই ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রতিযোগিতা ৩টি স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। যথা : যেলা, বিভাগ ও কেন্দ্র।
- প্রতিটি বিষয়ে ৩ জন বাছাইকৃত প্রতিযোগীকে বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে সকল গ্রুপের প্রতিযোগিতা বিভাগীয় দায়িত্বশীলের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট আস্থায়িক কমিটির উদ্যোগে বিভাগের যোগ্যতাসমূহের সুবিধাজনক ফেলা/স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি বিষয়ে ৩ জন বাছাইকৃত প্রতিযোগীকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে আস্থায়িক কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও আরও তিন জনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

- ◆ প্রতিযোগিতার তারিখ :
১. যেলা : ১৭.০৪.২০২৬ (শুক্রবার, সকাল : ৯:০০ টা)।
 ২. বিভাগ : ২৪.০৪.২০২৬ (শুক্রবার, সকাল : ৯:০০ টা)।
 ৩. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১৪.০৫.২০২৬ (শুক্রবার, সকাল : ৯:০০ টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

আয়োজনে : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচতুর), পোঃ সপুра, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, www.juboshongho.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী

ক্রম	পদের নাম	বিষয়	সংখ্যা	যোগ্যতা	বেতন
১.	সহকারী শিক্ষিকা	ইংরেজী	১ জন	ইংরেজীতে অনার্স (সম্মান) সহ এম.এ (ইংরেজী)।	১৭,৩০০/-
২.	আবাসিক শিক্ষক		২ জন	নূন্যতম ফায়িল/বিএ। বয়সসীমা ৩০ বছর। অভিজ্ঞ প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।	১৩,৭০০/- (কর্মদক্ষতা বিবেচনায় অতিরিক্ত সম্মানী দেয়া হয়)
৩.	জুনিয়র সহকারী শিক্ষক	সাধারণ	১ জন	ফায়িল/বিএ।	১৩,৭০০/-

শর্ত সমূহ : (ক) আত্রহী প্রার্থীগণকে আল্লাহভীর, বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন, পরহেযগার এবং সূন্নাহের পাবন্দ হ'তে হবে। (খ) প্রত্যেক পদের বিপরীতে বর্ণিত যোগ্যতা কোন প্রার্থীর না থাকলে তার দরখাস্ত সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। (গ) আত্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মোবাইল নম্বর সহ লিখিত আবেদনপত্র আগামী ২০ মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে হোয়াটসএপ (০১৩০৯-১৩৪০৫১), ইমেইল (almarkazrajshahi@gmail.com) বা নিম্নোক্ত যোগাযোগ ঠিকানায় প্রেরণের অনুরোধ রইল।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুра, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৩০৯-১৩৪০৫১, ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১।

শাওয়াল মাসের করণীয়

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে পালিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর। এক মাস ছিয়াম সাধনার পর দয়াময় প্রতিপালকের কাছে প্রতিদান লাভের আশায় মুসলমানরা ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায় করে। ধনী-দরিদ্র, বাদশাহ-ফকীর একই কাতারে দাঁড়ায়। ঈদুল ফিতরের দিনে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ও ঈদের ছালাত আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাছাড়া এ মাসে নফল ছিয়াম পালন করার পাশাপাশি অন্যান্য আমল যেমন- দান-ছাদাকা করা, অসহায় ও দুর্বলদের সাহায্য করা, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা, অসুস্থ মানুষের সেবা করা প্রভৃতি অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। মোটকথা এই মাস নফল ইবাদত-বন্দেগীর জন্য খুবই উপযোগী। এ মাসের করণীয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

শাওয়ালের ছিয়ামের ফযীলত :

শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত অত্যধিক। এর মাধ্যমে সারা বছর ছিয়াম পালনের ছওয়াব অর্জিত হয়। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَبْغِي فِيهِ يَكُنْ سَائِرَ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করল, তারপর শাওয়াল মাসের ছয় দিন ছিয়াম পালন করল, ঐ ব্যক্তি যেন সম্পূর্ণ বছরই ছিয়াম পালন করল।' আরেকটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুদাস ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ مِنْ صَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ (مَنْ) 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন ছিয়াম রাখলো, তা পূর্ণ বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য। কেউ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে' (আন'আম ১৬০)।^১ অন্যত্র তিনি আরো বলেন, جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَةَ بَعَشْرَةَ 'আল্লাহ একটি নেক আমলকে দশগুণ করে দিয়েছেন, তাই এক মাস দশ মাসের সমান এবং ঈদুল ফিতরের পরের ছয় দিন ছিয়াম বছর পূর্ণ করে।'^২ অপর একটি হাদীছে এসেছে, ছাওবান (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بَعَشْرَةٌ أَشْهُرٌ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল, তার এক মাস দশ মাসের সমান। আর (রামাযান শেষে) ছিয়াম ভাঙার পর ছয় দিন ছিয়াম রাখলে সারা বছরের ছিয়াম পূর্ণ হয়।'^৩

শাওয়ালের ছিয়ামের গুরুত্ব :

শাওয়ালের ছিয়াম অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে ফরযের ত্রুটি ও ঘাটতি পূরণ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ 'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহ'লে সে সফল হবে, পরিভ্রাণ পাবে। আর যদি তা নষ্ট-বরবাদ হয়, তাহ'লে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি-না। তা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার সমস্ত আমলের ক্ষেত্রেও ঐরূপ করা হবে।'^৪

এ ছিয়াম পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তির অসীলা হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, آمِي نَبِيَّ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, سَبِيلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হ'তে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।'^৫

শাওয়াল মাসের ছিয়াম রাখার হুকুম :

রামাযানের ছিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়াম রাখা। হাম্বলী ও শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, রামাযান মাসের পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন ছিয়াম রাখা একবছর ফরয ছিয়াম পালনের সমান। তাছাড়া সাধারণ নফল ছিয়ামের ক্ষেত্রেও ছওয়াব বহুগুণ। কেননা এক নেকীতে দশ নেকী দেয়া হয়।^৬

১. মুসলিম হা/১১৬৪; তিরমিযী হা/৭৫৯; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; মিশকাত হা/১৯৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৩২৭।
২. আহমাদ হা/২১৯০৬; ইরওয়াহ হা/১০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৩২৮; ছহীহত তারগীব হা/১০০৭।
৩. আহমাদ হা/২২৪৬৫; ছহীহত তারগীব হা/১০০৭; ইরওয়াহ হা/১০৭, সনদ ছহীহ।

৪. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/২৮৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫১; ছহীহত তারগীব হা/১০০৭।
৫. তিরমিযী হা/৪১৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৫-২৬; নাসাঈ হা/৪৬৫; আবু দাউদ হা/৮৬৪, ৮৬৬; ছহীহত তারগীব হা/৫৪০; ছহীহুল জামে' হা/২০২০; মিশকাত হা/১৩৩০।
৬. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।
৭. ইসলাম সওয়াল-জবাব প্রশ্ন নং৭৮৫৯।

একদল বিশেষজ্ঞ বিদ্বান শাওয়াল মাসের ছয় দিন ছিয়াম পালন করাকে মুস্তাহাব মনে করেন। ইবনুল মুবারাক বলেন, প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালনের মত এটিও মুস্তাহাব। এ ছিয়াম রামাযানের ছাওমের পরপরই পালনের কথা কোন কোন হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। তাই তিনি এই ছয়টি ছিয়াম শাওয়াল মাসের শুরু দিকে পালন করাকে অধিক পসন্দনীয় মনে করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, শাওয়াল মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিনে ছিয়াম পালন করাও জায়েয।^৮

শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের উপকারিতা :

শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের নানা উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. শাওয়াল মাসের ছিয়ামকে ফরয ছালাতের আগে ও পরে নফল ছালাতের সাথে তুলনা করা যায়। এর দ্বারা ফরয ছিয়ামের যেকোন ক্রটি বা ঘাটতি পূরণ হয়।^৯

২. রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত পালন হয়। আর নবী করীম (ছাঃ)-এর আদেশ ও নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে অধিক কল্যাণ এবং বহু উপকারিতা লাভ করা যায়।

৩. এ ছিয়াম পালনে আনুগত্যের পর আনুগত্য করা হয় এবং এটি রামাযানের গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। কারণ আল্লাহ যদি কোন বান্দার আমল কবুল করেন, তবে তিনি তাকে তারপরে একটি ভাল আমল করার তাওফীক দান করেন। হাসান বহরী (রহঃ) বলেছেন, একটি ভাল কাজের প্রতিদান তার পরে একটি ভাল কাজ।^{১০} সুতরাং যে কেউ একটি ভাল কাজ করে এবং তার পরে অন্য একটি ভাল কাজ করে, এটি প্রথম ভাল কাজের গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণ।

৪. শাওয়ালের ছয় দিন ছিয়াম রাখা রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করার সুযোগ দানের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ছিয়াম রুদয়কে পুনরঞ্জীবিত করে এবং শাওয়ালের ছয় দিন ছিয়াম রাখার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সংযোগকে শক্তিশালী করে।

৫. ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ইবাদত কেবল একটি নির্দিষ্ট ঋতুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যে, এরপরে ব্যক্তি ইবাদত ছেড়ে দেবে। বরং ইবাদত বান্দার সাথে তার জীবন জুড়ে চলতে থাকে এবং কবরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত শেষ হয় না। বিশর আল-হাফী (রহঃ)-কে বলা হয়েছিল, এমন কিছু লোক আছে যারা রামাযানে ইবাদত করে ও কঠোর পরিশ্রম করে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কত হতভাগ্য মানুষ যারা রামাযান মাস ছাড়া অন্য সময় আল্লাহর হুকুম স্বীকার করে না! প্রকৃত সৎকর্মশীল ব্যক্তি হ'ল সেই যে সারা বছর ধরে ইবাদত করে ও কঠোর পরিশ্রম করে।^{১১}

৮. তিরমিযী হা/৭৫৯-এর আলোচনা দ্রঃ।

৯. তিরমিযী হা/৪১৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৫; নাসাঈ হা/৪৬৫; আবু দাউদ হা/৮৬৪; ছহীহুত তারগীব হা/৫৪০; ছহীহুল জামে' হা/২০২০।

১০. ইবনুল কাইয়িম, মিসফাতুল দারিস সা'আদাহ, ১/২৯৯।

১১. আব্দুল আযীয সালমান, মিসফাতুল আফকার ২/৩৮৩।

শাওয়াল মাসের করণীয় :

১. নফল ছিয়াম পালন করা : রামাযান ছিল এক মহান মৌসুম, যা ভরপুর ছিল রহমত, মাগফিরাৎ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির পসরা দিয়ে। আমরা দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর দয়া, অনুগ্রহ এবং করুণার দ্বারা সৎকর্মশীলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। আমল কবুলের নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে, আমলকারীদের অবস্থার উন্নতি এবং আমলের সাথে আরো অধিক আমল করা। প্রত্যাখ্যানের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে রামাযানের পর বঞ্চনা এবং পুনরায় পিছিয়ে পড়া। এর অর্থ এই নয় যে শাওয়াল মাস রামাযানের মতো হবে, বরং রামাযান মাসের আমলের অনুসরণে নফল ছিয়াম পালন ও কিয়ামুল লায়ল জারী রাখা কর্তব্য।

২. ইবাদত জারী রাখা : বান্দা আমৃত্যু আমল করে যাবে। মৃত্যু ব্যতীত আল্লাহ বান্দার আমল বন্ধের জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করেননি। তিনি বলেন, **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** 'আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না তোমার নিকট নিশ্চিত বিষয়টি (মৃত্যু) এসে যায়' (হিজর ১৫/৯৯)। রামাযানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য রয়েছে। তাহ'ল রামাযানে মুমিনের আমল বৃদ্ধি পায়, কিন্তু রামাযানের পরে তা থেমে থাকে না।

৩. দান-ছাদাক্বা করা : রামাযানে অধিক দান-ছাদাক্বা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় শাওয়াল মাসেও দান অব্যাহত রাখা কর্তব্য। দানের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, **وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ أَكْرَمًا** 'আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। বস্ত্তঃ তোমরা নিজেদের জন্য যতটুকু সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকটে পাবে। সেটাই হ'ল উত্তম ও মহান পুরস্কার' (মুযযাম্মিল ৭৩/২০)। তিনি আরো বলেন, **وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** 'আর আমরা তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর তোমাদের কারু মৃত্যু আসার আগেই' (মুনাফিকুন ৬৩/১০)।

৪. খাদ্য খাওয়ানো : মাহে রামাযানে ছায়েমকে ইফতার করানো এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের ন্যায় শাওয়াল ও অন্যান্য মাসেও এই ইবাদত অব্যাহত রাখা কর্তব্য। কারণ মুমিন পরকালীন মুক্তির জন্য খাদ্য দান করে থাকে। আল্লাহ বলেন, **وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا** **إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا** 'তারা আল্লাহর মহক্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহাৰ্য প্রদান করে। (তারা বলে) আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর চেহারা কামনায় তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। তোমাদের

নিকট থেকে আমরা কোনরূপ প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' (দাহর ৭৬/৮-৯)। খাদ্য খাওয়ানোকে রাসূল (ছাঃ) ইসলামের উত্তম আমল গণ্য করেছেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, تُطْعِمُ 'তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা অচেনা সকলকে সালাম দিবে'।^{১২}

৫. দুস্থদের সাহায্য করা : অসহায় মানুষকে সাহায্য করা অত্যধিক নেকীর কাজ। যার কারণে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নে'মত লাভ করা যায়। রামাযানে যেভাবে মানুষকে সাহায্য করা হয়েছে, তেমনি শাওয়াল মাসেও করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, **إِنَّ لِلَّهِ أَقْوَامًا اخْتَصَّاهُمْ بِالنَّعْمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، يُغْرِهُمُ فِيهَا مَا يَبْذُلُونَهَا، فَإِذَا مَعَوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوْلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ** 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণের জন্য কিছু লোককে নে'মত দানের জন্য মনোনীত করেছেন। তিনি তাদের এই নে'মতগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দান করে ততক্ষণ অব্যাহত রাখার অনুমতি দেন। কিন্তু যদি তারা তা আটকে রাখে, তিনি তা কেড়ে নেন এবং অন্যদের দেন'।^{১৩}

শাওয়াল মাস নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবনের মহান ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ ছিল: প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে: উবায়দাহ ইবনু হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের রাবিগ উপত্যকায় অভিযান। এ মাসে মুহাজিরদের প্রথম সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে আল-জুবায়ের মদীনায জন্মগ্রহণ করেন। এ মাসে নবী করীম (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হিজরতের দ্বিতীয় বছরের শাওয়াল মাসে বনু সুলায়মের অভিযান, বনু কায়নুকায় অভিযান, এতে উমাইর ইবনে ওয়াহব এবং ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার দ্বারা নবী করীম (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র। হিজরতের তৃতীয় বছরের শাওয়াল মাসে ওহাদের অভিযান, হামরা আল-আসাদের অভিযান। হিজরতের পঞ্চম বছরের শাওয়াল মাসে খন্দক অভিযান। হিজরতের অষ্টম বছরের শাওয়াল মাসে হুনাইন অভিযান। হিজরতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসেছিল, তারা তাদের ইসলাম কবুল করেছিল এবং এই মাসে অন্যান্য বহু ঘটনা রয়েছে।

শাওয়াল মাসের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিধান

১. শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী : ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা শাওয়াল মাসে বিবাহ করাকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করত। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ মাসে স্ত্রীলোকরা তাদের স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করবে, ঠিক যেমন উট করে থাকে। ইবনে মানযূর বলেন, রামাযানের পরবর্তী মাসের জন্য

শাওয়াল একটি সুপরিচিত নাম এবং এটি হজ্জের প্রথম মাস। বলা হয় যে, উটের দুধ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে।... আরবরা এই মাসে বিবাহ করাকে অশুভ বলে মনে করত। তারা বলত যে, এ মাসে বিবাহিতা মহিলা তার স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করবে ঠিক যেমন উট গর্ভবতী অবস্থায় সঙ্গম করতে অস্বীকার করে। নবী করীম (ছাঃ) তাদের কুসংস্কারকে খণ্ডন করেন।^{১৪} হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِبُ أَنْ فِي شَوَّالٍ آيَتِي بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বিয়ে করেছেন এবং বাসর রাতও শাওয়াল মাসেই হয়েছে। শাওয়াল মাসে আয়েশা (রাঃ) তার পরিবারের মেয়েদের জন্য বাসর উদ্যাপন করা পসন্দ করতেন।^{১৫}

হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, শাওয়াল মাসে আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর বিবাহ কিছু লোকের ধারণাকে খণ্ডন করে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের ভয়ে দুই ঈদের মধ্যে বিয়ে করা অপসন্দনীয়। এটি ভিত্তিহীন।^{১৬} অতএব শাওয়াল মাসে বিয়েকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা ঠিক নয়। কারণ এটা কুসংস্কার।

২. কাযা ই'তিকাহ আদায় : রামাযানে কোন শারঈ কারণে ই'তিকাহ ছুটে গেলে তার কাযা শাওয়াল মাসে আদায় করা যায়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রতি রামাযানে ই'তিকাহ করতেন। ফজরের ছালাত শেষে ই'তিকাহের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতেন। তাঁর কাছে আয়েশা (রাঃ) ই'তিকাহ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রাঃ) মসজিদে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু করে নিলেন। হাফছাহ (রাঃ) তা শুনে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন এবং যায়নাব (রাঃ)ও তা শুনে (নিজের জন্য) আরেকটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতে শেষে এসে চারটি তাঁবু দেখতে পেয়ে বললেন, একী? তাঁকে তাদের ব্যাপার জানানো হ'লে তিনি বললেন, আমি মনে করি, নেক আমলের প্রেরণা তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। এসব খুলে ফেলো। সব খুলে ফেলা হ'ল। তিনি সেই রামাযানে আর ই'তিকাহ করলেন না। পরে শাওয়াল মাসের শেষ দশকে ই'তিকাহ করেন'।^{১৭}

৩. নফল ছিয়ামের কাযা আদায় : নিয়মিত আদায় করা পূর্ববর্তী কোন নফল ছিয়াম ছুটে গেলে তার কাযা শাওয়াল মাসে আদায় করা যায়। ইমরান ইবনু হুছায়ন (রাঃ) থেকে

১৪. ইসলাম সুওয়াল ও জওয়াব, প্রশ্ন নং ১২৩৬৪।

১৫. তিরমিযী হা/১০৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৯৯০; মুসলিম হা/১৪২০; মিশকাত হা/৩১৪২।

১৬. আল-বিদায়া ওয়াল-নিহায়া, ৩/২৫৩।

১৭. বুখারী হা/২০৪১, ২০২৬।

১২. বুখারী হা/১২, ২৮; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।

১৩. তাবারানী, আল-আওসাত হা/৫২৯৫; ছহীহাহ হা/১৬৯২; ছহীছল জামে' হা/২১৬৪।

বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি এক মাসের অর্থাৎ শা'বান মাসের মধ্যভাগে কিছু দিন ছিয়াম পালন করেছ? সে বলল, না। তিনি তাকে বললেন, রামাযানের ছাওম পালন শেষ করে তুমি একদিন বা দু'দিন ছাওম পালন কর'।^{১৮} ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, *التَّطَوُّعُ مَشْرُوعِيَّةٌ قَضَاءٌ* 'এই হাদীছটি নফল ছিয়াম কাযা করার বৈধতা প্রমাণ করে'।^{১৯}

৪ শাওয়াল মাসে ওমরা পালন : ইসলামপূর্ব যুগে আরবের লোকেরা মনে করত যে, হজ্জের মাসগুলিতে ওমরাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু হজ্জের মাসগুলিতে ওমরা করা জায়েয। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জের মাসগুলোতে ওমরাহ করাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপের কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের স্থলে ছফর মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মনে করত। তারা বলত, উটের পিঠের যখম ভাল হ'লে, রাস্তার মুসাফিরের পদচিহ্ন মুছে গেলে এবং ছফর মাস অতিক্রান্ত হ'লে ওমরাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ওমরাহ করতে পারবে। নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে (যুলহিজ্জাহ মাসের) চার তারিখ সকালে (মক্কায়) উপনীত হন। তখন তিনি তাঁদের এ ইহরামকে ওমরাহর ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন। সকলের কাছেই এ নির্দেশটি গুরুতর বলে মনে হ'ল (ওমরাহ শেষ করে) তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য কী কী জিনিস হালাল? তিনি বললেন, সবকিছু হালাল (ইহরামের পূর্বে যা হালাল ছিল তার সবকিছু হালাল)।^{২০}

কাযা ছিয়াম কখন আদায় করবে?

শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করাই কর্তব্য। কারণ শাওয়াল পার হ'লে ঐ মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না। আর অসুস্থতা বা সফরের কারণে ছুটে যাওয়া ছিয়ামসমূহ পরবর্তীতে আদায় করতে হবে।^{২১} উক্ত ছিয়ামগুলি শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম আদায় করার পরেও করতে পারে।^{২২} ব্যস্ততার কারণে আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন।^{২৩} তবে ফরযের কাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করাই উচিত।^{২৪}

শাওয়াল মাসের ছিয়াম শুক্রবারে রাখা যাবে কি?

কেবল শুক্রবারকে কেন্দ্র করে কোন নফল ছিয়াম রাখা জায়েয হবে না। কারণ শুক্রবারকে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম দ্বারা খাছ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, রাত্রিসমূহের মধ্যে

জুম'আর রাতকে কিয়াম করার (নফল ছালাত পড়ার) জন্য নির্দিষ্ট করে না এবং দিনসমূহের মধ্যে জুম'আর দিনকে (নফল) ছিয়াম রাখার জন্য নির্ধারিত করে না। তবে যদি তা তোমাদের কারো ছিয়াম রাখার তারিখে পড়ে যায়, তাহ'লে সে কথা ভিন্ন।^{২৫} উল্লেখ্য যে, শুক্রবারে যদি কারো বিশেষ ছিয়ামের দিন পড়ে যায় যেমন আরাফার ছিয়াম, আশুরার ছিয়াম, শাওয়ালের বাকী থাকা ছিয়াম ইত্যাদি তাহ'লে সেদিনে ছিয়াম পালনে বাধা নেই।^{২৬}

একই আমল একাধিক নিয়তে করা যাবে কি?

একই আমল একাধিক নিয়তে করা যায়। কেউ মাসিক আইয়ামে বীযের ৩দিন ও সাপ্তাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারে দু'টি ছিয়ামের নিয়ত করে ছিয়াম পালন করলে উভয় ছিয়ামের ছওয়াব পেয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ তার রামাযানের কাযা ছিয়ামগুলো আইয়ামে বীয বা সাপ্তাহিক ছিয়ামের দিনে পালন করলে কাযা আদায়ের পাশাপাশি ঐ দিনগুলোর ছওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালনকালে কাযা আদায়ের নিয়ত করা যাবে না। কারণ শাওয়ালের ছিয়াম শাওয়াল মাসের মধ্যেই আদায় করতে হবে।^{২৭}

পরিশেষে বলব, রামাযান পরবর্তী শাওয়াল মাসেও ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। নফল ছিয়াম, কিয়ামুল লায়ল, দান-ছাদকা ইত্যাদি ইবাদত জারী রাখা উচিত। সেই সাথে সারা বছর ইবাদতে কাটানোর অভ্যাস তৈরী করা যরুরী। যাতে পরকালে নাজাত পাওয়া এবং জান্নাতে যাওয়া সহজ হয়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

২৫. মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২।

২৬. আত-তাহরীক, জুন ২০২৪, প্রশ্নোত্তর ১১/৩৩১।

২৭. উছায়মীন, মাজমু' ফাতাওয়া ২০/৪৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরন আলান্দারব ১৬/৪২৩; আত-তাহরীক, জানুয়ারী'২৪, প্রশ্নোত্তর ১৫/১৩৫।

হালাল পয়েন্ট বিডি

নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি ১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা

আমাদের পণ্যসমূহ

- ◆ সরিষার তৈল
- ◆ ১০০% খাঁটি খেজুরের গুড়
- ◆ আখের গুড়
- ◆ ১০০% খাঁটি আখের গুড়
- ◆ হোম মেড ঘি
- ◆ প্রাকৃতিক চাকের খাঁটি মধু
- ◆ হাতে তৈরি গমের আটার সেমাই
- ◆ খাঁটি খেজুর গুড় (ঝোলা, পাটালি, দানাদার ও বিচ গুড়)
- ◆ ফরমালিন মুক্ত সকল ধরনের আম ও লিচু ইত্যাদি।

বি.দ্র. দেশের যেকোন স্থানে খুচরা ও পাইকারী সরবরাহ করা হয়।

সার্বিক যোগাযোগ

প্রোঃ খুরশেদ আলম

মোবাইল : ০১৭৫১৪৭৫৩৬২

বানেশ্বর, পুষ্টিয়া, রাজশাহী

facebook.com/khurshad.rony

Facebook Page : হালাল পয়েন্ট বিডি

E-mail : khurshadrony607@gmail.com

Whatsapp : 01863024259

ঈদুল ফিতর : নিছক আনন্দ নয় ইবাদত

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ*

ভূমিকা : দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম সাধনার পর শাওয়ালের একফালি নতুন চাঁদ মুমিনের দুয়ারে নিয়ে আসে ঈদুল ফিতরের অনাবিল আনন্দের বার্তা। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এই আনন্দ কেবল পার্থিব ভোগ-বিলাস বা প্রথাগত কোন উৎসব নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ উপহার এবং ইবাদতেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে ঈদের এই আনন্দ উদযাপনেরও রয়েছে ইসলামের রূপরেখা ও নির্দেশনা। ইসলামে হালাল-হারামের বাহুবিচারহীন নিছক বিনোদনের কোন স্থান নেই। পরিতাপের বিষয় হ'ল, বর্তমানে অনেক মুসলিম ঈদের পবিত্রতাকে ভুলে বিজাতীয় ও তথাকথিত প্রগতিশীল সংস্কৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন। ঈদের আনন্দের নামে গান-বাজনা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মতো গর্হিত কাজগুলোকে স্বাভাবিক মনে করছেন, যা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ঈদুল ফিতরের প্রকৃত আনন্দ, এর সাথে ইবাদতের মেলবন্ধন এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হ'ল।-

ঈদুল ফিতরের পরিচয় :

ঈদুল ফিতর (عيد الفطر) আরবী শব্দ। ঈদ (عيد) অর্থ-উৎসব, ঋতু, পর্ব, মৌসুম ইত্যাদি।^১ আর ফিতর (فطر) অর্থ-ছিয়াম ভঙ্গকরণ, ইফতার ইত্যাদি।^২ এছাড়াও 'ঈদ' শব্দটির মূল আরবী (عود) 'আউদ'-এর অর্থ এমন উৎসব, যা ফিরে ফিরে আসে, পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, রীতি হিসাবে গণ্য হয় প্রভৃতি। এর অন্য অর্থ- খুশি বা আনন্দ। ঈদুল ফিতর প্রতি বছর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে অনাবিল আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে। দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম পালনের পর মহান আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণার্থে যে উৎসব পালন করা হয় তা-ই এর নাম 'ঈদুল ফিতর'।

বর্তমান ঈদের অবস্থা :

বর্তমানে ঈদের কথা আসলেই আমাদের সামনে নতুন পোষাক কেনা, ঘর সাজানো ইত্যাদির দৃশ্য ভেসে উঠে। ঈদের দিনের আনন্দ, খেলাধুলা, খাবার-দাবার, পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাওয়া ঈদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল।-

১. ঈদের পোষাক : ঈদ মানেই যেন নতুন পোষাকের বর্ণিল আয়োজন। উৎসবের আমেজ শুরু হ'তেই ফ্যাশন হাউজগুলো আবহাওয়া ও ক্রেতাদের রুচিভেদে বাহারি সব পোষাকের পসরা সাজায়। বিপণন কৌশলের অংশ হিসাবে এসব

পোষাকের নাম দেওয়া হয় জনপ্রিয় নাটক-সিনেমার চরিত্র বা তারকাদের নামে। কখনও 'পাখি', কখনও 'কিরণমালা' আবার কখনও বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নামে। আফসোসের বিষয় হ'ল রামায়ানের পবিত্রতা আর তারাবীহ বা কুদরের রাতের মহিমাষিত ইবাদত ছেড়ে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন বিপণিবিতানগুলোতে। ঈদ যত ঘনিয়ে আসে মসজিদ থেকে মুছল্লী তত কমে, ভিড় বাড়ে মার্কেটগুলোতে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈদে নতুন পোষাক কেনা বাধ্যতামূলক না হ'লেও, সামাজিক চাপে এটি এখন মর্যাদার প্রতীক ও জীবন-ঘনিষ্ঠ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে তুচ্ছ পোষাকের জন্য বরছে তাযা প্রাণ। সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা বা পিরোজপুরে সামান্য 'পাখি' জামা বা লেহেঙ্গা না পেয়ে ফাতেমা, মারিয়া বা সোহানার মতো কিশোরী ও স্কুলছাত্রীদের আত্মহননের মর্মান্তিক খবর ইতিপূর্বে খবরের কাগজে শিরোনাম হয়েছে। এই বিষয় শুধু না-পাওয়ার দলেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দিতে না পারার অক্ষমতা থেকেও গ্রাস করছে অভিভাবকদের।^৩

২. আতশবাজি ও পটকা ফুটানো : রামায়ান শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখার পবিত্র মুহূর্তটি মূলত আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হ'ল, একশ্রেণীর নামধারী মুসলিম কিশোর ও যুবক এই সময়টিকে আতশবাজি ও পটকা ফোটার উৎসবে পরিণত করে। ঈদের আগের সন্ধ্যা থেকে শুরু করে গভীর রাত, এমনকি ঈদের দিন পর্যন্ত তাদের এই উন্মত্ততা চলতে থাকে। নিছক আনন্দ উদযাপনের নামে শুরু হওয়া এই কর্মকাণ্ড অনেক সময় ভয়াবহ সহিংসতা ও প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তুচ্ছ এই পটকা ফোটারকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের নথীরও রয়েছে।^৪ ঈদ আনন্দের পবিত্রতা রক্ষায় এবং জানমালের নিরাপত্তায় এমন বর্জনীয় ও ক্ষতিকর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা যরুরী।

৩. গান বাজনা : বর্তমানে ঈদের অন্যতম অনুসঙ্গ হয়ে গেছে গান-বাজনা। ঈদের বাযারগুলো নিজেদের বাহারি পণ্যের গুণের কথা বর্ণনা দিয়ে গানের মাধ্যমে, বাজনার তালে তালে সারাদিন প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে থাকে। রামায়ান মাসে দিন-রাতে বিভিন্ন শপিং মলে এই গান বাজনা। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে উঠতি বয়সের তরুণ ও যুবকরা পিকআপ ভাড়া করে উচ্চ শব্দে গান বাজিয়ে বেহায়ার মত উদ্দাম নাচে এলাকা কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে।

৪. নাটক সিনেমা : নাটক ও সিনেমার পরিচালকগণ ঈদের কথা মাথায় রেখে টিভি, সিনেমা, ইউটিউব, ফেইসবুক ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের জন্য ঈদের নাটক ও সিনেমার নামে বিভিন্ন অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। স্যাটেলাইট টিভিগুলো সপ্তাহব্যাপী ঈদের অনুষ্ঠানের নামে

*তুলাপাঁও নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৭১৯।

২. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৭৬১।

৩. দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬; প্রথম আলো, ২৭ জুলাই ২০১৪; banglanews24.com ০৪ মে, ২০২১; দৈনিক সমকাল,

২৩ এপ্রিল ২০২৩; জনকণ্ঠ, ১৮ মে ২০১৯।

৪. অনলাইন সময় নিউজ, ২৩ এপ্রিল ২০২৩।

বিভিন্ন অল্লীল নাটক-সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। সিনেমা হলগুলোতে ঈদ কেন্দ্রিক সিনেমা দেখার হিড়িক পড়ে যায়। যা সবই ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী।

৫. নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশা : ঈদের দিন বিকাল হ'তে না হ'তেই পার্কগুলোতে নারী-পুরষের সমাগম বাড়ে। অন্তত ৩-৪ দিন যাবৎ রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে পার্ক ও অবকাশযাপন কেন্দ্রগুলোতে চলে বেপর্দা ঘোরাঘুরি। গত বছর ঈদুল ফিতরে নতুন করে যুক্ত হয়েছে তথাকথিত সুলতানী আমলের ঈদ মিছিলের নামে চরম জাহেলিয়াত। এছাড়াও ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে ঈদ পুনর্মিলনীর নামে শৈশব ও কৈশোরের সঙ্গী-সাথী কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করার কথা বলা হ'লেও নানা ধরনের নাটক, যাত্রা, জুরামূলক খেলাধুলার আয়োজন এবং নারী-পুরষের অবাধ মেলা-মেশার মাধ্যমে পাপের দিকে ধাবিত হয়।

৬. ঈদ আনন্দ মিছিল : ঈদের দিনের আনন্দের সাথে আরেকটি আনন্দ যুক্ত হয়েছে, সেটা হ'ল ঈদ আনন্দ মিছিল। ঈদুল ফিতরের জামা'আত শেষে রাজধানী ঢাকায় শুরু হয় 'ঈদ আনন্দ মিছিল'। ইতিপূর্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই ঈদ আনন্দ মিছিল সম্পর্কে ডিএনসিসির প্রশাসক বলেন, পুরনো বাণিজ্যমেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে সংসদ ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হবে। বর্ণাঢ্য এ মিছিলের সামনে শাহী ঘোড়া ও সামনে-পেছনে ২০টির মত ঘোড়ার গাড়ি থাকবে। ব্যান্ড পার্টি থাকবে, সুলতানী-মোঘল আমলের ইতিহাস সম্বলিত চিত্রকলাও থাকবে। নারী-পুরষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই ঈদ আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আসবেন। এর মাধ্যমে ঢাকার ৪০০ বছরের ঈদ ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা হবে। আনন্দমিছিলে বাজনা বাজাবে ব্যান্ড পার্টি। অংশগ্রহণকারীদের হাতে থাকবে ঈদের শুভেচ্ছা ও সচেতনতার বার্তাসংবলিত প্ল্যাকার্ড। পাশাপাশি মোঘল ও সুলতানী আমলের ইতিহাস সংবলিত ১০টি প্যাপেট শো রাখা হবে।^১ ২০২৫ সালের ৩১শে মার্চ ঈদুল ফিতরের ছালাত শেষে ঢাকার রাজপথে ঈদের পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যকে পদদলিত করে বেহুদা ঈদ এই মিছিল প্রদর্শিত হয়।

৭. ঈদের মাঠ আলোকসজ্জা করা : নেকীর আশায় অনেক এলাকায় বহু টাকা খরচ করে ঈদগাহ সজ্জিত করা হয়, যা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঈদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। আর ইবাদতের স্থানকে সাজ-সজ্জায় সুশোভিত করা সিদ্ধ নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَمَرْتُ بِتَسْنِيْدِ الْمَسَاجِدِ 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কিন্তু তোমরা একে সুসজ্জিত করবে যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ করত'^২

৮. ঈদের রাতকে বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত মনে করা : একশ্রেণীর মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঈদের রাতকে অন্যান্য রাতের তুলনায় অধিক মর্যাদামণ্ডিত মনে করেন এবং বিভিন্ন ইবাদত করে থাকেন। এ মর্মে তারা একটি জাল হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন। যেমন 'যে ব্যক্তি তারবিয়াহ, আরাফাহ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রি সহ চারটি রাত্রি জাগরণ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে'^৩ অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে, 'ঈদের রাত্রি জাগরণকারীর অন্তর কখনো মারা যাবে না'। এই বর্ণনাটি মওযু' বা জাল।^৪

ঈদের রাতের ছালাত সম্পর্কে জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যিনি আমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, জিবরাঈল আমাকে ঈসরাফীলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের রাতে ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাক'আতে ১ বার সূরা ফাতিহা এবং ১১ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে, এরপর রুকুতে এবং সিজদায় অমুক দো'আ ১০ বার পাঠ করবে, এরপর ছালাত শেষে ১০০ বার ইসতিগফার পাঠ করবে। এরপর সিজদায় যেয়ে বলবে....। যদি কেউ এইরূপ করে তাহ'লে সিজদা থেকে উঠার আগেই তার পাপ ক্ষমা করা হবে, রামাযানের ছিয়াম কবুল করা হবে.... ইত্যাদি ইত্যাদি'^৫ মূলত এটি একটি জাল ও বানোয়াট বর্ণনা। যা আদৌ আমলযোগ্য নয়।

৯. ঈদগাহে দ্রুত আসার জন্য মাইকে আহ্বান : বর্তমানে বিভিন্ন সমাজে ঈদের দিন সকাল হ'তে না হ'তেই মসজিদ বা ঈদগাহের মাইক বা সাউন্ড বক্সে তাড়াতাড়ি ছালাতে আসার আহ্বান জানানো হয়। এত এত সময় বাকী আছে, তাড়াতাড়ি আসেন ইত্যাদি বলে বলে তাকীদ প্রদান করা হয়। সাথে সাথে তাকবীর পাঠ, ইসলামী জাগরণী বা সঙ্গীত পরিবেশন, দিকনির্দেশনামূলক কথা-বার্তা চলতে থাকে। এভাবে ডাকাডাকি করা, জামা'আত ও খুৎবার আগে বিভিন্ন উপদেশমূলক কথা বলা উচিত নয়। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, لَأَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَالْأَذَانُ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِفَامَةَ وَلَا نَدَاءَ وَلَا شَيْءَ لَأَنْ نَدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِفَامَةَ, 'ঈদুল ফিতরের দিন যখন ইমাম বের হয় তখন ছালাতের জন্য কোন আযান নেই, এক্বামত নেই, আহ্বান নেই এবং অন্য কিছুই (যায়েয) নেই। মোটকথা, সে দিন নিদা বা আহ্বান, এক্বামত কিছুই নেই'^৬

১০. কবর যিয়ারত করা : বর্তমানে অনেকে ঈদের দিনে ঈদের ছালাতের পর দল বেঁধে কবর যিয়ারত করে থাকেন, কবরবাসীর জন্য সম্মিলিত দো'আ করেন। যেকোন দিন

১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২২।

২. ইবনু মাজাহ হা/১৭৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২০।

৩. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযু'আত ২/৫২; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.), হাদীছের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫৬৪।

৪. বুখারী হা/৯৬০; মুসলিম হা/৮৮৬; মিশকাত হা/১৪৫১।

কবর যিয়ারত করা জায়েয।^{১১} তবে ঈদের দিন বা অন্য কোন একটি বিশেষ দিনকে কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা বা এর বিশেষ নেকী রয়েছে বলে মনে করা বিদ'আত।^{১২}

১১. খুৎবা শেষে সম্মিলিত মুনাযাত : বর্তমানে ঈদের অন্যতম কাজ হ'ল ঈদের ছালাতের খুৎবা শেষে ইমাম-মুছল্লী সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাযাত করা। যার কোন প্রমাণ রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের আমলে পাওয়া যায় না বিধায় এটিও বিদ'আত।

ঈদের সাথে সম্পর্কিত ইবাদাত :

মানুষকে আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন (যারিয়াত ৫১/৫৬)। তাই তার প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করা। তাই ঈদের আনন্দের মধ্যে একজন মুসলিম চেষ্টা করবেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার ও আল্লাহর নাফরমানি থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণও ইবাদতের মাধ্যমেই ঈদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ঈদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ইবাদত নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।

১. চাঁদ দেখা : একজন মুসলিমের রামায়ান মাসের শুরু ও শেষে চাঁদ দেখা অন্যতম দায়িত্ব। আর শাওয়ালের চাঁদের মাধ্যমেই মুসলিমের ঈদের কাজ শুরু হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি **إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ** যখন তোমরা তা (চাঁদ) দেখবে তখন ছিয়াম রাখবে, আবার যখন তা দেখবে তখন ইফতার করবে। আর যদি আকাশ মেঘলা থাকে তবে সময় হিসাব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।^{১৩} অন্য বর্ণনায় এসেছে, **تَوَمَّرَا** চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন কর এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ছেড়ে দাও।^{১৪}

২. তাকবীর পাঠ করা : ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার পর থেকে তাকবীর শুরু করবে। শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা বা জানার/নিশ্চিত হ'লে মাগরিবের পর থেকেই তাকবীর পাঠ শুরু করবে। আর তাকবীর দেওয়া শেষ হবে ঈদের ছালাত আদায় করার মাধ্যমে। অর্থাৎ মানুষ যখন ঈদের ছালাত আরম্ভ করবে তখন তাকবীর দেওয়ার সময় শেষ।^{১৫} মহান আল্লাহ বলেন, **وَتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ** এবং **وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**, 'যাতে তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব

বর্ণনা কর। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও' (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, **حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ**

إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا, 'মুসলমানদের উপর এটা বাধ্যগত বিষয় যে ঈদুল ফিতরের নতুন চাঁদ দেখার পর যেন তাকবীর ধ্বনি পাঠ করে'।^{১৬} রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হয়ে তাকবীর পড়তে পড়তে ঈদগাহে আসতেন এবং ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পড়তেন। ছালাত শেষ হ'লে তিনি তাকবীর পড়া বন্ধ করতেন।^{১৭} তবে মহিলারাও নিঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে। ঈদুল আযহা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, **وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي** 'আর তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ করবে' (বাক্বারাহ ২/২০৩)। আর ঈদুল আযহা উপলক্ষে যিলহজ্জের ৯ তারিখ তথা আরারফার দিন সকাল হ'তে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা সনাত।^{১৮} তবে যিলহজ্জের প্রথম দিন হ'তে কুরবানীর পরের তিন দিন পর্যন্ত ও তাকবীর পাঠ করা যায়।^{১৯}

ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'।^{২০} অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লাহ আকবার কাবীরা, ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানালা-হি বুকরাতাও ওয়া আছীলা'।^{২১} ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন।^{২২}

৩. গোসল করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া : ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার আগে গোসল করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সনাত। এই দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওয়ু-গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে তেল-সুগন্ধি মেখে ঈদগাহে যাওয়া উত্তম। নাফে' (রহঃ) থেকে বর্ণিত, **أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى** 'নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন'।^{২৩}

৪. উত্তম পোষাক পরিধান করা : আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন।^{২৪} আর পোষাক হ'ল সৌন্দর্যের

১৬. ড. আসাদুল্লা আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্র., পৃ. ৪৭৭।

১৭. ইবনু আব্বা শায়বা' হা/৫৬২১; ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩।

১৮. মুছান্নাফ ইবনু আব্বা শায়বা, হা/৫৬৭৮, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫৩-এর আলোচনা দ্র., ৩/১২৫।

১৯. বুখারী হা/৯৬৯-এর অনুচ্ছেদ দ্র.।

২০. মুছান্নাফ ইবনে আব্বা শায়বাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ; ইরওয়া ৩/১২৫ পৃ.; ফিক্বহুস সুননাহ ১/২৪৩ পৃ.।

২১. কুরত্ববী ২/৩০৬-৭ পৃ.।

২২. যাদুল মা'আদ ২/৩৬১ পৃ.; নায়ল ৪/২৫৭ পৃ.; গ্বীত : মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৩ প্রম্বোক্ত ৩৩/৭৩।

২৩. মুওয়ান্না মালেক হা/৬০৯; মুছান্নাফ আব্দুর রায়যাক, হা/৫৭৫০; বায়হাক্বী হা/৬৩৪৪।

২৪. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৫৭৯০; ছহীহুল জামে' হা/১৭১৪।

১১. মুসলিম হা/৯৭৬; আব্বাদউদ হা/৩২৩৪।

১২. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ৬১৬৭; মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর ২০১৩ প্রম্বোক্ত ৩৬/৭৬।

১৩. বুখারী হা/১৯০০।

১৪. বুখারী হা/১৯০৯; মুসলিম হা/১০৮১।

১৫. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছায়মীন (১৬/২৬৯-২৭২) গ্বীত. <https://islamqa.info/bn/answers/> প্রশ্ন নং-৪৮৯৬৯।

প্রতীক। তাই ঈদের দিন সকালে পুরণ্য ও বাচ্চারা পোষাক পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ‘বাযারে বিক্রি হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা নিয়ে ওমর (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, بِهَا تَحْمَلُ بِهَا, لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি এটি ক্রয় করে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন’।^{২৫} ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিন লাল রঙ্গের চাদর পরিধান করতেন’।^{২৬} মহিলারা সুগন্ধি মাখা ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী ব্যতিরেকে অভ্যন্তরীণভাবে সুসজ্জিত হবে। তারা বড় ওড়না বা চাদরে আবৃত হয়ে পর্দা সহকারে বের হবে। কারো ওড়না বা চাদর না থাকলে অন্য কোন বোনের ওড়নায় বা চাদরে शामिल হয়ে বের হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَلْبَسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ حَلْبَابِهَا, ‘তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে’।^{২৭}

৫. ছাদাক্বাতুল ফিত্র প্রদান করা : ঈদের আনন্দ ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে শিখায় না বরং ধনীরা যেমন ঈদের আনন্দ করবে তেমনি ধনীদের সহযোগিতা নিয়ে গরীবরাও ধনীদের সাথে ঈদের খুশিতে শরীক হবে। তাই ঈদুল ফিত্রের দিনে অন্যতম প্রধান কাজ হ’ল, ছোট-বড়, নর-নারী, স্বাধীন-পরাস্বাধীন (গোলাম) প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির গরীব-মিসকীনকে ফিত্রা প্রদান করা।^{২৮} সবার পক্ষ থেকে এক ছা’ (প্রায় ২.৫০ কেজি চাউল) পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিত্রা হিসাবে আদায় করা ফরয।^{২৯} আর তা ঈদের মাঠে যাওয়ার আগেই আদায় করতে হবে।^{৩০} তবে ২/১ দিন পূর্বেও জমা করা যায়।^{৩১}

৬. কিছু খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া : ঈদুল ফিত্রের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وَتَرًا ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিত্রের দিন (ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) বের হ’তেন না, যতক্ষণ না তিনি বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন’।^{৩২} ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مِنَ السَّنَةِ أَنْ يَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَكَوْ

بَسْرَةً. ‘ঈদুল ফিত্রের দিন (বাড়ী থেকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নাত। এমনকি একটা খেজুর হ’লেও’।^{৩৩} তবে ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। বুয়ায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিত্রের দিন কিছু না খেয়ে বের হ’তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না’।^{৩৪} অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘কুরবানী না করে فَيَأْكُلُ مِنْ, ‘অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, ‘তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ’তে খেতেন’।^{৩৫}

৭. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে গমন করা : দূরবর্তী স্থান বা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যানবাহনে করে গমন না করে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে গমন করা সুন্নাত।^{৩৬} আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে গমন ও প্রত্যাবর্তন করতেন’।^{৩৭} আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مِنَ السَّنَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. ‘সুন্নাত হ’ল ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া’।^{৩৮}

৮. ঈদগাহে গমনাগমনে রাস্তা পরিবর্তন করা : বেশী মানুষের সাথে সাক্ষাৎ, খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য ঈদের দিনের পায়ে হেঁটে যাওয়া যেমন সুন্নাত তেমনি পায়ে হেঁটে এক পথে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসাও সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ نَبِيِّ كَرِيمٍ (ছাঃ) ঈদের দিনে এক পথ দিয়ে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন’।^{৩৯} জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ, ‘ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন’।^{৪০}

৩৩. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৬৩০; ছহীহাহ হা/৩০৩৮।

৩৪. তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৩৫. ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; আহমাদ হা/২১৯৬৪, সনদ হাসান।

৩৬. তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; আহমাদ হা/২২৯৮৪।

৩৭. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃ. ৬০৫।

৩৮. ইবনু মাজাহ, হা/১২৯৫; সনদ হাসান।

৩৯. ইবনু মাজাহ হা/১২৯৬; বায়হাক্বী হা/৬২১৬, সনদ হাসান।

৪০. তিরমিযী, হা/৫৪১; ছহীহুল জামে’ হা/৪৭১০; মিশকাত, হা/১৪৪৭।

৪১. বুখারী হা/৯৮৬; ছহীহুল জামে’ হা/৪৭৭৬; মিশকাত হা/১৪৪৩।

২৫. বুখারী হা/৯৪৮; মুসলিম হা/২০৬৮।

২৬. তাবারানী, মু’জামুল আওসাত্ হা/৭৬০৯; ছহীহাহ হা/১২৭৯।

২৭. বুখারী হা/৩২৪; মুসলিম হা/৮৯০।

২৮. বুখারী হা/১৫১১।

২৯. বুখারী হা/১৫১০, ১৫০৯।

৩০. বুখারী হা/১৫০৯, মুসলিম হা/৯৮৬।

৩১. বুখারী হা/১৫১১।

৩২. বায়হাক্বী হা/৬২২২; বুখারী হা/৯৫৩।

৯. ঈদের ছালাত আদায় করা : ঈদের দিনের অন্যতম কাজ হ'ল উনুজ ময়দানে জামা'আত সহকারে ঈদের ছালাত আদায় করা। ঈদের ছালাত উনুজ ময়দানে হওয়াই উত্তম। অন্য মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় এক হায়ার গুণ উত্তম^{৪২} হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত উনুজ ময়দান 'বাতুহান' সমতল ভূমিতে আদায় করেছেন।^{৪৩} তবে বৃষ্টি, ভয় অথবা অন্য কোন কারণে উনুজ ময়দানে যাওয়া সম্ভব না হ'লে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়।^{৪৪} ঈদের ছালাতে সকল মহিলারা বের হবে এবং ভাল কাজ (ঈদের খুৎবা) ও মুমিনদের দো'আতে শরীক হবে। ঋতুবতী মহিলারা ছালাত হ'তে বিরত থাকবে।^{৪৫} নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ও স্ত্রীগণকে দু'ঈদের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিতেন।^{৪৬}

১০. খুৎবা প্রদান ও শ্রবণ করা : ঈদের ছালাতের পর ইমাম খুৎবা প্রদান করবেন। যাতে তিনি বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ, উপদেশ বর্ণনা করবেন। আর নারী-পুরুষ সকলে তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (ঘর থেকে) বের হয়ে ঈদগাহের ময়দানে গমন করতেন। প্রথমে তিনি সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করাতেন। এরপর তিনি মানুষের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াতেন। মানুষরা সে সময় নিজ নিজ সারিতে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে ভাষণ শুনাতেন ও উপদেশ দিতেন। আর যদি কোন দিকে কোন সেনাবাহিনী পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে নির্বাচন করতেন। অথবা কাউকে কোন নির্দেশ দেয়ার থাকলে তা দিতেন। তারপর তিনি (ঈদগাহ) হ'তে প্রত্যাবর্তন করতেন।^{৪৭}

১১. দান-ছাদাক্বাহ করা : দান-ছাদাক্বাহ ঈদের দিনের অন্যতম নফল ইবাদত। রাসূল (ছাঃ) যেমন পুরুষদের থেকে দান গ্রহণ করতেন তেমনি দানের জন্য বেলাল (রাঃ)-কে নিয়ে মহিলাদের নিকটে যেতেন। একদা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কখনও ঈদের ছালাতে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হ'তেন (প্রথমে) ছালাত আদায় করতেন। তারপর খুৎবা দিতেন। রাবী বলেন, তিনি আযান বা ইক্বামতের কথা উল্লেখ করেননি। *ثُمَّ أُنِي النَّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ* وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ إِلَيَّ أَذَانَهُنَّ وَحُلُوقَهُنَّ يَدْفَعْنَ إِلَيَّ بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَيَّ بَيْتَهُ

৪২. বুখারী হা/১১৯০, মুসলিম হা/১৩৯৪, আহমাদ হা/৭৭৩৭।

৪৩. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খ-., পৃ. ২৩৭-৩৮; মির'আতুল মাফাতীহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭; ঐ, ৫/২২।

৪৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮; ইবনু কুদামা, মুগনী ২/২৩৫।

৪৫. বুখারী হা/৩২৪, ৯৮০, ১৬৫২।

৪৬. আহমাদ, ছহীহাহ হা/২১১৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৮৮।

৪৭. বুখারী হা/৯৫৬, মুসলিম হা/৮৮৯।

'অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের নিকটে আসতেন, তাদেরকে উপদেশ দিতেন ও দান-ছাদাক্বাহ করার নির্দেশ দিতেন। আমি মহিলাদেরকে দেখতাম, তারা নিজেদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়াতেন এবং গহনা খুলে বেলালের নিকট দিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও বেলাল (রাঃ) বাড়ী ফিরে আসতেন'।^{৪৮}

১২. পরস্পরে কুশল বিনিময় করা : ঈদ উপলক্ষে নিজ গ্রামের বাড়ী থেকে দূরে অবস্থানকারী প্রায় সকলেই নিজেদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসেন। তাই সকলের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কুশল বিনিময়ের অন্যতম সময় হ'ল ঈদ। ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেলাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন, *تَقَبَّلَ اللهُ*

'তাকাব্বালাল্লাহ মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন'।^{৪৯} আর ঈদের দিন কোলাকুলি কোন যররী বিষয় নয়। তবে সফর থেকে বা বাহির থেকে আগন্তকের সাথে কোলাকুলি করা যায়।^{৫০}

১৩. বৈধ খেলাধুলা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা : ইসলামের ফরয বিধান লংঘন না করে, সতর ঢেকে, জুয়া ও প্রতারণামুক্ত, শরীরের জন্য উপকারী বৈধ খেলাধুলাকে ইসলাম জায়েয করেছে। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তীর নিক্ষেপ,^{৫১} ঘোড়া দৌড়,^{৫২} বর্শা বা বল্লম নিয়ে খেলা,^{৫৩} সাতার কাটা,^{৫৪} দৌড় প্রতিযোগিতা^{৫৫} সহ বিভিন্ন বৈধ খেলাধুলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঈদের দিন বাদ্যযন্ত্র ছাড়া, শিরক-বিদ'আত মুক্ত তাওহীদ ও সুন্নাতের আলোকে রচিত ইসলামী গান পরিবেশন করা যায়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তার ঘরে দুই বালিকা দফ বাজাচ্ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে গান করছিল। আবুবকর (রাঃ) তাদের ধমক দেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, *دَعُوهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ* 'তাদের গাইতে দাও। *لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدٌ وَإِنَّ عَيْدَنَا هَذَا الْيَوْمُ*, কারণ প্রত্যেক জাতিরই ঈদের দিন আছে। আর আমাদের ঈদ হ'ল আজকের দিন'।^{৫৬}

ঈদের আনন্দ ও ইবাদত :

ঈদে আনন্দ ও ইবাদতের সমন্বয় করা যররী, যেখানে শারঈ আনন্দ প্রকাশ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা হয়। ঈদের আনন্দ

৪৮. বুখারী হা/২৫৪৯; মুসলিম হা/৮৮৮৪।

৪৯. আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪ পৃ., ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬০৮ পৃ.।

৫০. আহমাদ হা/১৩০৬৭; ছহীহাহ হা/১৬০।

৫১. মুসলিম হা/১৯১৭; আব্দাউদ হা/২৫১৪, ছহীহুল জামে' হা/২৬৩৩।

৫২. বুখারী হা/২৮৬৯; আব্দাউদ হা/২৫৭৫।

৫৩. বুখারী হা/৪৫৪, ৪৫৫; মুসলিম হা/ ৮৯২, আহমাদ হা/২৬৩৮।

৫৪. ত্ববারানী, মুজাম্মুল কাবীর ২/১৯৩, (১৭৮৬)।

৫৫. মুসলিম হা/১৮০৭; আব্দাউদ হা/২৫৭৮; নাসাঈ হা/৮৯৪৪; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৬৯১।

৫৬. বুখারী হা/৩৯৩১; মুসলিম হা/৮৯২।

যেমন নতুন পোষাকে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে, ভালো খাবার ভাগাভাগিতে প্রকাশ পায়; তেমনি ঈদের ছালাত, তাকবীর, যাকাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে ইবাদত সম্পন্ন হয়। যা পাপ মোচন ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ করে দেয়। তাই ঈদ শুধু উৎসব নয়, বরং এটি আল্লাহর রহমত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির একটি ইবাদতময় দিন।

বান্দা দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম, ক্বিয়ামসহ বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে কাটানোর পরে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ আসে ঈদুল ফিতর। মুমিন সারা রামায়ান মাস নেক কাজ করা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন তেমনি ঈদের দিন সহ সারা বছর তাদের একই প্রচেষ্টা থাকবে। আর প্রকৃত মুমিন কখনো ঈদের অন্যায় আনন্দে আল্লাহর বিধান ভুলে যেতে পারেন না। সত্যিকারের মুমিন মহান কল্যাণের মাস চলে যাওয়ায় দুঃখিত হবেন এবং ভালো আমলগুলো কবুলের জন্য দো‘আ করবেন। ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) ৭৩৬-৭৯৫ হি. বলেন, كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، سالفة ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم، ছালাহীনদের কেউ কেউ ছয় মাস ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন যেন তিনি তাদেরকে রামায়ান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দেন, তারপর ছয় মাস ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন যেন তিনি তাদের কাছ থেকে তা কবুল করেন।^{৫৭}

ঈদুল ফিতরের আনন্দের শুরু হয় শাওয়ালের চাঁদ দেখার পর থেকে। আর এর পূর্ণতা পায় দলে দলে ঈদগাহে হাযির হয়ে মহান রবের কৃতজ্ঞতায় ছালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে। তাকবীর পাঠ এবং ছিয়ামসাধনা যেন আল্লাহর দরবারে কবুল হয় সেজন্য একে অপরের কাছে দো‘আ চাওয়া ঈদুল ফিতরের অন্যতম কাজ। মুমিন ব্যক্তি ঈদের দিন বৈধ আনন্দ করবে এজন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশিত ছিয়াম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে, ছাদাক্বাতুল ফিতর প্রদানে ও ঈদের ছালাত আদায় করতে পেরেছে এজন্য। তারা আনন্দ করবে এজন্য যে, হয়ত আল্লাহ রামায়ান মাসের বিবিধ ইবাদতের মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) ঈদুল ফিতরের দিন বের হয়ে তাঁর খুৎবায় বললেন, ‘হে মানুষ! তোমরা ত্রিশ দিন ধরে আল্লাহর জন্য ছিয়াম পালন করেছ এবং ত্রিশ রাত ধরে ক্বিয়াম করেছ এবং আজ তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বেরিয়েছো যেন তিনি তোমাদের কাছ থেকে তা কবুল করেন। পূর্বসূরীদের মধ্যে কেউ কেউ ঈদুল ফিতরের দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন, তাই তাকে বলা হ’ত, এটি আনন্দ ও খুশির দিন, তাই তিনি বলতেন, তুমি ঠিক বলেছো, কিন্তু আমি একজন বান্দা যার প্রভু আমাকে তাঁর জন্য একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমি জানি না তিনি আমার কাছ থেকে তা

কবুল করবেন কি না?^{৫৮}

রামায়ান মুমিনের পাপ মাফ করার অন্যতম মাধ্যম। একজন মুমিন তওবার মাধ্যমে যদি অন্যায় থেকে এই মাসে ফিরে আসে আবার ঈদের দিনেই আবার অন্যায়, অশ্লীল ও খারাপ কাজে লিপ্ত হয় তাহ’লে বুঝতে হবে যে, হয়ত আল্লাহ তার তওবা কবুল করেননি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, : التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا تَوْبَتْ مِنْهُ، أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ، ثُمَّ لَا يَعُودَ فِيهِ، এইভাবে গুনাহ থেকে ফিরে আসা এবং আর সে গুনাহে প্রত্যাবর্তন না করা’।^{৫৯} যদি কেউ তওবা করে আর মনে সংকল্প রাখে যে, সুযোগ পেলে আবার পাপে ফিরে আসবে তাহ’লে তওবা কবুলযোগ্য হবে না।^{৬০} সুতরাং তওবাকারী তওবার সময় দৃঢ় সংকল্প রাখতে হবে যে, তওবার পরে পুনরায় তার দ্বারা আর এ পাপ সংঘটিত হবে না। তবে দৃঢ় সংকল্পের পরেও যদি পাপ হয়ে যায় তাহ’লে আবার তওবা করবে।^{৬১} আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঈদের দিন বলতেন- ‘জানি না, আমাদের মধ্যে কে পুরস্কৃত, তাকে আমরা মারহাবা জানাব! আর কে বঞ্চিত, তার জন্য আমরা সমবেদনা জানাব! হে পুরস্কৃত! তোমাকে অভিনন্দন। হে বঞ্চিত! আল্লাহ তোমার ক্ষতিপূরণ করুন’।^{৬২}

রামায়ানে বহুবিধ ইবাদত করার পর মুমিনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে, যেন এই ছিয়াম কবুল হয় ও ফেরত দেওয়া না হয়। কারণ ‘পূর্বসূরী নেককাররা কাজটি সম্পন্ন, নিখুঁত এবং আয়ত্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতেন। তারপর তারা এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে চিন্তিত থাকতেন এবং এর প্রত্যাখ্যানের ভয় পেতেন। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, কাজের চেয়ে কাজের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে বেশী চিন্তিত হও। তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোননি, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন’ (মায়েরদাহ ৫/২৭)।^{৬৩}

পরিশেষে বলব, রামায়ানের দীর্ঘ একমাস বান্দা যেমন ছিয়াম ক্বিয়ামের মাধ্যমে পাপ থেকে বিরত থেকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমার দিকে এগিয়ে যায়, ঈদের দিন এবং তার পরবর্তী দিনগুলোও যেন এর ধারাবাহিকতা ঠিক থাকে। কারণ আল্লাহর কাছে ধারাবাহিক আমল অধিক প্রিয় যদিও সেটা কম হয়’।^{৬৪} তাই ঈদুল ফিতরের দিন বৈধ আনন্দ ও ইবাদতের মধ্যে থাকাই মুমিনের লক্ষণ। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা তার আনুগত্যের মধ্যে থেকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৫৮. লাভায়েফুল মাদারিফ পৃ. ৩৭৬।

৫৯. আহমাদ হা/৪২৬৪, বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান হা/৬৬৩৭।

৬০. শরহ রিয়াযুস ছলেহীন: (রিয়াদ : মাদারাল আল-ওতান, ১৪২৬ হি.)

তওবা অনুচ্ছেদ ১/৯১ পৃ.।

৬১. ছহীহ বুখারী হা/৭৫০৭, ছহীহ মুসলিম হা/৭১৬২।

৬২. লাভায়েফুল মাদারিফ, পৃ. ৩৭৭।

৬৩. লাভায়েফুল মাদারিফ পৃ.৩৭৫।

৬৪. বুখারী হা/৬৪৬৪।

৫৭. লাভায়েফুল মাদারিফ (বৈরুত, লেবানন ৫ম প্রকাশ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৩৭৬।

তেলাওয়াত এবং অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে'।^{১৫} অর্থাৎ শুধু তারাভীহর ছালাত নয়; বরং এর সাথে অন্যান্য নফল ইবাদতের মাধ্যমেও এই রাতের মহান ফযীলত অর্জন করা যায়।

রামাযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ মোট পাঁচটি বেজোড় রাত বেশী সম্ভাবনাময়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **تَحْرُورًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ** 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে ক্বদরের রাত্রি তালাশ কর'।^{১৬} সুতরাং লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত লাভের জন্য এই পাঁচ বেজোড় রাতকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য।

লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত লাভের উপায়

লায়লাতুল ক্বদরের ছওয়াব লাভের জন্য কতিপয় করণীয় রয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একজন বান্দা পরিপূর্ণরূপে সেই ফযীলত অর্জন করতে পারে। নিম্নে সেই উপায়গুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হ'ল।

১. এশা ও ফজর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা :

লায়লাতুল ক্বদরের বরকত পাওয়ার প্রথম ও প্রধান সোপান হ'ল ফরয ছালাতের প্রতি যত্নশীল হওয়া। বিশেষ করে এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করলে সারা রাত ইবাদতের সমান নেকী অর্জিত হয়। ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, **مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ كَقِيَامِ نَفْسٍ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ**, 'যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত কিয়ামুল লায়ল (রাতের নফল ছালাত/তাহাজ্জুদ) আদায় করল। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফজর উভয় ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন সারা রাত ছালাত আদায় করল'।^{১৭} শায়খ ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, কোন ব্যক্তি এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে সে সারা রাত ছালাত আদায়ের নেকী লাভ করতে পারে। এটি আল্লাহর এক মহান অনুগ্রহ। অর্থাৎ আপনি যখন এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করবেন, তখন আপনি আপনার বিছানায় শুয়ে থাকুন অবস্থাতেও যেন সারা রাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকলেন'।^{১৮} বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাঈবিব (রহঃ) বলেন, **مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَفَدَّ أَخَذَ بِحِطِّ مِئْهَاتِهِ**, 'যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদরের রাতের এশার ছালাতে (জামা'আতে) উপস্থিত হ'ল, সে এই রাতের

কল্যাণ থেকে নিজের অংশ গ্রহণ করে নিল'।^{১৯} সুতরাং আমরা যদি রামাযানের শেষ দশকে এশা ও ফজর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারি, তবে আমরা নিশ্চিতভাবে লায়লাতুল ক্বদরের প্রত্যাশা করতে পারি। সেজন্য খেয়াল রাখতে হবে, যেন মার্কেটে ঘুরাঘুরি করে, অথবা ঘুম ও গাফলতির কারণে আমাদের এই দুই ছালাতের জামা'আত ছুটে না যায়। তবে মহিলারা সময় মতো বাড়ীতে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে এই নেকী লাভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

২. তারাভীহর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা :

রামাযানের রাতগুলোতে ইমামের সাথে তারাভীহর ছালাত আদায় করা ক্বদরের ফযীলত অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের ভিতরে ও রামাযানের বাইরে বিতরসহ এগারো রাক'আত তাহাজ্জুদ বা তারাভীহর ছালাত আদায় করেছেন।^{২০} জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, **صَلَّى نَبَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوَيْتْرِ** 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাভীহ ও বিতর ছালাত পড়ান'।^{২১} রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ** 'কোন ব্যক্তি যদি ইমাম ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে (তারাভীহর) ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তার জন্য পুরো রাত ছালাত আদায় করা হিসাবে গণ্য হবে'।^{২২} অর্থাৎ ইমামের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারাভীহর ছালাত আদায় করলে পূর্ণ রাত ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায়। এটি মূলত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে স্বল্প পরিশ্রমে তারা সারারাত কিয়ামুল লায়লের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

৩. রাতে একশ' আয়াত কুরআন তেলাওয়াত করা :

কুরআন নাযিলের রাতে কুরআন তেলাওয়াত করা শ্রেষ্ঠ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কোন বান্দা যদি রাতের বেলা পবিত্র কুরআন থেকে ১০০ আয়াত তেলাওয়াত করে, তবে তিনি সে রাতে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লায়ল আদায় করার নেকী অর্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, **مَنْ قَرَأَ بِمَاءَةٍ مِنْ قُرْآنٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ**, 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য পুরো রাতটাই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে'।^{২৩} অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

১০. ইমাম বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ, ৬/৩৯০।

১১. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; তিরমিযী হা/৪৩৯; আবুদাউদ হা/১৩৪১।

১২. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০, সনদ হাসান ২/১৩৮ পৃ.; মির'আত ৪/৩২০ পৃ.।

১৩. আবুদাউদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; মিশকাত হা/১২৯৮, সনদ ছহীহ।

১৪. ছহীহাহ হা/৬৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৮, সনদ ছহীহ।

৬. ইবনে বায, মাজালিসু রামাযান, পৃ. ৪৩।

৭. বুখারী হা/২০১৭; মুসলিম হা/১১৬৯; মিশকাত হা/২০৮৩।

৮. মুসলিম হা/৬৫৬; আবুদাউদ হা/৫৫৫; তিরমিযী হা/২২১; মিশকাত হা/৬৩০।

৯. ইবনু উছায়মীন, শারহু রিয়াযিস ছালেহীন, ৫/৮২।

বলেছেন, 'وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَاتِنِينَ' যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত পাঠ করবে, তাকে 'ক্বানিতীন' বা অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে'।^{১৫} সূরা বাক্বারাহর মত বড় সূরাগুলো ছাড়াও কুরআনের শেষ দিকের ছোট ছোট কয়েকটি সূরা মিলালেই ১০০ আয়াত হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি সূরা ওয়াক্বিয়াহ [৯৬ আয়াত বিশিষ্ট] পড়ে এবং সাথে সূরা ইখলাছ [৪ আয়াত বিশিষ্ট] তেলাওয়াত করে, এতে তার ১০০ আয়াত পূর্ণ হয়ে যায়। শুধু রামাযানে নয়; রামাযানের বাইরেও ঘুমামোর আগে মোবাইল স্ক্রিনে সময় নষ্ট না করে মাত্র ১০-১৫ মিনিট সময় ব্যয় আমরা এই ফযীলতপূর্ণ আমলটি সম্পাদন করতে পারি। আর কেউ যদি এর চেয়ে আরো বেশী সময় নিয়ে আরো বেশী তেলাওয়াত করতে পারে, তবে সেটা তো 'নূরুন আলা নূর' বা সোনায় সোহাগা।

৪. সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করা :

পবিত্র কুরআনে বিশেষ বিশেষ কিছু সূরা ও আয়াত আছে, যার স্বতন্ত্র ফযীলত হাদীছে বিধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত। রাতের বেলা এই দুই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা সেই রাতের তাহাজ্জুদের নেকী লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'مَنْ قَرَأَ بِالْأَيَّتَيْنِ' 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে'।^{১৬} ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, 'مَنْ قَرَأَ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَهُ' 'যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করবে, তবে এটা তার পক্ষ থেকে ক্বিয়ামুল লায়লের ছওয়াব লাভের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে'।^{১৭} 'এ অর্জানাহু মিন ফিয়াম اللیل بِالْقُرْآنِ' বলেন, 'এ আয়াত দু'টি তার জন্য কুরআন পাঠের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ বা ক্বিয়ামুল লায়ল আদায়ের স্থলাভিষিক্ত হবে (অর্থাৎ যথেষ্ট হবে)'।^{১৮} ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'অত্র হাদীছের মর্মার্থ হ'ল (সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত রাতে তেলাওয়াত করা) ক্বিয়ামুল লায়লের নেকী লাভের জন্য যথেষ্ট, শয়তান বা কোন অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট অথবা এটা সবকিছুর জন্যই যথেষ্ট'।^{১৯} মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি ছোট ছোট আমলের জন্য অনেক বড় বড় নেকী বরাদ্দ রেখেছেন। সুতরাং লায়লাতুল ক্বদরের সঙ্কলনাময় রাতগুলো এই ছোট আমলটি সম্পাদন করে আমরা এ রাতের ফযীলত লাভের প্রত্যাশা করতে পারি।

১৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ইমাম হা/ ২০০২; মুত্তাদরাকে হাকেম হা/১১৬০; ছহীযাহ হা/৬৫৭, সনদ ছহীহ।

১৬. বুখারী হা/৫০০৯; মুসলিম হা/৮০৭।

১৭. ফাৎহুল বারী ৯/৫৬, ১০০৯ নং হাদীছ দৃষ্টব্য।

১৮. ইমাম সুযুতী, আত-তাওশীহ শারহুল জামি ইছ ছহীহ ৭/৩১৭৯।

১৯. শরহে নববী 'আলা মুসলিম ৬/৯১-৯২

৫. দান-ছাদাক্বা করা :

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি বড় মাধ্যম হ'ল দান-ছাদাক্বা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও অধিক দান-ছাদাক্বা করতেন।^{২০} বিশেষ করে গরীব-মিসকীন ও বিধবাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা একই সাথে জিহাদ, ছিয়াম ও ক্বিয়ামের নেকী লাভ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَمَةِ وَالْمَسْكِينِ كَأَنَّكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَأَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَيَوْمَ اللَّيْلِ' 'বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ অথবা সারাদিন ছিয়াম পালনকারী ও সারারাত (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায়কারীর সমান ছওয়াবের অধিকারী'।^{২১}

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে এই হাদীছটির ওপর আমল করা আমাদের জন্য অনেকটা সহজ। যেমন- রামাযান মাসে আমাদের মসজিদগুলোতে অনেক অসহায় মানুষ বা সাহায্যার্থী সমবেত হয়। আমরা সরাসরি তাঁদের হাতে কিছু দান তুলে দিয়ে লায়লাতুল ক্বদরের ছওয়াব অর্জন করতে পারি। এছাড়া আমাদের হাতের মুঠোয় থাকা বিকাশ বা নগদের মতো অ্যাপের মাধ্যমে মুহূর্তেই গ্রামের বাড়ীর কোন গরীব আত্মীয় বা পরিচিত অভাবী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি। আরও চমৎকার একটি পদ্ধতি হ'তে পারে- বিকাশ বা নগদে 'অটো সেন্ড মানি' (Auto Send Money) অপশনটি চালু করে দেওয়া। আমরা যদি কোন বিশুদ্ধ দুস্থ কল্যাণ ফাণ্ড বা পরিচিত গরীব মানুষের নম্বরে প্রতি রাতের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন ৫০ বা ১০০ টাকা) অটো-সেন্ড সেট করে রাখি, তবে মাত্র ৫০০ বা ১০০০ টাকার মাধ্যমেই পুরো দশ রাত দান করার নেকী নিশ্চিত করা সম্ভব। এতে সুবিধা হ'ল, আমরা যদি কোন কারণে বা ইবাদতে ব্যস্ত থাকার ফলে দানের কথা ভুলেও যাই, তবুও ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের পক্ষ থেকে সেই দানটি ঠিকই পৌঁছে যাবে। এভাবে সামান্য বুদ্ধিমত্তা আর সদিকছা কাজে লাগিয়ে আমরা অবলীলায় এক হাজার মাস দান-ছাদাক্বা করার এক বিশাল নেকীর পাহাড় গড়ে তুলতে পারি।

৬. যিকির ও বিশেষ দো'আ পাঠ করা :

যিকির হ'ল অন্তরের খাদ্য। যিকিরের মাধ্যমে বান্দা ক্বিয়ামুল লায়লের নেকী ও ক্বদরের মর্যাদা লাভ করতে পারে। যিনি যত বেশী আল্লাহকে স্মরণ করেন, তার অন্তর তত প্রশান্ত থাকে। আল্লাহ বলেন, 'أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ' 'জেনে রাখ! যিকিরের মাধ্যমে হৃদয়সমূহ প্রশান্তি লাভ করে' (রা'দ ১৩/২৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'مَنْ فَاتَهُ اللَّيْلُ أَنْ يَكْبِدَهُ، وَيَجْلُ بِمَالِهِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبْنَ عَنِ الْعُدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلْيَكْتَبِرْ

২০. বুখারী হা/৬; মুসলিম হা/২৩০৮।

২১. তিরমিযী হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৫৭৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৪০, সনদ ছহীহ।

مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ جَلَلٍ
 'যার কাছ থেকে ইবাদতের
 কষ্টে কাটানো রাত হাতছাড়া হয়ে যায়, যে সম্পদ দান করতে
 কাৰ্পণ্য করে এবং যে ব্যক্তি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে হীনবল
 হয়ে যায়, সে যেন বেশী বেশী 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'
 পাঠ করে। কেননা এই দু'টি বাক্যের মাধ্যমে যিকির করা
 আল্লাহর নিকটে তার পথে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য দান
 করার চেয়েও প্রিয়তর।^{২২} অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে
 ব্যক্তি দিনে একশত বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ
 করবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের
 ফেনা সমপরিমাণ হয়।'^{২৩} অতএব যারা অসুস্থতা, বিপদাপদ
 বা অন্য কোন কারণে রাত্রিকালীন ইবাদতের কষ্টে বা
 তাহাজ্জুদে নিজেদের নিয়োজিত করতে অপারগ হয়ে যায়,
 তারা বেশী বেশী যিকিরের মাধ্যমেও সেই আমলের নেকী ও
 মর্যাদা পেয়ে যাবে। অথবা সুস্থ বান্দাগণও ছালাত ও
 তেলাওয়াতের ফাঁকে ফাঁকে যিকিরের মাধ্যমে তাদের
 সময়গুলোকে আরো ভালভাবে অতিবাহিত করতে পারেন।

আল্লাহর কাছে সর্বদা বেশী বেশী প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।
 রামাযান মাসে আরও বেশী এবং রামাযানের শেষ দশকে
 আরও বেশী। তন্মধ্যে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে
 সবচাইতে বেশী। বিশেষভাবে যে দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)
 আয়েশা (রাঃ)-কে এ রাত্রিতে পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন,
 তা হ'ল- اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي- 'হে আল্লাহ!
 তুমি ক্ষমাশীল! তুমি ক্ষমা করতে ভালবাসো। অতএব তুমি
 আমাকে ক্ষমা কর'।^{২৪} ক্বদরের রাতে এই দো'আটি সবচেয়ে
 বেশী পড়ার চেষ্টা করা উচিত। কারণ এই দো'আটি
 বিশেষভাবে এই রাতে পাঠ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয়
 স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাছাড়া 'সুবহানাল্লাহ', আল-
 হামদুলিল্লাহ', লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হ', 'আল্লাহ আকবার',
 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ' প্রভৃতি যিকিরের
 মাধ্যমেও আমরা লায়লাতুল ক্বদরের সময়গুলো বরকতমণ্ডিত
 করতে পারি।

৭. রাতে তাহাজ্জুদের নিয়তে ঘুমিয়ে পড়া :

বান্দা যখন কোন নেক আমলের জন্য একনিষ্ঠভাবে নিয়ত
 করেন, তখন সেই আমলটি সম্পাদন করতে না পারলেও শুধু
 নিয়তের কারণে আল্লাহ তাকে ছওয়াব দান করেন।
 রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, وَهُوَ يَتَوَى، فَرَأَيْتَهُ وَهُوَ يَتَوَى
 مَنْ أَتَى فِرَاسَتَهُ وَهُوَ يَتَوَى، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْبَ لَهُ
 'যে
 'مَا تَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صِدْقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

ব্যক্তি বিছানায় শয়নকালে এই নিয়ত করবে যে, সে ঘুম
 থেকে জেগে রাতের ছালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করবে,
 অতঃপর ঘুমের আধিক্যের কারণে যদি সকাল হয়ে যায়,
 তবুও সে যার নিয়ত করেছে, তার নেকী পেয়ে যাবে। আর
 আল্লাহর কাছে তার সেই ঘুমটা ছাদাকাহ হিসাবে গৃহীত
 হবে।^{২৫} অতএব লায়লাতুল ক্বদরের রাতে কেউ যদি
 অসুস্থতা বা চরম ক্লান্তির কারণে পূর্ণ ইখলাছের সাথে তাহাজ্জুদ
 পড়ার সুদৃঢ় নিয়ত নিয়ে বিছানায় যায় এবং ঘটনাক্রমে তার
 ঘুম না ভাঙে, তবে দয়াময় আল্লাহ তার নিয়তের বরকতে
 তাকে ক্বদর রাতের ক্বিয়ামের ছওয়াব দিতে পারেন। তবে
 এটা একটি বিশেষ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং গাফলতি
 করে ঘুমিয়ে এই ছওয়াব লাভের প্রত্যাশা করা অনুচিত।

৮. ই'তিকাফ করা :

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকল দুনিয়াবী ব্যস্ততা
 ত্যাগ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইবাদতের নিয়তে মসজিদে
 অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। ই'তিকাফ করা সন্নাত।
 রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লায়লাতুল ক্বদর লাভের জন্য প্রতি
 রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করতেন। আবু
 হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَبَّفُ
 فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ
 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি রামাযানে
 দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মারা যান,
 সে বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন'।^{২৬} সুতরাং যারা
 লায়লাতুল ক্বদরের নেকী লাভের প্রত্যাশী, তাদের ই'তিকাফে
 বসা কর্তব্য। কারণ ই'তিকাফের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দা
 দুনিয়ার সব ব্যস্ততা ছিন্তা করে আল্লাহর ঘরের মেহমান হয়ে
 যান, যা লায়লাতুল ক্বদর পাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

৯. রাত্রি জাগরণ করা :

মুমিনের জীবনে সবচেয়ে দামী প্রহর হ'ল রামাযানের শেষ
 দশকের রাতগুলো, যা অবহেলায় হারিয়ে ফেলা মানে
 আজীবনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ
 (ছাঃ) এই শেষ দশকে সকল দুনিয়াবী ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে
 ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে নিতেন। নিজে রাত জেগে
 ইবাদত করতেন এবং পরিবারের সদস্যদেরও জাগিয়ে
 দিতেন, যেন রহমতের এই বারিধারা থেকে কেউ বঞ্চিত না
 হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا
 'রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হ'লে
 রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোমর বেঁধে নিতেন। নিজে রাত্রি জাগরণ
 করতেন ও স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন'।^{২৭} তিনি বলেন,

২২. তাবারানী কবীর হা/৭৮৭৭; ছহীছত তারগীব হা/১৪৯৬, সনদ ছহীহ।

২৩. বুখারী হা/ ৬৪০৫; মিশকাত হা/২২৯৬

২৪. তিরমিযী হা/৩৫১৩; আহমাদ হা/২৫৪২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০;
 মিশকাত হা/২০৯১।

২৫. নাসাই হা/১৭৪৭; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৪; ছহীছল জামে'
 হা/৫৯৪১, সনদ হাসান।

২৬. বুখারী হা/২০৪৪; মিশকাত হা/২০৯৯।

২৭. বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০।

‘يَجْتَهُدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مَا لَا يَجْتَهُدُ فِي غَيْرِهِ- শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) যত কষ্ট করতেন, অন্য সময় তত করতেন না’।^{২৮} শায়খ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, فَسَنَ قَامَ لَيْلِي الْعَشْرِ كُلَّهَا يَمَانًا وَاحْتِسَابًا أَدْرَكَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِلَا شَكٍّ، وَفَارَزَ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ أَهْلَهُ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصُ هَذِهِ اللَّيْلِيَّ بِمَزِيدِ اجْتِهَادٍ لَأَيُّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ، ‘যে ব্যক্তি ঈমান ও ছওয়াবের প্রত্যাশায় (রামাযানের) শেষ দশকের প্রতি রাতে ইবাদত করবে, সে নিঃসন্দেহে এই রাতটি (লায়লাতুল ক্বদর) লাভ করবে এবং আল্লাহ এই রাতের ইবাদতকারীদের জন্য যে পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন তা অর্জনে সফল হবে। নবী কারীম (ছাঃ) এই রাতগুলোতে ইবাদতে এমন বেশী সচেষ্ট হ’তেন, যা তিনি রামাযানের প্রথম বিশ দিনে করতেন না’।^{২৯} অতএব লায়লাতুল ক্বদর অশ্বেষণের জন্য ইবাদতের মাধ্যমে নিজে রাত্রি জাগরণ করা এবং পরিবারকে জাগানো কর্তব্য। সূতরাং এই শেষ দশকের মূল্যবান মুহূর্তগুলো যেন মার্কেটিং, কেনাকাটা, বিলাসিতা, আনন্দ-উল্লাস, খাওয়া-দাওয়ার আধিক্য ও গাফলতিতে অপচয় না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত।

১০. রাতের ইবাদত ছুটে গেলে পরদিন সকালে আদায় করা :

মুমিনের আমলী যিন্দেগীতে অনেক সময় অসুস্থতা বা অনিচ্ছাকৃত ঘুমের কারণে রাতের নিয়মিত ওযীফা বা ইবাদত ছুটে যেতে পারে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য এতটাই দয়ালু যে, রাতে কোন ইবাদত করতে না পারলেও পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা আদায় করে নিলে তিনি রাতের সেই পূর্ণ ছওয়াবই দান করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كَتَبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ، ‘কেউ রাতের কোন করণীয় কাজ বা নেক আমল আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে, সে যদি ফজর ও যোহর ছালাতের মধ্যবর্তী কোন সময়ে তা আদায় করে নেয়, তাহলে তার আমলের নেকী এমনভাবে লেখা হয়, যেন সে রাতের বেলাই সেটা পাঠ করেছে’।^{৩০} ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন, مَنْ كَانَ يَنَامُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ فَصَلَاةَ الضُّحَى بَدَلًا عَنْ اللَّيْلِ، ‘যে ব্যক্তি ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় না করে ঘুমায়, সে ক্বিয়ামুল লায়লের বদলে চাশতের ছালাত আদায় করে নিবে’।^{৩১} শায়খ ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদি কোন

ব্যক্তির রাতে ছালাত (তাহাজ্জুদ) আদায়ের অভ্যাস থাকে, কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে এর পুরোটো বা কিয়দাংশ পড়তে না পারে; অতঃপর সে যদি তা ফজর ও যোহরের ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয়; তবে সে যেন তা তার নির্ধারিত রাতেই আদায় করল। কিন্তু কাযা করার সময় বিতর ছালাত বেজোড় রাক‘আত আদায় করবে না; বরং জোড় করে পড়বে। অর্থাৎ সে যদি নিয়মিত এক রাক‘আত বিতর পড়তে অভ্যস্ত হয়, তবে দিনের বেলা কাযা আদায় করার সময় দুই রাক‘আত পড়বে, তিন রাক‘আত বিতরে অভ্যস্ত হলে কাযা করার সময় চার রাক‘আত আদায় করবে।^{৩২}

সূতরাং লায়লাতুল ক্বদরের কোন এক রাতে অসুস্থতা, সফর বা অত্যধিক ক্লাস্তির কারণে কোন বান্দার যদি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত বা তাহাজ্জুদ ছুটে যায়; আর তিনি যদি হতাশ না হয়ে পরের দিন ফজর থেকে যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে সেই তেলাওয়াত বা ছালাতটুকু আদায় করে নেন, তবে সেটা ক্বদরের রাতের আমল হিসাবেই গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ। এটি মূলত একনিষ্ঠ মুমিনদের জন্য মহান আল্লাহর এক বিশেষ উপহার, যাতে ওয়রবশত কোন পরিস্থিতির কারণে কেউ ছওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়।

১১. অপরকে লায়লাতুল ক্বদরের আমল শিক্ষা দেওয়া :

কোন আমলের দ্বিগুণ নেকী পাওয়ার অন্যতম উপায় হ’ল, অপরকে সেই আমল শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাকে অনুপ্রাণিত করা। কোন ব্যক্তির অনুশ্রেণায় ও দাওয়াতের মাধ্যমে যদি অপর কোন ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত লাভের উপায়গুলো অবলম্বন করে, তবে দাওয়াত প্রদানকারীর আমলনামায় সেই আমলকারীর সমান নেকী লিখে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أُحْرٍ، ‘যে ব্যক্তি অন্য কোন মানুষকে কোন নেক কাজের পথ দেখায় (উৎসাহিত করে), সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমান ছওয়াব পাবে’।^{৩৩} যেমন- আপনি কাউকে লায়লাতুল ক্বদরের বিশেষ দো‘আটি শিখিয়ে দিলেন অথবা রাতে ইবাদত করার ফযীলত মনে করিয়ে দিয়ে কাউকে উৎসাহিত করলেন; তবে আপনার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সারা রাত যে ইবাদত করবেন, নিজ ঘরে বসে আপনিও ঠিক সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করবেন।

বিশেষ সতর্কতা

মনে রাখা যরুরী যে, আমল যতই বেশী হোক না কেন, অন্তরে কারো প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পুষে রাখলে এই রাতের বিশেষ ক্ষমা ও বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার চরম ঝুঁকি থাকে। উবাদা ইবনুছ হামেত (রাঃ) বলেন, একদা নবী (ছাঃ) আমাদেরকে লায়লাতুল ক্বদরের (নির্দিষ্ট তারিখ) অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন দু’জন মুসলিম ঝগড়া করছিল। তা দেখে তিনি বললেন, خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةٍ

২৮. মুসলিম হা/১১৭৫; মিশকাত হা/২০৮৯, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

২৯. ইবনে বায, মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বলাত মুতানাওওয়আহ, ১৫/৪২৭।

৩০. মুসলিম হা/৭৪৭; আব্দাউদ হা/১৩১৩; তিরমিযী হা/৫৮১; মিশকাত হা/১২৪৭।

৩১. ইবনু তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ২২/২৮৪।

৩২. ইবনু উছাইমীন, শারহ রিয়াযিছ ছালেহীন, ২/২৪৩।

৩৩. মুসলিম হা/১৮৯৩; আব্দাউদ হা/৫১২৯; মিশকাত হা/২০৯।

الْقَدْرَ، فَتَلَا حَيَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَفُرِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا
‘আমি লَكُمْ، فَالْتَمَسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ
তোমাদেরকে ক্বদরের রাত্রি সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের
হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক দু’জন মুসলিম বাগড়ায় লিপ্ত
হ’ল। ফলে সেটি আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হ’ল (অর্থাৎ
তারিখ ও সময়টি আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হ’ল)। সম্ভবতঃ
এটা তোমাদের জন্য ভাল হ’ল। অতএব তোমরা এটা
অনুসন্ধান কর ২৯, ২৭ ও ২৫শের রাতে’।^{৩৪} শায়খ ইবনে
উছায়মীন (রহ.) বলেন, أَنْ الشَّحْنَاءِ تَمَّتْ بَرَكَةٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ،
وَأَنَّه لَا يُغْفَرُ لِاثْنَيْنِ بَيْنَهُمَا شَحْنَاءٌ وَعَدَاوَةٌ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ
‘পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা লায়লাতুল ক্বদরের
বরকতকে বাধাধস্ত করে। এই মহান রাতেও এমন দুই
ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না যাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা
ও বিদ্বেষ বিদ্যমান’।^{৩৫}

উপসংহার :

‘লায়লাতুল ক্বদর’ হ’ল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে
মুহাম্মাদীর জন্য এক অনন্য শ্রেষ্ঠ উপহার। জীবনের দীর্ঘ পথ
চলায় আমরা জেনে-না জেনে অসংখ্য পাপ করেছি,
অলসতায় হারিয়েছি মহামূল্যবান সময়। সেই ভুল ও
পাপরাশি থেকে নিজেকে পবিত্র করার এক মাহেন্দ্রক্ষণ হ’ল
লায়লাতুল ক্বদর। ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, يَا
مَنْ ضَاعَ عَمْرُهُ لَا شَيْءَ اسْتَدْرَكَ مَا فَاتَكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
‘হে এ ব্যক্তি যার জীবন অনর্থক কাজে
নষ্ট হয়ে গেছে! লায়লাতুল ক্বদরের ইবাদতের মাধ্যমে যা
হারিয়েছ তা পুষিয়ে নেও; কেননা এই একটি রাতের ইবাদত
প্রায় পুরো জীবনের (হিসাব) সমান’।^{৩৬}

হাযার মাসের নেকী লাভের এই মহাসুযোগ কেবল সুস্থ বা
সামর্থ্যবানদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের মাঝে যারা

৩৪. বুখারী হা/২০২৩; মিশকাত হা/২০৯৫।

৩৫. ইবনে উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতুহ, ১৮/২৯।

৩৬. ইবনে রজব, লাভায়েফুল মা’আরেফ, পৃ. ১৯১।

অসুস্থতা, সফর বা বিশেষ শারীরিক ওয়রের কারণে এই
রাতের ইবাদত করতে পারছেন না, তাদের জন্য আল্লাহর
রহমতের দুয়ার খোলা থাকে। ইমাম দাহহাক (রহঃ)-কে
জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে- খাতুবতী নারী, মুসাফির বা ঘুমন্ত
(অসুস্থ) ব্যক্তির কি লায়লাতুল ক্বদরে কোন অংশ আছে?
نَعَمْ، كُلُّ مَنْ تَقَبَّلَ اللَّهُ عَمَلَهُ سَيُعْطِيهِ، তিনি উত্তরে বলেন,
‘হ্যাঁ, আল্লাহ যার আমল
কবুল করবেন, তাকে অবশ্যই লায়লাতুল ক্বদরের অংশ দান
করবেন। তিনি কখনোই কাউকেই নিরাশ করেন না’।^{৩৭}
সুতরাং যাদের ওয়র আছে, তারা স্বল্প আমলের মাধ্যমেও
লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত লাভ করতে পারেন। মহান
আল্লাহ আমাদের সবাইকে রামাযানের পবিত্রতা অনুধাবনের
তাওফীক দান করুন। রামাযানে শেষ দশকে ইবাদতে লিপ্ত
হওয়ার সুযোগ দান করুন। যাবতীয় নেক আমলের মাধ্যমে
ছিয়াম, ক্বিয়াম ও লায়লাতুল ক্বদরের ফযীলত পরিপূর্ণভাবে
হাছিল করার তাওফীক দিন- আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

দারুস সুন্নাহ শপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার
ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউন্ডেশন
শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা’লিমী বোর্ড ও কওমী
মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি,
খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল,
অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা
বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন :

☎ ০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪

অর্ডার করতে ভিজিট করুন : 📍 Darus Sunnah Shop

সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন
(নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- ◆ কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- ◆ বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- ◆ প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- ◆ বিভিন্ন ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- ◆ সরিষা ও লিচু ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- ◆ শক্তি প্রাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- ◆ শক্তি প্রাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-



যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

পারস্পরিক দূরত্ব ও মান-অভিমান নিরসনের কার্যকর উপায় ও কৌশল

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

সামাজিক জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বা মান-অভিমান খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু মুমিন হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হ'ল এই সাময়িক দূরত্বকে স্থায়ী ফাটলে পরিণত হ'তে না দেওয়া। কারণ দু'টি হৃদয়ের দূরত্বই শয়তানের সবচেয়ে বড় সফলতা। আত্ম-অহমিকা বা ইগোকে পায়ে মাড়িয়ে কিভাবে আবারও সম্পর্কের সেতুবন্ধনকে শক্ত করা যায়, ইসলামে রয়েছে তার চমৎকার নির্দেশনা। আসুন, ক্ষণিকের অভিমান ভুলে সম্পর্কগুলোকে পুনরায় জান্নাতী আভায় সাজিয়ে তোলার কিছু সুনাহসম্মত ও কার্যকরী উপায় জেনে নেই।

১. সমস্যার মূলে প্রবেশ করুন! শয়তানের ফাঁদ চিনে নিন!

প্রথমে বুঝতে হবে, আপনার দ্বীনি ভাই বা বন্ধুর সাথে আপনার দূরত্বে সবচেয়ে বেশী খুশী হয় কে? সে আর কেউ নয়, ইবলীস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আরব উপদ্বীপের মুসলমানদের কাছ থেকে আনুগত্য পাওয়ার ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়নি'।^১ সুতরাং যখনই আপনি আপোষের জন্য হাত বাড়াবেন, মনে রাখবেন, আপনি কেবল আপনার সাথী বা বন্ধুর মান ভাঙাচ্ছেন না বরং আপনি শয়তানকে পরাজিত করছেন। এটি নিজ আত্মার বিরুদ্ধে একটি জিহাদ।

২. যেকোন মূল্যে ইগো বিসর্জন দিন!

আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হ'ল আমাদের আমিতি। আমরা ভাবি 'ভুল করেছে সে, আমি কেন তার সাথে সম্পর্ক গড়তে যাব? আমি কেন তাকে আগে সালাম দিব? আমি আগে কথা বললে মান-সম্মান থাকবে? অথচ শারঈ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ উল্টো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখবে...। আর তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিয়ে কথা শুরু করে'।^২

অতএব আজই ফোনটা হাতে নিন। যার সাথে এরূপ দূরত্ব আছে তাকে কল দিয়ে সালাম দিন এবং কুশল বিনিময় করুন! বা দেখা হ'লে মুচকি হেসে সালাম বিনিময় করুন। এই সামান্য একটু পদক্ষেপ পাহাড়সম অভিমান গলিয়ে দিতে পারে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, .. আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দেব না, যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হ'ল তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটানো'।^৩ সাক্ষাত্তে কেবল সালাম নয় বরং হাত মিলিয়ে মুছাফাহা করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দু'জন মুসলিম যখন সাক্ষাৎ করে এবং মুছাফাহা করে, তখন তাদের

একে অপরের থেকে আলাদা হওয়ার আগেই তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়'।^৪

৩. উপহার বিনিময় করুন!

উপহার মানুষের মনের কালিমা দূর করে দেয়। উপহার হ'ল চাবি, যা দিয়ে বন্ধ হৃদয়ের তালা খোলা যায়। অনেক সময় মুখে সরি বলা কঠিন হয়ে পড়ে। জিহ্বা আটকে যায়। তখন উপহার আপনার হয়ে কথা বলে। একটি সুন্দর প্যাকেট, একটি বই বা এক শিশি আতর নীরবে চিৎকার করে বলে দেয়, 'আপনি যে আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ'। জেনে নিন রাসূল (ছাঃ)-এর সেই বিখ্যাত নছীহত- 'তোমরা একে অপরকে উপহার দাও, তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে'।^৫

মান-অভিমানের সময় সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইগো। কিন্তু যখন কেউ উপহার নিয়ে অপর ভাইয়ের কাছে এগিয়ে যায়, তখন সে মূলত নিজের ইগো বা অহংকারকে বিসর্জন দেয়। আর যে অহংকার তাগ করতে পারে, সেই তো প্রকৃত বিজয়ী।

৪. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের কথা স্মরণ করুন!

সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দার আমলনামা পেশ করা হয় এবং সবাইকে ক্ষমা করা হয়। কেবল ঐ দু'জন ব্যতীত যাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়, এদের ছাড়, যতক্ষণ না এরা আপোষে মীমাংসা করে নেয়।^৬

একবার ভাবুন তো! আপনি হয়তো তাহাজ্জুদ পড়ছেন, দান-ছাদাক্বা করছেন, ছিয়াম পালন করছেন; কিন্তু শুধুমাত্র দ্বীনি ভাইয়ের সাথে কথা না বলার কারণে, অন্তরে হিংসা বা যিদ পুষে রাখার কারণে আপনার ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহর দরবারে ঝুলে আছে। এর চেয়ে বড় আফসোসের বিষয় আর কী হ'তে পারে?

৬. অন্যের জন্য ওয়র তালাশ করুন!

অধিকাংশ দূরত্ব সৃষ্টি হয় কু-ধারণা থেকে। কারো একটি কাজ বা কথা শুনেই নেতিবাচক মন্তব্য না করে, ইতিবাচক কী হ'তে পারে তা ভাবুন। তার কথার পিছনে ওয়র তালাশ করুন। ভাবুন, হয়তো তিনি কোন মানসিক চাপে ছিলেন বা তিনি হয়তো বিষয়টি এভাবে বোঝাতে চাননি। জা'ফর বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, 'তোমার ভাইয়ের কোন আচরণ যদি তোমার কাছে অপসন্দনীয় মনে হয়, তবে তার জন্য সন্তরটি পর্যন্ত অজুহাত তালাশ করো'।^৭

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, 'তুমি যদি তোমার মুসলিম ভাইয়ের মন্দ কিছু আঁচ করতে পার, তবে তার ওয়র গ্রহণ কর। যদি কোনই ওয়র না পাও তবে বল, হয়তোবা তার এমন ওয়র আছে যা আমি জানি না'।^৮ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, 'وَالْمُتَأَقُّبُ وَالْمَعَادِيرُ يَطْلُبُ'।^৯

৪. আব্দুদাউদ হা/৫২১২, মিশকাত হা/৪৯৭৯।

৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪।

৬. মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯-৩০।

৭. শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৯১।

৮. বায়হাক্বী হা/৭৯৯১; ১০৬৮৪।

১. মুসলিম হা/২৮১২।

২. বুখারী হা/৬০৭৭।

৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।

الْعُرَاتِ، 'মুমিন অন্যের জন্য ওয়র খোঁজে, আর মুনাফিক অন্যের ভুল-ত্রুটি খোঁজে'।^৯

৭. ক্ষমা চেয়ে নিন বা ছাড় দিন!

জীবনে চলার পথে আমরা অনেক সময় তর্কে জিতে যাই, কিন্তু আফসোসের বিষয় হ'ল তর্কে জিততে গিয়ে আমরা অনেক সাথীকে হারিয়ে ফেলি। নিজের সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে সম্পর্কের বারোটা বাজিয়ে ফেলি। তাই কখনও কখনও আপনি শতভাগ সঠিক হয়েও কেবল সম্পর্কটা জোড়া লাগানোর স্বার্থে একটু নত হোন! নিজের কাঁধে দোষ নিন! মনে রাখবেন, মানুষের কাছে হেরে গিয়েও যিনি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে জানেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিজয়ী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার হব'।^{১০}

আর কারও ওপর রাগ বা অভিমান পুষে রাখা মানে হ'ল নিজের বুকের উপর একটি ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা। এই পাথরটি অপরপক্ষের চেয়ে আপনাকেই বেশী ক্ষতবিক্ষত করে। অথচ যখনই আপনি ইগো ঝেড়ে বলে দেন, 'আচ্ছা! যা হয়েছে ভুলে যাও, আমিই সরি'। সাথে সাথে বুকের ভিতরকার সেই ভারী বোঝাটি নেমে যায়। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রশান্তি কাজ করে। তাই ক্ষমা চাওয়া মানে নিজেকে ছোট করা নয় বরং নিজেকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া।

আল্লাহ বলেন, خُذِ الْعَفْوَ 'তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর' (মায়দাহ ৫/১৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صِلْ مَنْ قَطَعَكَ 'তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো'।^{১১} তিনি বলেনن وَمَا عِزًّا وَلَا عِزًّا وَمَا عِزًّا وَلَا عِزًّا 'ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন'।^{১২}

দিনশেষে পৃথিবীর কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। আজ আপনি কাউকে ছাড় দিলে কাল কারও কাছ থেকে ছাড় পাবেন। ছাড় দেওয়ার অর্থ এই নয় যে আপনি ভুল মেনে নিলেন; বরং এর মানে হ'ল- আপনার কাছে তর্কের বিষয়টির চেয়ে রক্তগোশতের মানুষটির মূল্য অনেক বেশী।

৮. ইতিবাচক গুণাবলী এবং আপনার প্রতি তার অবদান স্মরণ করুন!

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ জীবনের স্বাভাবিক অংশ হ'লেও একে জিইয়ে রেখে সম্পর্ক নষ্ট করা কোন সমাধান

নয়; বরং রাগের মুহূর্তে প্রতিপক্ষের দোষ না খুঁজে তার ভালো গুণগুলো এবং অতীতে আপনার দুর্দিনে রাখা তার অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, তার যে ইতিবাচক দিক বা সহযোগিতা একসময় আপনার উপকার করেছিল, আজ সামান্য মতভেদের কারণে তা কি বিস্মৃত হওয়া উচিত? কৃতজ্ঞচিত্তে তার ভালো কাজগুলোর মূল্যায়ন করলে দেখবেন মনের ভেতর জমে থাকা অভিমান নিমিষেই ধুলোর মতো উড়ে গেছে এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে সম্পর্কটি জোড়া লাগানো অনেক সহজ হয়ে গেছে। কারণ সম্পর্ক ভাঙা নয়, টিকিয়ে রাখাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

৯. অনুমান পরিহার করে সরাসরি কথা বলুন!

অধিকাংশ দূরত্বের শুরু হয় যোগাযোগের অভাব এবং অন্যের মুখে শোনা কথা থেকে। তাই শরী'আতে ধারণা বা অনুমান করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করা হয়েছে (হুজুরাত ৪৯/১২)। সম্পর্কের মাঝে অনুমানের খোঁয়াশা জমতে দিলে তা কেবল দূরত্ব আর ভুল বোঝাবুঝিই বাড়ায়। অথচ একটি খোলাখুলি কথোপকথন নিমিষেই অভিমান দূর করতে পারে। মনের ভেতর কল্পিত ধারণা পুষে রেখে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে সরাসরি কথা বলে সত্যটা জেনে নেওয়া অনেক বেশী স্বস্তি দায়ক। এতে ইগো নয় বরং সম্পর্কের গভীরতাই জয়ী হয়। তাই অহেতুক জল্পনা-কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আজই প্রিয় মানুষটির চোখের দিকে তাকিয়ে মনের কথাগুলো বলে ফেলুন। দেখবেন সব জটিলতা কেটে গিয়ে সম্পর্কটি পুনরায় স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কারণ অনুমানের শেষ যেখানে, সত্যিকারের বোঝাপড়ার শুরু সেখানেই।

১০. দাওয়াতের আয়োজন করুন!

একই দস্তুরখানে বসে খাবার ভাগ করে নেওয়ার মাঝে যে কি অলৌকিক শক্তি লুকিয়ে আছে, তা কেবল একটি আন্তরিক দাওয়াতই প্রমাণ করতে পারে। এটি হ'ল ইগো বিসর্জন দিয়ে সম্পর্ককে সম্মান জানানোর এক নীরব বার্তা, যা বুঝিয়ে দেয় যে, দ্বন্দ্বের চেয়ে মানুষটি আপনার কাছে অনেক বেশী দামী। তাই অযথা যিদ ধরে না রেখে তিজতা ভুলে প্রতিপক্ষকে আজই নিমন্ত্রণ জানান। দেখবেন আপ্যায়নের মিষ্টতায় সম্পর্কের ফটলগুলো নিমিষেই জোড়া লেগে গেছে।

১১. তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিন!

যখন দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বা দীর্ঘদিনের নীরবতা চলে, তখন সরাসরি কথা বলতে যাওয়াটা অনেকের আত্মসম্মানে বাধে। এমন পরিস্থিতিতে তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা নিন। আজই এমন কোন কমন বন্ধু, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বা মুরব্বীর শরণাপন্ন হোন, যাকে উভয় পক্ষই মেনে চলে। যিনি উভয় পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য, বিশ্বস্ত ও প্রজ্ঞাবান। যিনি গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেন এবং আঙুনে ঘি না ঢেলে পানি ঢালতে জানেন। মনে রাখবেন, একা একা গুমরে মরার চেয়ে কারো সাহায্য নিয়ে সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা অনেক বেশী বুদ্ধিমানের কাজ।

৯. ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ২/১৭৭।

১০. আবুদাউদ হা/৪৮০০; মিশকাত হা/৪৮৩১।

১১. আহমাদ হা/১৭৪৮৮।

১২. মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯।

১২. আসমানী ফায়ছালায় আস্থা রাখুন! প্রতিপক্ষের জন্য অশ্রু ফেলে দো'আ করুন!

দুনিয়ার সব কৌশল যখন ব্যর্থ হয়, তখন আসমানের ফায়ছালা কাজ করে। দো'আর মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। তাই আজ থেকে কারো সাথে ঝগড়া হ'লে, তার সম্পর্কে মানুষের কাছে বাজে মন্তব্য না করে দু'রাক'আত ছালাত পড়ুন! তারপর আল্লাহর কাছে বলুন, হে আল্লাহ! আমাদের শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে আবার ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করুন! ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব (হে অন্তর পরিবর্তনকারী)! আপনি তার মনকে আমার প্রতি নরম করে দিন। আমাদের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচিয়ে দিন। দো'আ যেমন অপরপক্ষের মনকে পরিবর্তন করতে পারে তেমনি নিজের মনের বিষও দূর করে দেয়। যার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে কাঁদবেন, যার জন্য আপনি কাকুতি-মিনতি করবেন, তার প্রতি আপনার মনে ঘৃণা বা হিংসা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। আপনি যখন বলেন, 'হে আল্লাহ, আমার ভাইটিকে মাফ করো, আমাদের সম্পর্ক ঠিক করে দাও'। তখন আপনার নিজের অন্তরও প্রশান্তিতে ভরে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

ইয়াকুব (আঃ) তাঁর সন্তানদের আচরণে কষ্ট পেয়ে বলেছিলেন, اللَّهُ إِلَيَّ وَحُزْنِي إِلَيَّ 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছেই পেশ করছি' (ইউসুফ ১২/৮৬)। ফলস্বরূপ রাব্বুল আলামীন তাঁর হারানো সম্পর্কগুলো অভাবনীয়ভাবে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

অতএব বিশ্বাস রাখুন! দো'আ হ'ল সেই অদৃশ্য সুতো, যা ছিঁড়ে যাওয়া সম্পর্ককে এমনভাবে সেলাই করে দেয়, যেন তা কখনও ছিঁড়েইনি।

পরিশেষে বলব, কারো সাথে মান-অভিমান করে নিজেকে একা করবেন না। দুনিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী। আজ যার সাথে কথা বলছেন না, কাল হয়তো তার জানাযার খবর আসতে পারে। তখন আফসোসের সীমা থাকবে না। রাব্বুল আলামীন জান্নাতীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'যারা রাগকে সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' (আলে ইয়রান ৩/১৩৪)। অতএব আসুন, আজই আমরা আমাদের মান-অভিমানের দেয়াল ভেঙে ফেলি। নিজের ইগোকে পদদলিত করে বাড়িয়ে দেই বন্ধুত্বের হাত। কারণ সম্পর্ক জোড়া লাগানো দুর্বলতা নয় বরং ঈমানের পূর্ণতা। রাব্বুল আলামীন আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!



দারুল আব্বার লাইব্রেরী

এখানে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাকসীর পাবলিকেশন'-এর তাকসীর ইবনে কাছীর সহ বিস্তৃত আক্বীদা ও মানহাজ তিভিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থকক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোব: ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪



ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসুল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিস্তৃত নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহর সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাদিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চা দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে গুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চাপু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহর প্যাকেজ চাপু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ ভলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।

মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারুণর স্বামী, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিস্তৃত পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্রাবলস এন্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : একটি বিশ্লেষণ

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সাড়ে পনের বছরের আওয়ামী দুঃশাসন এবং বিপ্লবোত্তর দেড় বছরের অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলের অবসান ঘটিয়ে অনেক শঙ্কা ও ধোঁয়াশার জাল ছিন্ন করে অবশেষে ১২ ফেব্রুয়ারী-২০২৬ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হ'ল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দেশের রাজনৈতিক আকাশে ব্যাপক আলোচিত, বহু প্রত্যাশিত, কাক্সিত ও উৎসবমুখর এই নির্বাচন যতটা ক্রটিমুক্ত হওয়ার কথা ছিল ততটা যে হয়নি তা নির্বাচন পরবর্তী অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, প্রেসব্রিফিং, সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বেশ কিছু প্রার্থী ও দলের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ কেউ পুনরায় রাজপথে নামার হুকুম পর্যন্ত দেন। ভোটের ময়দানের উৎসুক জনতা অন্তত এবার এমনটি আশা করেছিল যে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত 'ভোট কারচুপি' 'ভোট ডাকাতি' 'ভোট জালিয়াতি' 'রাতের ভোট' 'জাল ভোট' 'বুথ দখল' 'প্রহসনের নির্বাচন' ইত্যাদি শব্দগুলো হয়তো আর শুনতে হবে না। কিন্তু সেই আশার গুড়ে বালি। এবারের অবস্থাও তথৈবচ। বিগত নির্বাচনগুলোর মত এবারও দায়মুক্ত হ'তে পারেনি নির্বাচন কমিশন। উত্থাপিত হয়েছে নানা অভিযোগ। তবে শব্দগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন কেউ বলেছেন, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (Election Engineering) বা ম্যানিপুলেটিং (Manipulating) হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচনের ফলাফল সাজানো বা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, 'রেজাল্ট ট্যাম্পারিং' বা ফলাফল পরিবর্তন করা হয়েছে। কেউবা বলেছেন, 'প্ল্যান্ড ফ্রড' (Planned fraud) বা পরিকল্পিত প্রতারণা করা হয়েছে। কারো অভিযোগ ছিল এবারের ভোট ছিল 'ম্যানেজ ভোট' (Manage vote) ইত্যাদি। মোটকথা ইতিপূর্বের চেয়ে ভিন্ন তরীকায় এবার কারচুপি হয়েছে। যা ছিল সাধারণের বোধগম্যের বাইরে। এবার ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক তেমন কিছু না ঘটলেও ফলাফল প্রকাশে ঘাপলা করা হয়েছে বলে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে জোরালো অভিযোগ উঠেছে।

যেভাবেই হোক ফলাফল প্রকাশে দেখা গেছে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বিএনপি) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ৩০০ আসনের মধ্যে সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী বিএনপি এককভাবে পেয়েছে ২০৯টি আসন। অপরদিকে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' পেয়েছে ৬৮টি এবং 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' (এনসিপি) পেয়েছে ৬টি আসন। এছাড়া স্বতন্ত্র ৭টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ১টি, গণঅধিকার পরিষদ ১টি, গণসংহতি আন্দোলন ১টি আসন পেয়েছে। এবারের নির্বাচনে সরকারী ব্যয় বাজেট ছিল ৩ হাজার ১৫০ কোটি টাকা। ভোট দিয়েছে ৫৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ ভোটার। বিএনপি পেয়েছে ৪৯.৯৭ ভাগ এবং জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৩১.৭৬ ভাগ ভোট।

প্রিয় পাঠক! কারা ক্ষমতায় আসল বা কারা আসল না এটি আমাদের আলোচনার মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ কি আধিপত্যবাদমুক্ত প্রকৃত স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে? শাসকরা কি অপশাসন ও শোষণ-নির্যাতন থেকে নিজেদেরকে পরহেয করতে পারবেন? রাষ্ট্র কি গুম-খুন ও ক্রসফায়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে? শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমানের দেশে এখনো কি ইসলামিক প্রোগ্রাম করতে গেলে অনুমতির জন্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে ধর্না দিতে হবে? পারবে কি ঘুষ-দুর্নীতি মুক্ত একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে? প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা কি পারবেন জনগণের সেবক হ'তে? নাকি পূর্বের ন্যায় অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ায় ব্যস্ত থাকবেন? জনগণ কি বাকস্বাধীনতা ফিরে পাবে? রাজপথে নির্বিঘ্নে চলার সাহস পাবে? পুলিশ কি পারবে জনগণের প্রকৃত বন্ধু হ'তে? নাকি হবে শাখের করাত? এরকম হাযারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সচেতন নাগরিকদের মন-মগজে।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর যে হ্যাঁ বোধক হওয়া কঠিন তা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ আমরা মানব রচিত এমন এক ব্যবস্থার (system) কাছে মাথা নত করেছি, যে ব্যবস্থা আমাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে বের করে মানুষের দাসত্বের অধীন করে ফেলেছে। আল্লাহুতীতি ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার অনুভূতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। রাষ্ট্রীয় আচারের দোহাই দিয়ে আমরা শিরককে মাথা পেতে মেনে নিয়েছি। অথচ ইসলামে শাসন ব্যবস্থার মূল মন্ত্র হ'ল- **إِخْرَاجَ الْعِبَادِ مِنَ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى رَبِّ الْعِبَادِ** মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর গোলামীতে ফিরিয়ে নেওয়া। যে কথা পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সামনে ছাহাবী মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন (ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ ২৬)।

এই ব্যবস্থা আমাদেরকে হালাল বর্জন ও হারাম গ্রহণে বাধ্য করেছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মোকাবেলায় আমরা মানুষের সার্বভৌমত্বকে দাঁড় করিয়েছি। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এই শিরকী বয়ান হৃদয়ে ধারণ করে জনগণের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভোট প্রার্থী হয়েছে। অথচ ইসলামে ভোট প্রার্থনার কোন সুযোগ নেই। রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, যারা নেতৃত্ব চায় আমরা তাদেরকে নেতৃত্ব দেই না বা যারা নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে' (রুখারী হা/৭১৪৯)।

আমরা জানি যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের কেউ খলীফা হওয়ার জন্য মানুষের দুয়ারে ধর্না দেননি। তারা বরং ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন। এমনকি আলী (রাঃ) খলীফা হওয়ার ভয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করে দরজা আটকে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম তাকে ঘর থেকে জোর করে বের করে এনে খেলাফতের আসনে বসান। কেননা তাদের অনুভূতি ছিল জবাবদিহীতার। যে জবাবদিহীতা ছিল মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার কাছে। আর সে অনুভূতি থেকেই খলীফা ওমর

(রাঃ) রাতের অন্ধকারে প্রজাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য প্রাসাদ ছেড়ে মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। আটার বস্তা নিজের পিঠে করে ক্ষুধার্ত প্রজাকে পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের শাসনামলে মানুষ কেন কোন প্রাণীও যদি না খেয়ে মারা যেত সেজন্য তারা আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন তা নিয়ে চিন্তিত থাকতেন।

প্রিয় পাঠক! আমরা যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ সদস্য হয়েছি, সেখানে যেতে আমাদের বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সময়, শ্রম ও অটেল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এমনকি দলীয় ভোটরদের ভোটকেন্দ্রে নিতেও যানবাহনের ব্যবস্থা বা যাতায়াত খরচ দিতে হয়েছে। ন্যূনতম এই বাবদও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সামগ্রিক ব্যয় তো কোটি কোটি টাকা। এত বিশাল বিনিয়োগ করে যখন সংসদ সদস্য হয়েছি তখন তো আমাকে কড়ায়-গণ্ডায় এর মুনাফা বুঝে নিতেই হবে। সেকারণ আমরা দু'একজন ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সকলেই জনদরদী ও জনসেবক না হয়ে নিজেদের আখের গুছানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। টেন্ডার বাণিজ্য, চাকুরী বাণিজ্য, উন্নয়ন বাণিজ্য ইত্যাকার নানাবিধ পুঁজিহীন বাণিজ্যে আমরা জড়িয়ে পড়ি। যেখানে জনগণের হক মেরে নিজেরা বিত্ত-বৈভবের মালিক বনে যাই। এ সবই বিগত ৫৪ বছরের রুচ বাস্তবতা।

এই বাস্তবতা সামনে রেখেই আমরা ইসলামী খেলাফত বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক কথাবার্তা বলেছি। অন্তর্বর্তী সরকারের নিকটে দাবী জানিয়েছি। ইসলামী দলগুলিকে বলেছি। বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে সজাগ করার চেষ্টা করেছি। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাতিল পথে কখনো হক প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। যুলুমের পথ ধরে কখনো ইনছাফ কায়ম হয় না। পচা ড্রেনে কখনো তাজা মাছ বাঁচতে পারে না। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, দলীয় শাসন কখনো নির্দলীয় প্রশাসন উপহার দিতে পারে না। সিস্টেমে ঢুকে কখনো সিস্টেম পরিবর্তন করা যায় না। বরং সিস্টেমের বাইরে থেকেই সিস্টেম পরিবর্তনের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। এই সংগ্রাম আসমানে কবুল হ'লে একদিন তা অবশ্যই যমীনে বাস্তবায়ন হবে। রাসূল (ছাঃ) কুরায়শ নেতাদের পক্ষ থেকে নেতৃত্বের লোভনীয় প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করেননি। তিনি পারতেন মসনদে বসে শিরকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করতে। কিন্তু করেননি। কারণ তিনি জানতেন এই ক্ষমতা কখনো টেকসই নয়। তাই তিনি জনগণের কাছে গিয়েছেন। ইক্বামতে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি সমাজ পরিবর্তনের পথ বেছে নিয়েছেন। আর এই সমাজ পরিবর্তনের পথ ধরেই একদিন রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

দুর্ভাগ্য ইসলামী দলের নেতাদের জন্য। যারা নিজেদের সোনালী ইতিহাস ভুলে গেছেন। কুরআনী সথবিধানের বাইরে গিয়ে পাশ্চাত্য কর্তৃক চালানকৃত কুফরী তন্ত্রের অধীনে ইসলাম কায়মের দুঃসপ্ন দেখছেন। ফলে তন্ত্রবাজদের মনস্তপ্তি করতে গিয়ে তারা নিজেদের ঈমান-আক্বীদা জলাঞ্জলি

দিয়েছেন। শুধু পূজামণ্ডপ পাহারা নয়, বরং রোজা আর পূজাকে একাকার করে দেখার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছেন। যা কোন তাওহীদবাদী মুসলমান কখনো মেনে নিতে পারেন না। ইসলামের নামে প্রচলিত রাজনীতি করতে গিয়ে তারা প্রকারান্তরে ইসলামকেই জনগণের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছেন। বড় বড় শায়খুল হাদীছগণ দুনিয়াদার জাহেল নেতাদের কাছে ভোটযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে নিজেরা যেমন অপদস্ত হয়েছেন, তেমনি ইসলামী আদর্শকে প্রশ্রুবিদ্ধ করেছেন। সুতরাং ইসলামী দলের নেতাদের উদ্দেশ্যে আমাদের আবারও একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যে, ইসলামের মূল আদর্শে ফিরে আসুন। সরকার পরিবর্তনের রাজনীতি নয়, সমাজ সংশোধনের রাজনীতি করুন। বাতিল তন্ত্র-মন্ত্রের সাথে আপোষ না করে ইসলামী খেলাফতের পক্ষে জনমত গঠন করুন। নিজেদের ঈমানকে ময়বৃত করুন ও সত্যিকার নেক আমলে ব্রতী হোন। দেখবেন মহান আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী একদিন বিজয় আপনাদেরই পদচুম্বন করবে (নূর ২৪/৫৫)।

ক্ষমতাসীন দল বিএনপির উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে- ছাত্র-জনতার হাতে ফ্যাসিবাদের পতন না ঘটলে হয়ত বিএনপিকে এখনো গর্তে লুকিয়ে থেকেই দিনাতিপাত করতে হ'ত। যাদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে বর্তমানে বিএনপি ক্ষমতার মসনদে সেই রক্তের সাথে বেঈমানী করা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গান্দারী হিসাবে চিহ্নিত হবে। যদিও প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের দু'টি উজি আশার সঞ্চর করেছে। যেমন নির্বাচনী প্রচারণা করতে গিয়ে এক সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পেলে বিএনপি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ন্যাপরায়ণতা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে। অপর উজিটি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার দুই/একদিন পরের। সেখানে তিনি বলেন, যারা বিএনপিকে ভোট দিয়ে সরকার গঠনের সুযোগ করে দিয়েছেন কিংবা যারা অন্যদেরকে ভোট দিয়েছেন এবং যারা কাউকেই ভোট দেননি সকলেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমাদের সেবা পাওয়ার অধিকার রাখেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পালাবদল শুরু হয়ে গেছে। প্রশাসনে রদবদল, ৬ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক পদে দলীয় লোকদের বসানো, দলের সিনিয়র নেতাদের লাগামহীন কথাবার্তা কোন ভাল বার্তা বহন করে না। সুতরাং দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর পর ক্ষমতায় এসেও যদি বিএনপি বিগত সরকারের দুঃশাসন থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেন তবে এর দায়ভার তাদেরকেই নিতে হবে। বিগত ক্ষমতাসীলদের ন্যায় এদেরকেও জাতি প্রত্যাখ্যান করবে। এরাও একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিষ্কণ্ড হবে।

পরিশেষে বলব, আদর্শ চির অল্পান। জীবন বাজি রেখে সব ধরনের ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে আদর্শের উপরে টিকে থাকতে পারলে সফলতা একদিন না একদিন আসবেই ইনশাআল্লাহ। অতএব আমাদের উচিত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে দাওয়াত ও সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করা। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং আদর্শের উপরে টিকে থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

আদর্শের কোন বিকল্প হয় না

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাফিক

বহু ঘটন-অঘটন, বৈচিত্র্যময় পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঘটনাবলুল এই নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এবারই প্রথম এমন সম্ভাবনা খুব জোরালো ভাবে দেখা যাচ্ছিল যে, ইসলামী দলের জোট বোধ হয় নিশ্চিতভাবে ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে। জুলাই পরবর্তী সময়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশেষ আগ্রহের যে ধারাটা শুরু হয়েছিল, সেই ধারাকে সামনে রেখে সেটা প্রায় সময়ের ব্যাপারই মনে হচ্ছিল। যদিও বাস্তবে তা ধরা দেয়নি। আর পিছনের কুশীলবরা যে কখনও তা হ'তেও দেবে না, সেটাই স্বাভাবিক।

অনুরূপভাবে আরেকটি বিস্ময়কর দৃশ্য এমন ছিল যে, যারা এতদিন গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নির্বাচন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা হারাম ঘোষণা করেছিলেন, তারাও ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর নামিয়ে ফেললেন। তাদের ফৎওয়ার ধারা পরিবর্তন হ'তে শুরু করল। নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে আরব-অনারব ফৎওয়ার তুফান শুরু হ'ল। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ালো যে, যে সকল আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম আপোষকামিতার পথ থেকে প্রাণপণে এতদিন আত্মরক্ষা করে চলেছিলেন, তারাও গুটিকয়েক ব্যতীত একে একে প্রায় সবাই আত্মসমর্পণ করলেন। শুধু তাই নয়, তাদের রাত/দিনের মত বিপরীতমুখী লাগামহীন বাক্যলাপ নাড়িয়ে দিল বহু ঈমানদার তরুণের মজরুত ঈমানের ভিত। তারা ধরেই নিয়েছিলেন তাদের বহু দিনের লালিত স্বপ্ন বুঝি ধরা দিতে যাচ্ছে এবং ক্ষমতার মসনদে যাচ্ছে এবার একটি ইসলামী দল।

তাদের কেউ ফেসবুকে পোস্ট দেয়া শুরু করলেন 'সৎ প্রার্থী'কে ভোট দেয়ার জন্য। নিদেনপক্ষে 'মন্দের ভাল' কাউকে ভোট দেয়ার জন্য। কেউ বললেন, ভোট দিলে কমপক্ষে কিছু ভাল লোক আসবে আর চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীদের থেকে তো রক্ষা পাওয়া যাবে। কেউ ফৎওয়া প্রদান করলেন গণতন্ত্র এবং ভোটপ্রথা আলাদা। সুতরাং গণতন্ত্রকে হারাম জেনেও ভোট প্রদান করা জায়েয শুধু নয়, ওয়াজিব। কেননা এটা আমানত। এভাবে একের পর এক ফৎওয়া যুক্ত হ'তে লাগল ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। তাদের কেউ গণতন্ত্রের পক্ষে এমনভাবে জোর ওকালতি করা শুরু করলেন যে, সেকুলার গণতন্ত্রপন্থীদের চেয়ে যেন তারা বেশী গণতন্ত্রী হয়ে উঠলেন। আরেকদল যারা আদর্শ রক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে গণতন্ত্রের বিরোধিতা অব্যাহত রাখলেন, তাদের বিরুদ্ধে তারা এমন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন যে, তাদেরকে তারা ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শত্রু গণ্য করে বসলেন। তাদেরকে তাচ্ছিল্যভরে নানা কথা বলা শুরু করলেন।

অবশেষে যেই দিন বহু কাংখিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল এবং ইসলামী দলের পরিবর্তে সেকুলার দলটি ক্ষমতায় গেল, তখন চারিদিকে সবকিছু যেন নীরব হয়ে গেল। গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজি ও ডিপস্টেটের খেলা দেখার পর ফুটো বেলুনের

মত চূপসে গেল তাদের সব উৎসাহ-উদ্দীপনা। যারা ভুলে গিয়েছিলেন রাজনীতির চেয়ে ইসলাম বড়, নিরাপত্তার চেয়ে ঈমান বড়; ক্ষমতার চেয়ে আদর্শ বড়, তারা ধীরে ধীরে সম্মিত পেতে শুরু করলেন। গণতন্ত্রকে আদর্শ বানিয়ে যারা আত্মহত্যার মিছিলে নেমেছিলেন তারা আবার ফিরে আসা শুরু করলেন। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়েই গেল। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন কণ্ঠগুলো গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে যেভাবে মিনে মিনে হয়েছিল, তা আবার নতুনভাবে জেগে উঠতে কতকাল সময় লাগবে কে জানে! আপোষের ভাষা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সত্যের ভাষা অনেক সময় স্তন হয়ে যায়। একবার যখন কেউ আপোষের ভাষা শিখে ফেলে তখন তাতে আর সত্যের তেজ জাগে না, সংগ্রামের পিপাসা থাকে না। বরং মুনাফিকীর কর্দমাজে পথে দিশাহীন কেটে যায় তাদের পুরোটো জীবন।

অপরদিকে আহলেহাদীছ সমাজ ঐতিহাসিকভাবেই শিরক, বিদ'আত এবং ইসলামের নামে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রশ্নে সেই আদর্শিক সচেতনতা গ্রামীণ প্রান্তিক পর্যায়ে তেমন নেই বললেই চলে। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিরাট একটি অংশ এই ভোটাভূটির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে। এমনকি যে কয়জন ইসলামপন্থী নির্বাচিত হয়েছে, তাদের বড় অংশের পিছনেই রয়েছে এই শ্রেণীর আহলেহাদীছদের ভূমিকা। মা'আযাল্লাহ।

সবমিলিয়ে এই নির্বাচন ইসলামপন্থীদের জন্য একটি বড় ঐতিহাসিক শিক্ষার বেধঃমার্ক হয়ে থাকতে পারে-যদি আমরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি।

১. আদর্শের কোন বিকল্প হয় না। তাই যে কোন মূল্যে আদর্শকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারাটাই একজন ঈমানদারের সবচেয়ে বড় কর্তব্য এবং সফলতা। যে ব্যক্তি বা যে আন্দোলন নিজের মূলনীতি ও আদর্শ ধরে রাখতে পারে, তার পথ কখনো বৃথা যায় না। সাময়িক সাফল্য বা ব্যর্থতার উর্ধ্ব যখন আদর্শ টিকে থাকে, তখন তাতেই ইসলামী আন্দোলনে সফলতা নিহিত থাকে। গণতন্ত্র যেহেতু মুসলমানদের আদর্শ হ'তে পারে না, তাই দুনিয়াবী প্রাপ্তির যাবতীয় হাতছানিকে উপেক্ষা করে এ পথ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখাই আমাদের কর্তব্য। নতুবা একবার আদর্শহীনতার পথ মাড়ালে আর কখনও আদর্শের পথে ফেরৎ আসা যায় না। বরং একটা পদস্থলন হাযারো পদস্থলনকে সহজ করে দেয়। কোন যুগের হকুপন্থী ওলামায়ে কেরাম বাতিলের সাথে আপোষ করেনি।

আব্বাসীয় খলীফা মামুনের আমলে (৩য় হিজরী শতক) মু'তামিলা মতবাদ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তারা বলত, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। এমনকি রপ্তীয় ক্ষমতার মাধ্যমে এই মতবাদকে বাধ্যতামূলক করা হয়। সেসময় আলেমদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'ত, 'কুরআন কি সৃষ্টি?' যারা বলত 'সৃষ্টি', তাদের মুক্তি মিলত। আর যারা বলত 'আল্লাহর কালাম, সৃষ্টি নয়', তাদের শাস্তি দেয়া হ'ত। ফলে অনেক আলেম ভয়ে বা চাপে নরম অবস্থান নেন। কিন্তু যিনি শত

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল

-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ*

১১ হিজরী সনের ১লা রবীউল আউয়াল এক শোকাবহ সোমবার। এই দিনে বিশ্বমানবতার নবী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রিয় উম্মাহকে গভীর শোকের সাগরে ভাসিয়ে স্বীয় রবের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। আইয়ামে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত দ্বন্দ্বমুখর সমাজকে ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, সংঘাত-সংগ্রাম এবং নিপীড়ন-নির্যাতনের যাতাকলে দলিত হয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলে রেখে গেলেন অহি-র চিরন্তন আলোয় উদ্ভাসিত এক সুসংহত ইসলামী রাষ্ট্ররূপে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, ‘আল্লাহর কসম! অবশ্যই আল্লাহ এই ইসলামী শাসনকে এমনভাবে পূর্ণতা দান করবেন যে, একজন আরোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান‘আ থেকে হায়রামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না। এমনকি তার পশুর ওপর নেকড়ের ভয় ছাড়া আর কোন ভয় থাকবে না’।^১

একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল এবং অপর এক ব্যক্তি ডাকাতের উপদ্রবের অভিযোগ করল। ঘটনা বর্ণনাকারী রাবী আদি ইবনু হাতিম (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আদী! তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীন মহিলা হীরা (ইরাক) হ’তে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে ফিরে যাবে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। আদী (রাঃ) বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উষ্ট্রারোহী মহিলা হীরা হ’তে একাকী রওয়ানা হয়ে কা‘বা শরীফ তাওয়াফ করেছে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করে না’।^২

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ছাড়াবায়ে কেরামের জীবদ্দশাতেই বাস্তবে রূপ নিয়েছিল। গঠিত হয়েছিল তাঁর প্রতিশ্রুত ইলাহী অহীভিত্তিক ন্যায়নিষ্ঠ, ইনছাফপূর্ণ ও নিরাপদ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা। সেখানে তাতে সঙ্গে আপোষের কোন স্থান ছিল না। ইসলামী আইন প্রয়োগে ছিল না সম্ভ্রান্ত ও সাধারণের ভেদাভেদ, না ছিল ধনী-দরিদ্র, শক্তিশালী-দুর্বল কিংবা নারী-পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য। সকলেই আইনের দৃষ্টিতে ছিল সমান। তিনি এমন এক অনন্য সমাজ কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে মানুষের অন্তরে জাগ্রত তাকুওয়া ও পরকালের ভয় সামাজিক শৃঙ্খলার প্রধান প্রহরী ছিল। তাইতো যেনার মত ঘৃণ্য পাপ গোপনে করার পরও, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে শুধুমাত্র পরকালে মুক্তির আশায় অপরাধী স্বেচ্ছায় এসে নিজের অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি

প্রার্থনা করেছিল।^৩ এই অভাবনীয় নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা সেই সমাজে আধুনিক কোন পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন পড়েনি, বরং প্রতিটি মানুষের বিবেকই ছিল তার পাহারাদার। সেই স্বর্ণযুগে রাসূল (ছাঃ) রেখে গেলেন ইলাহী উদ্যানের নির্ভরযোগ্য কাণ্ডারী, নক্ষত্রসম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত চারজন মহান খলীফাকে। যারা তাঁরই দেখানো পথে অবিচল থেকে বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার ঢালে সেই আদর্শ রাষ্ট্রকে কেবল টিকিয়েই রাখেননি; বরং ন্যায়-ইনছাফ ও কল্যাণের ডালপালা দিগন্তের পর দিগন্তে প্রসারিত করেছিলেন। ফলে পৃথিবীব্যাপী সূচিত হয়েছিল সুবিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে সুসংগঠিত, সমৃদ্ধ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সোনালী সভ্যতা।

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল ছিল নববী আদর্শে প্রতিফলিত এক পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। সাফিনাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘নবুঅতের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে’।^৪ হযরত আবু বকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর সুদক্ষ শাসনের মাধ্যমে ৩০ বছরের সেই নবুঅতী খিলাফত পূর্ণতা লাভ করে। এই আদর্শিক রাষ্ট্রের শাসকগণ জনগণের উপর কর্তৃত্বকারী ছিলেন না। বরং তারা ছিলেন আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ তাকুওয়াশীল জনগণের কাছে বিশ্বস্ত ও আমানতদার শাসক। তাঁদের ছিল না রাজপ্রাসাদ, ছিল না পরণে রাজকীয় পোষাক কিংবা ভৃত্য-চাকরে সজ্জিত দেহরক্ষী দল। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রের সেবক ও জনগণের খাদেম। হকু-বাতিলের চিরন্তন লড়াইয়ে খলীফা আবু বকর ছিন্দীক (রাঃ) লড়েছিলেন যাকাত বিরোধী ও ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে। খলীফা হুইয়ে ও চাকরের বেশে সেবা করেছেন অসহায় মানুষের। তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা ও দায়িত্ববোধ ইসলামী রাষ্ট্রকে এনে দিয়েছিল নবজীবন। জীবন সায়াহে এসে তিনি অছিয়ত করে বলেছিলেন, ‘আমি খলীফা হওয়ার পর থেকে আমার ব্যক্তিগত সম্পদে যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে তা লক্ষ্য করো এবং আমার পরবর্তী খলীফার কাছে তা পাঠিয়ে দিও’। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘তিনি মৃত্যুবরণ করার পর আমরা (তাঁর সম্পদ) পরীক্ষা করে দেখলাম। তাঁর কাছে একটি সুদানী গোলাম ছিল যে তাঁর সন্তানদের দেখাশোনা করত এবং একটি উট পাওয়া গেল যার সাহায্যে পানি তুলে বাগানে দেওয়া হ’ত। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর কাছে সেগুলো নিয়ে গেলে তিনি তা দেখে কেঁদে ফেললেন ও বললেন, ‘আবু বকরের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! তিনি তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরীদের জন্য (সততার এমন মানদণ্ড রেখে গেছেন যা পালন করা) অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য করে দিয়েছেন’।^৫

৩. বুখারী হা/৬৮১৫; মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২।

৪. আবু দাউদ হা/৪৬৪৭; হাকিম হা/৪৬৯৭।

৫. ইবনু সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড (বৈরত : দারু ছাদের, ১ম প্রকাশ ১৯৬৮খ্রি:), পৃ. ১৯২; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ৪/৩০৪ পৃ.; বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ১১/১৮৫ পৃ.।

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. বুখারী হা/৩৬১২, ৩৮৫২; মিশকাত হা/৫৮৫৮।

২. বুখারী হা/৩৫৯৫; মিশকাত হা/৫৮৫৭; হাকিম হা/৮৫৮২।

অর্ধ-জাহানের খলীফা, দিগ্বিজয়ী, কঠোর ন্যায়বিচারক ও মানবিকতার মূর্ত প্রতীক হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ছিলেন ইসলামী খেলাফতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। যিনি জোড়াতালি দেয়া পোষাক পরে খেজুর পাতার প্রাসাদে বসে অর্ধ-পৃথিবী শাসন করেছেন। যার ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘ওমর! শয়তান তোমাকে কোন গলিতে হাঁটতে দেখলে অন্য গলি দিয়ে সে হাঁটে’।^৬ ‘হে ওমর! আল্লাহ যদি আমার পরে কাউকে নবী বানাতেন তাহ’লে তুমিই নবী হ’তে’।^৭ এই মহান ব্যক্তি ইসলামী খিলাফতের খলীফা হয়েও লম্বা পোষাক পরার কারণে জনগণের জবাবদিহিতার মুখে পড়েছেন। রাষ্ট্রীয় ভাঙারে সম্পদের প্রাচুর্য রেখে নিজে ক্ষুধার্তের সঙ্গী হয়েছেন। খলীফা হয়েও চাকরকে উটের পিঠে বসিয়ে নিজে উটের লাগাম ধরে টেনেছেন। রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে রাজ্যের অসহায় মানুষের সেবা করেছেন। কেননা তিনি মনে করতেন, ‘যদি ফোরাতের তীরে একটি ভেড়ার বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তবে তার জন্য কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ’তে হবে আমি ওমর সে ভয় পাই’।^৮ তাইতো কাযী নযরুল ইসলাম ‘ওমর ফারুক’ কবিতায় কত চমৎকার করে লিখেছেন,

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখতে বসি

খেঁজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি!

ইসলাম সে তো পরশ-মাণিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি!

পরশে তাহার সোনা হ’ল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।

আজ বুঝি কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর

‘মোর পরে যদি নবী হ’ত কেউ, হ’ত সে এক ওমর!’

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওহমান গণী বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যকে আরবের গণ্ডি পেরিয়ে আফ্রিকার উত্তর উপকূল, পারস্য ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। পবিত্র কুরআনুল কারীম সংকলন করার মত মহতী সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন। এই দানবীর এতটাই লজ্জাশীল ছিলেন যে, ফেরেশতাগণও তাকে দেখে লজ্জা পেতেন।^৯ রাসূল (ছাঃ) ওহমান (রাঃ)-কে বলেছিলেন, ‘হে ওহমান! তোমাকে আল্লাহ তা’আলা একদিন এই কাজের (খিলাফতের) দায়িত্বশীল করবেন। মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ প্রদত্ত তোমার এই জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে খুলে ফেলতে চাইবে। তুমি কখনও তা খুলবে না’।^{১০} ওহমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বিদ্রোহী মুনাফিকরা তাকে ৪০ দিন নিজ গৃহে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি চাইলেই কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে এই পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণের

উপদেশ দিয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যা রাসূল (ছাঃ) ওহমান (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে একান্তে কথা বলতে লাগলেন। কথোপকথনের সময় ওহমান (রাঃ)-এর মুখাবয়ব পরিবর্তিত হচ্ছিল (অর্থাৎ তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত ও আবেগাপ্ত হচ্ছিলেন)। এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হযরত ওহমানের শেষ সাক্ষাৎ। ওহমান (রাঃ) বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) আমার থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করব’।^{১১} এই অঙ্গীকারটি ছিল, ইসলামী খিলাফতকে বিদ্রোহীদের হাতে না ছাড়ার এবং ধৈর্য ধারণ করার অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার রক্ষা করতে গিয়ে ইসলামী খেলাফতের শৃঙ্খলার স্বার্থেই শেষ পর্যন্ত হযরত ওহমানকে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে।

অতুলনীয় বীরত্ব ও প্রজ্ঞাবান চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) ফিৎনায় পরিপূর্ণ সমাজে ছিলেন হকের গুণ্ডারী। হযরত ওহমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম উম্মাহ যখন চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল, তখন সকলের অনুরোধে তিনি খিলাফতের গুরুদায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। তাঁর পুরো শাসনকালই ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। ওহমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবীতে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিবাদ এবং উগ্রপন্থী খারেজীদের বিশৃঙ্খলায় এক ঝড়োবিক্ষুব্ধ সময় তিনি পার করেছেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে তিনি জ্ঞানের আলো আর অসীম ধৈর্যের বর্ম দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। ৪১ হিজরীর পবিত্র রামায়ান মাসে, ফজরের ছালাতের সময়ে খারেজী আব্দুর রহমান ইবনে মুলাজিমের নির্মম আঘাতে এই মহান বীর শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলামী খেলাফতের প্রদীপ নিভে যায়। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে খেলাফতে রাশেদার এলাহী নীতি ও আদর্শ। সেখানে ক্ষমতা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত আমানত, আইন ছিল অহি-র বিধান, শাসন ছিল সেবা আর জবাবদিহিতাই ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। আজকের ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সেই সোনালী খেলাফতের আদর্শে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা প্রতিটি সচেতন মুমিনের হৃদয়ে স্পন্দিত হয়। কিন্তু সে পুনর্জাগরণের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আমরা আজ গভীর গোলকর্ধাধায় নিমজ্জিত। বিশেষত একবিংশ শতাব্দীর জটিল রাজনৈতিক মেরুক্রমণে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আমাদের বিভ্রান্তি চরমে পৌঁছেছে। অনেকেই অবলীলায় বলে ফেলেন যে, ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট বা আদর্শিক কাঠামো নেই। অথচ এই ধারণাটি কেবল ভ্রান্তই নয় বরং ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিশাল অধ্যায়কে অস্বীকার করার শামিল। যদি কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি না-ই থাকবে, তাহ’লে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম চারজন মহান খলীফা

৬. বুখারী হা/৬০৮৫; মুসলিম হা/২৩৯৬; মিশকাত হা/৬০২৭।

৭. তিরমিযী হা/৩৬৮৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৪৪১।

৮. বায়হাক্বী, শু’আবুল ঈমান ৯/৫০৬ পৃ.; আবু নু’আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/১৭৩৭ পৃ.

৯. মুসলিম হা/২৪০১; মিশকাত হা/৬০৬০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯০৭।

১০. ইবনু মাজাহ হা/১১১২; তিরমিযী হা/৩৭০৫।

১১. ইবনু মাজাহ হা/১১৩; আহমাদ হা/২৫৮৩৯; তিরমিযী হা/৩৭১১।

কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্বে অভিষিক্ত হ'লেন? রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে গড়া চার খলীফার মনোনয়ন পদ্ধতি কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শিক দিকনির্দেশনা নয় কি? ছাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতির আলোকে আমাদের পুনরায় পর্যালোচনা করতে হবে খেলাফতের নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি কী ছিল। এক্ষেত্রে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

১১ হিজরীর ১লা রবিউল আওয়াল দ্বিগ্রহরে রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলের মৃত্যুতে সকলেই শোকে মুহাম্মান হয়ে পড়ে। দাফনের পূর্বে কে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত নেতা হবেন এটা নিয়ে জটিলতা দেখে দেয়। আনছার ও মুহাজির নেতৃবৃন্দ ছাব্বীফা বনী সা'এদাহ প্রাঙ্গণে সমবেত হন। দীর্ঘ আলোচনার পর শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে সকলে বায়'আত করেন।^{১২} খলীফা আবু বকর (রাঃ) তাঁর জীবনের শেষ সময়ে ওমর (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা হিসাবে প্রস্তাব করেন। তবে তিনি এককভাবে এই সিদ্ধান্ত কারো উপর চাপিয়ে দেননি বরং শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করেন। সকলের ইতিবাচক মতামতের পর তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে মনোনীত করেন এবং সাধারণ জনগণ তা সানন্দে গ্রহণ করে।^{১৩} এটি প্রমাণ করে যে, পূর্ববর্তী শাসক যোগ্য উত্তরসূরি প্রস্তাব করতে পারেন তবে তা শূরার অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর শাহাদাতের পূর্বে খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি অনন্য পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছয়জন বিশিষ্ট ছাহাবীর একটি শূরা কমিটি গঠন করে দেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে তিন দিনের মধ্যে খলীফা নির্বাচন করা। মজলিসে শূরার সদস্যগণ মিসওয়াল ইবনে মাখরামা (রাঃ)-এর ঘরে অথবা আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরায় একত্রিত হন। হযরত ওমর (রাঃ) মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)-কে এই হুকুম দিয়ে যান যে, এই ছয়জন ব্যক্তি যতক্ষণ না একজনকে খলীফা নির্বাচন করবেন, ততক্ষণ তুমি কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিবে না। এই কমিটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আলাপ-আলোচনা করেন এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) মদীনার সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে যাকে তিনি যোগ্য মনে করেন তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনদিন পর ফজরের ছালাতের ওয়াক্তে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-কে খলীফা ঘোষণা করেন এবং সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করেন।^{১৪} হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর মদীনা যখন চরম অরাজকতার মুখে, তখন কোন আনুষ্ঠানিক কমিটি গঠনের সুযোগ ছিল না।

১২. বুখারী হা/৩৬৬৮।

১৩. ইবনু সা'দ, আত্ব-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৩/২০০ পৃ.।

১৪. বুখারী হা/৩৭০০, ৭২০৭; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/১৬৪ পৃ.।

এমন পরিস্থিতিতে ছাহাবীগণ হযরত আলীর (রাঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানান। হযরত আলী (রাঃ) প্রথমে অনীহা প্রকাশ করেন এবং নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু উম্মাহর বিশৃঙ্খলা রোধে এবং ছাহাবীদের পিড়াপিড়িতে রাধী হয়ে যান। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে সবাই তাঁর হাতে আনুগত্যের বায়'আত নেন।^{১৫}

উপরোক্ত সমুদয় তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের মনোনয়ন পদ্ধতি, শাসনতন্ত্রের কাঠামো, আইন ও বিচার, অর্থনীতি, যুদ্ধ ও শান্তি নীতি সবই ছিল শূরাভিত্তিক এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ময়বূত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই খিলাফতে গণতন্ত্রের ন্যায় শিরকী ধোঁকাবাজিপূর্ণ সর্বসাধারণের মতামতের নামে ক্ষমতার নোংরা খেলা ছিল না; বরং সেখানে ছিল ইসলামী শূরা পদ্ধতি, যা হ'ল যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনীত যোগ্যদের শাসনব্যবস্থা। আর এটিই মুসলিম উম্মাহর একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَعَلَيْكُمْ 'তোমরা আমার সুনাত ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনাতকে আঁকড়ে ধরবে'।^{১৬} ইসলামের সকল বিষয়ে চার খলীফার অনুসরণ যদি হকের মানদণ্ড হয় তবে ইসলামী রাজনীতিতে নেতা নির্বাচনের মানদণ্ড কেন খিলাফত না হয়ে ব্যালটতন্ত্র হবে? আজকে যারা ত্বরিতগতিতে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভোটের রাজনীতিতে খেলাফত কায়মের দিবাস্বপ্ন দেখছেন এবং সাময়িক সাফল্যে স্কীত হচ্ছেন, তারা স্পষ্টরূপে মুসলিম উম্মাহকে ইসলামী খেলাফতের নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করছেন।

সুতরাং ১১ হিজরীর সেই শোকাবহ সোমবার থেকে শুরু করে ৪০ হিজরীর রক্তরঞ্জিত ফজর পর্যন্ত খিলাফতে রাশেদার যে আদর্শ চিত্র আমরা দেখলাম সেটাই মুসলিম উম্মাহর সর্বকালীন মুক্তির সনদ। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, খেলাফতের আদর্শে প্রত্যাবর্তন কোন আবেগপ্রসূত বিপ্লব নয়, কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা নয়। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ধারাবাহিক সংস্কার এবং নৈতিক জাগরণের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, সেই সুদিন আবারও আসবে যেদিন লোকজন মুঠভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে কিন্তু গ্রহণকারী কোন লোক পাবে না। আমরা সেই অপেক্ষাতেই আদর্শের মূলে অবিচল থাকব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!

১৫. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/২৪৯-২৫০ পৃ.।

১৬. আব্দাউদ হা/৪৬০৭; দারেমী হা/৯৫।

শিক্ষার্থীর রামায়ান

-সারওয়ার মিছবাহ*

রামায়ান হ'ল শিক্ষাজীবনের বসন্ত। বিশেষ করে যারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে তারা রামায়ানে লম্বা একটি ছুটি কাটায়। এমন ছুটিকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছুই করা যায়। তবে অধিকাংশ সময় আমরা পরামর্শের অভাবে পুরো ছুটি নষ্ট করে ফেলি। সময় আমাদের হাত ফসকে চলে যায়। আমাদের কিছুই অর্জন হয় না। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ছুটিকে কাজে লাগানোর কিছু ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব। যে ক্ষেত্রগুলোতে সময় দিলে আমাদের সময়গুলো বিফলে যাবে না ইনশাআল্লাহ।

কুরআন তিলাওয়াত : রামায়ানে করণীয় হিসাবে প্রথমেই বলব কুরআনের কথা। আমরা অনেকেই আছি যারা কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারি না। রামায়ানে আমাদেরকে টার্গেট গ্রহণ করতে হবে যে, এই রামায়ানে যেভাবেই হোক আমি কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখব। আর তালিবুল ইলম হয়ে কুরআন শুদ্ধভাবে পড়তে না পারাও বেশ হতাশাজনক। আবার অনেকেই আছি যারা কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারি। তবে মুখস্থের পরিধি খুবই কম। যখন ইমামতির জন্য দাঁড়াই তখন ঘুরে ফিরে একই স্থান থেকে তিলাওয়াত করতে হয়। আমরা এই রামায়ানে আমাদের কুরআন মুখস্থের পরিধি বাড়াতে পারি। যেসব স্থান থেকে ছালাতে তিলাওয়াত করা যায় সেসব আয়াত ও সূরাগুলো মুখস্থ করতে পারি।

আমাদের মাঝে অনেক হাফেযে কুরআনও রয়েছে। হাফেযদের সারা বছরে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে খুব বেশী তিলাওয়াত করা হয়ে ওঠে না। নিয়মিত তিলাওয়াত না হওয়ার কারণে আমরা যে ইয়াদ নিয়ে হিফয বিভাগ থেকে বের হয়েছি সেই ইয়াদে ভাটা পড়ে গেছে অনেক আগেই। অনেক পারা ভুলে যেতে বসেছি। তাই হাফেযগণকে রামায়ানে অধিক কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। আমাদের টার্গেট থাকবে প্রতিদিন ১০ পারা তিলাওয়াত করা। একজন হাফেয যদি বছরে ১২ খতম তিলাওয়াত না করে তবে তার ইয়াদ নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের অনেকেরই তো সারা বছরে টেনেটেনে দুই খতম তিলাওয়াত হয় না। তাই রামায়ানে হাফেযদের কমপক্ষে ১০ খতম কুরআন তিলাওয়াত করা চাই।

মুতুন মুখস্থ করণ : আমাদের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে একটি দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। তা হ'ল, মুতুন মুখস্থে স্বল্পতা। তারা বিভিন্ন নিয়ম বলতে পারে, তবে কিতাবের ইবারত উল্লেখ করে কথাটা শক্ত করতে পারে না। তারা বলতে পারে যে, হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এমন এমন বলেছেন। তবে হাদীছের মূল ইবারত বলতে পারে না। এটা এক ধরনের দুর্বলতা। যা নিজেদের থেকে দূর করা প্রয়োজন। এজন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের আমরা পরামর্শ দেব, তারা যেন রামায়ানে অধিকহারে মুতুন মুখস্থ করে। এটা তাকে

কর্মজীবনে এক ভিন্ন মাত্রায় পৌছাতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

আমার একজন শিক্ষক ছিলেন তার কাছে আমি নাহ পড়েছি। তার নাহবেমীর, হেদায়াতুননাহ, শরহ মিতাতে আমেলসহ বেশ কিছু নাহর কিতাবের পূর্ণ ইবারত মুখস্থ ছিল। তিনি ক্লাসে কখনো কিতাব নিয়ে আসতেন না। তার এই বিশেষত্ব তাকে গ্রহণযোগ্যতার এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। সেটা এভাবে যে, আমাদের আরো যে সকল মুহাদ্দিছ, মুফতী শিক্ষক ছিলেন তারাও তো নাহ বুঝতেন। কিন্তু নাহর কোন বিষয়ে যদি তিনি কোন মন্তব্য করে দিতেন তবে সেটাই চূড়ান্ত হিসাবে ধরে নেয়া হ'ত। তার মন্তব্যের ওপরে আর কেউ কথা বলতেন না।

এখন আমাদের শিক্ষার্থীদের মানসিকতাই হয়ে গেছে, যেটা বুঝতে পারব সেটা মুখস্থ করব না। এটা ঠিক নয়। যদি সময়-সুযোগ থাকে তবে মুখস্থ করব না কেন? অবশ্যই মুখস্থ করব। আরবী গল্প-কবিতা, হাদীছের ইবারত, নাহ-ছরফের মূলনীতিগুলো কিতাবে যেভাবে আছে সেভাবেই মুখস্থ করব। বক্তব্য-আলোচনায়, তাকরার বা দারসে এগুলো উল্লেখ করব। এতে আমাদের বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার মান বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

আরবী ব্যাকরণের দুর্বলতা কাটানো : আমাদের ক্লাসে অনেক এমন শিক্ষার্থী দেখা যায়, যারা সব বিষয়ে ভাল হ'লেও আরবী ব্যাকরণে বেশ দুর্বল। ভাষা ভাল বোঝে তবে শাব্দিক তাহকীক করতে পারে না। ইবারত পড়ার সময় ই'রাব ঠিকই পড়ে তবে বাক্যের তারকীব করতে পারে না। কারণ তারা শুধু ব্যাকরণের জন্য আলাদাভাবে কখনো সময় দেয়নি। আর এসব বিষয়ে দক্ষ হওয়ার জন্য আলাদাভাবে ব্যাকরণে সময় দেয়া যরুরী। আমরা তাদেরকে এই দুর্বলতা নিজের মাঝে পুষে না রাখার পরামর্শ দেব। তাদের জন্য রামায়ান হ'তে পারে নাহ-ছরফের দুর্বলতা কাটানোর মোক্ষম সুযোগ। রামায়ান কেন্দ্রিক কোন কোর্স বা কোন শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী একমাসে এই দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

বিষয়ভিত্তিক নোট তৈরি : আমরা রামায়ানে বিষয়ভিত্তিক নোট তৈরি করতে পারি। অর্থাৎ ক্লাসে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোর আলাদা আলাদা নোট খাতা তৈরি করে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে পারি। এক্ষেত্রে বইয়ের পড়াগুলো হৃদয়ঙ্গম করে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখতে হবে। রামায়ান পর্যন্ত যদি খুবই কম পড়া হয়ে থাকে তবে কিতাবগুলো নিজে নিজে বা কারো সাহায্য নিয়ে পড়ে এগিয়ে রাখতে হবে। এগুলোর নোট এবং পড়া পরীক্ষার সময় এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন সময় কাজে দেবে ইনশাআল্লাহ।

বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন : আমাদের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে যারা শুধু কারিকুলামের মাঝেই সীমাবদ্ধ। সিলেবাসের বাইরে তাদের পদচারণা নেই বললেই চলে। তাদের জন্য রামায়ান হ'তে পারে দক্ষ হয়ে ওঠার সোপান।

রামাযানের ছুটিতে পড়াশোনা করে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর ওপরেও দক্ষতা অর্জন করা যায়। যেমন, আরবী ও ইংরেজী বলায় দক্ষ হওয়া, গণিতে দক্ষ হওয়া ইত্যাদি। আবার রামাযানে চাইলে কারিকুলামের বাইরের বিষয়গুলোও চর্চা করা যায়। যেমন, লেখালেখি শেখা, বক্তব্য শেখা, ক্যালিগ্রাফি শেখা ইত্যাদি। মোটকথা, রামাযানকে যদি আমরা স্কিল বাড়ানোর জন্য কাজে লাগাই তবে প্রতি রামাযানে একটি করে স্কিল বাড়ানো সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

জীবনী পাঠ : আমরা অনেকেই লেখাপড়ায় বেশ ভাল হয়েও আমাদের পূর্বসূরীদের চিনি না। আমি বিশ জন ছাহাবীর নাম বলতে পারি না। আমি দশজন ইমামের নাম বলতে পারি না। সারাদিন খেলাফত নিয়ে কথা বললেও ইসলামের প্রভাবশালী দশজন খলীফার নাম বলতে পারি না। কারণ আমাদের ইতিহাস অধ্যয়ন খুবই কম হয়। আমরা তাদের জীবনীগুলো কখনো পড়ি না। ইতিহাস পড়ার সুফল হ'ল চিন্তাধারা শাণিত হওয়া। ইতিহাসে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তাধারা খুব মনোহর হয়। বর্তমানে আমাদের চিন্তাধারা কচুপাতার পানির মত হওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের চিনি না। তাদের কুরবানীর ইতিহাস জানি না।

আমরা কলেজ ভাসিটির বেদ্বীনী পরিবেশে অনেক এমন ছাত্র-শিক্ষক দেখতে পাই যারা মাথা থেকে কখনো পাগড়ি খোলে না। যাদের পোষাকের গড়ন দেখলে মনে হয় এরা কোন মাদ্রাসার ছয়র। তাদের জুব্বার বুক পকেটে সর্বদা মিসওয়াক থাকে। খোঁজ নিলে দেখা যায় তারা অধিকাংশই তাবলীগ জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত। আর তারা নিজেদের পথ ও পদ্ধতির ওপরে সর্বদা অটল। এর কারণ হ'ল, তাদের মাঝে তায়কেরাতুল আকাবির (বড়দের আলোচনা) অনেক বেশী। যদি কেউ তিন দিনের একটি জামা'আতে যায় তবে সে কমপক্ষে ১০ জন আকাবিরের কারগুয়ারী (ঘটনাবলী) শুনতে পায়। কমপক্ষে তিনজন আকাবিরের কথা তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। এটাই হ'ল তাদের পুঁজী। সুতরাং আমরা যদি জীবনী পাঠের মাধ্যমে আমাদের পূর্বসূরীদের সাথে পরিচিত হই, তাদের পথ-পদ্ধতি ও চিন্তাধারা নিজেদের মাঝে ধারণ করতে পারি তবে সেটা হবে অনেক বড় অর্জন। যা আমরা রামাযানের ছুটিকে কাজে লাগিয়ে করতে পারি।

সামাজিক ও পারিবারিক খেদমত : ইলম অর্জনের জন্য আমরা অনেকেই বাড়ী থেকে দূরে থাকি। সারা বছর বাইরে থাকার কারণে বাবা-মায়ের সেবা আমাদের মাধ্যমে হয়ে ওঠে না। আমাদের গ্রামের মানুষ আমাদের ইলম থেকে উপকৃত হ'তে পারে না। আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আমাদের তেমন একটা যোগাযোগ হয় না। এই ঘটতিগুলো পূরণের জন্য রামাযান হ'তে পারে আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। পূর্ণ এক মাস আমরা বাড়িতে বাবা-মায়ের সেবায় থাকব। সাধ্যমত আত্মীয়দের বাড়িতে যাব। তাদের খোঁজ-খবর নিব। এলাকায় দ্বীনী দাওয়াতের কাজ করব। মসজিদে নিয়মিত তা'লীমী বৈঠকের ব্যবস্থা করব। আমার এই একমাস বাড়িতে

অবস্থান করার রেশ যেন পরের রামাযান পর্যন্ত না কাটে। এভাবেও আমরা রামাযানের ছুটিকে কাজে লাগাতে পারি।

রুটিন অনুযায়ী চলতে অভ্যস্ত হওয়া : আদর্শ শিক্ষার্থী রুটিন অনুযায়ী চলতে অভ্যস্ত হয়। তবে শুরু দিকে এটা বেশ কঠিন। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী আমাদের কাছে পরামর্শ চায় যে, আমরা রুটিন তৈরি করি তবে সে অনুযায়ী চলা সম্ভব হয় না। আমরা বলি, এটা অভ্যাসের বিষয়। এই অভ্যাস নিজের মাঝে নিয়ে আসার জন্য রামাযান হ'তে পারে একটি উত্তম সময়। কারণ রামাযানে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, ছালাত ইত্যাদি আমলগুলো প্রতিদিন একই সময়ে হয়ে থাকে। এজন্য রামাযানে রুটিন অনুযায়ী চলা বেশ সহজ। রামাযানে আমার একটি রুটিন থাকবে যে অনুযায়ী আমি একমাস চলব। এতে করে আমার রুটিন মাসিক চলার অভ্যাস তৈরি হবে। যা পরবর্তীতে আমাকে নির্দিষ্ট নিয়মে চলতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

বড় আলমগণের ছোহবতে সময় কাটানো : ছোহবত বা সান্নিধ্য ইলম, আমল ও চিন্তাধারা গঠনে একটি খুবই ফলপ্রসূ বিষয়। অল্পদিনের ছোহবতে কখনো কখনো এমন কিছু শেখা যায়, যা বছর বছর লেখাপড়ায়ও অর্জন করা যায় না। এজন্য আমরা রামাযানে তাদের ছোহবতে সময় দিতে পারি যারা ইলম, আমল ও চিন্তাধারায় অনুসরণীয়। কিছুদিন সময় নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানে গেলাম। খাদেম হয়েই থাকলাম। অবসর সময় তাদের কাছে গিয়ে এমনিতেই বসে থাকলাম। তাদের দৈনন্দিন কাজগুলো দেখলাম। কথা-বার্তাগুলো শুনলাম। এটাও কিন্তু শিক্ষার ফলপ্রসূ পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ছাহাবায়ে কেলাম, তাবঈন, তাব-ে-তাবঈন থেকে শুরু করে যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ।

ছুটি পরামর্শদাতা শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী কাটানো : আমি যদি আদর্শ শিক্ষার্থী হই তবে আমার একজন পরামর্শদাতা অবশ্যই থাকতে হবে। যিনি জীবনের প্রতিটি ধাপে আমাকে পরামর্শ দিবেন। ছুটিও কাটবে সেই পরামর্শদাতার পরামর্শেই। আমার প্রতিটি দিন যেন তার সামনে আয়নার মত ঝকঝকে হয়। আমি কখন কি করি এটা তার নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। এভাবে ছুটি কাটালে আশা করা যায় আমাদের সময়ে বারাকাহ হবে। অল্প সময়ে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব। সঠিক পথে চলতে পারব ইনশাআল্লাহ।

শেষকথা : আমরা যদি বিশ্বের দিকে তাকাই তবে দেখব, আমাদের বয়সের অনেকে অনেক কিছু করে ফেলেছে। সফলতার দিকে তারা ছুটছে প্রতিক্ষণে। সেখানে আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমাদের ঝুলিতে কোন সফলতা আসেনি। তারপরও আমরা মোবাইলের স্ক্রিনেই পড়ে আছি। তারপরও আমরা হাসছি, ফুটি করছি। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তো ব্যথা অনুভূত হওয়া দরকার। রক্তক্ষরণ হওয়া দরকার। শিক্ষার্থী হিসাবে এই ব্যথা আমাদের অন্তরে থাকতে হবে। এই রামাযান হবে সেই ব্যথা দূরীকরণের সুযোগ। সময়কে কাজে লাগিয়ে আমরা আরো যোগ্য হব। আর কাউকে না পারি, নিজে নিজেই ছাড়িয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

ক্ষমার চাদরে নিজেকে জড়ানোর আকৃতি : আল্লা-হুমা ইন্বাকা 'আফুব্বুন...

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবি

নিস্তরক রজনীর গভীরে যখন চরাচরের সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায় তখন গুনাহের ভারে ক্লাস্ত-পরিশ্রান্ত এক অনুতপ্ত হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় হয়ে উঠে মহান রবের দরবার। জীবনের সকল গুনাহ মুছে ফেলে রবের নৈকট্য লাভের এক অনন্য পাথয়ে হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শেখানো একটি অমূল্য দো'আ। মহিমাম্বিত লায়লাতুল কুদরে তিনি তাঁর প্রিয়তম পত্নী মা আয়েশা (রাঃ)-কে শিখিয়েছিলেন ক্ষমা প্রার্থনার এই বাক্যগুলো। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা দো'আটির তাৎপর্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি অন্বেষণ করব, যা একজন গুনাহগার বান্দাকে তার রবের প্রিয়ভাজন বান্দায় পরিণত করবে ইনশাআল্লাহ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

এই দো'আটির উৎস অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কোন এক রামায়ানের শেষ দশকে যখন মুসলিম উম্মাহ অধীর অগ্রহে অপেক্ষা করছে হাযার মাসের চেয়েও উত্তম সেই মহিমাম্বিত রজনী লায়লাতুল কুদরের জন্য। তখন বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শী নবীপত্নী মা আয়েশা (রাঃ) চিন্তা করলেন, আমি যদি সেই সৌভাগ্যময় রাতটি পেয়ে যাই তবে আল্লাহর কাছে কী চাইব? পরামর্শের জন্য তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরণাপন্ন হ'লেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি বুঝতে পারি যে আজই লায়লাতুল কুদর, তবে আমি সেই রাতে কী প্রার্থনা করব? উত্তরে তিনি তাকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারগর্ভ এই দো'আটি শিখিয়ে দিলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

'আল্লা-হুমা ইন্বাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। অতএব আমাদের ক্ষমা করে দিন' (তিরমিযী হ/৩৫১৩, মিশকাত হ/২০৯১)।

দো'আটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য :

আসুন! ছোট্ট এই দো'আটির প্রতিটি অংশের গভীরে প্রবেশ করি।

১. **আল্লা-হুমা ইন্বাকা 'আফুব্বুন** (হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল)। এখানে আল্লাহর একটি বিশেষ গুণবাচক নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আরবীতে ক্ষমাকারী বোঝাতে 'গফুর' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ- যিনি গুনাহ ঢেকে রাখেন বা গোপন করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমলনামায় পাপের লিপি থেকে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে 'আফুব্বুন' অর্থ হ'ল, যিনি গুনাহকে কেবল ক্ষমাই করেন না, বরং মরুভূমির প্রবল ঝড় যেমন বালুর উপর থেকে পায়ের ছাপ সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি তিনি আমলনামা থেকে পাপের প্রতিটি দাগ চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেন। যেন বান্দা সেই গুনাহটি কখনো করেইনি! যখন আমরা বলি 'ইন্বাকা 'আফুব্বুন', তখন আমরা আল্লাহর নিকট সেই পর্যায়ের ক্ষমা ভিক্ষা করছি, যেখানে আমাদের পাপের কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

২. **তুহিব্বুল 'আফওয়া'** (আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন)।

এটি এই দো'আর সবচেয়ে আবেগময় অংশ। এখানে আমরা আল্লাহর স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করছি। আমরা বলছি, হে আমার রব! ক্ষমা করা আপনার পসন্দ। আপনি তো সেই সত্তা, যিনি শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করতে বেশী ভালোবাসেন। একজন অপরাধী যখন বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'মাননীয় বিচারক, আমি জানি আপনি দয়ালু এবং ক্ষমা করতে ভালোবাসেন', তখন বিচারকের হৃদয়ে করুণার উদ্বেক হওয়া স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি এটি আল্লাহর কাছে তাঁর নিজ গুণের অসীলায় চাওয়ার এক শক্তিশালী পদ্ধতি।

৩. **ফা'ফু 'আন্নী'** (অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন)। অর্থাৎ যেহেতু আপনি পাপ সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে সক্ষম এবং আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, তাই এই অধম বান্দাকেও ক্ষমা করে দিন। আমার পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন।

কখন পড়বেন : দো'আটি যেকোন সময় পাঠ করা যায়। তবে এর বিশেষ সময় হ'ল রামায়ানের শেষ দশক। বিশেষত এই দশকের বেজোড় রাতগুলিতে ছালাতে, মুনাযাতে দো'আটি বারবার পড়ুন। এছাড়া তাহাজ্জুদের সময়, ফরয ছালাতের পর এবং যখনই গুনাহের ভারে মন ভারাক্রান্ত হয় তখন এই দো'আটি পড়ুন মিনতি সহকারে, হৃদয় নিংড়িয়ে।

যেভাবে পড়বেন :

১. দো'আটি পড়ার সময় নিজেকে একজন চরম অপরাধী ও ভিত্তারী হিসাবে কল্পনা করুন! ভাবুন, আপনি মহান বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার আমলনামা গুনাহে পরিপূর্ণ। এখন ক্ষমা ছাড়া আপনার বাঁচার কোন উপায় নেই।

২. অর্থের দিকে খেয়াল রাখুন! যখন বলবেন 'ইন্বাকা 'আফুব্বুন', তখন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহ আপনার পাহাড়সম গুনাহ মুহূর্তেই মুছে ফেলতে পারেন। যখন বলবেন 'তুহিব্বুল 'আফওয়া', তখন আল্লাহর অসীম দয়ার কথা স্মরণ করে ক্ষমার ব্যাপারে আশাবাদী হোন।

৩. যান্ত্রিক বা অভ্যাসগতভাবে না পড়ে, আবেগময় কণ্ঠে অশ্রুসজল চোখে পাঠ করুন! সম্ভব হ'লে নিজের, অন্ধকারে একাকী বসে পড়ুন।

৪. বারবার পুনরাবৃত্তি করুন! একবার পড়েই শেষ করবেন না। বলতে বলতে যখন চোখ ভিজে আসবে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসবে, হৃদয়ে গভীর আকৃতি সৃষ্টি হবে তখনই বুঝবেন দো'আটি সম্ভবত আরশে 'আযীমে পৌঁছেছে।

পরিশেষে বলব, দো'আটি পাপী বান্দার জন্য এক পরম আশার আলো। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন, আল্লাহর ক্ষমার সাগর তার চেয়েও বিশাল। আসুন, আমরা এই রামায়ান থেকে এই দো'আটিকে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গী বানিয়ে নিই। হয়তো এই একটি বাক্যের অসীলাতেই আমাদের জীবনের সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারব। রাক্বুল আলামীন আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

সফরকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা

-ডা. মহিদুল হাসান মার্কফ*

জীবনের তাকীদে আমাদের প্রায়ই নিকটবর্তী বা দূরবর্তী স্থানে সফর করতে হয়। অনেক সময় সামান্য অসতর্কতার কারণে ভ্রমণের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। কিছু ছোট ছোট বিষয়ে সচেতন থাকলে আমরা শারীরিক কষ্ট ও দুর্ভোগ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারি। সফরের সুস্থতায় যরুরী কিছু দিকনির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল :

১. 'মোশন সিকনেস' বা বমিভাব নিয়ন্ত্রণ : গাড়িতে উঠলে অনেকেরই বমি বমি ভাব হয়। এটি এড়াতে যাত্রার অন্তত ১ ঘণ্টা আগে খাবার খেয়ে নেওয়া উচিত এবং যেকোন ধরনের ভাজাপোড়া বা তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলা যরুরী। বাসে বা গাড়িতে সিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেছনের দিকে না বসে সামনের সারিতে এবং জানালার পাশে বসা শ্রেয়। যাতে বাইরের প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখা যায়। সফরের সময় দীর্ঘক্ষণ মোবাইল ব্যবহার বা বই পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সতেজ থাকতে সাথে লেরু বা কমলা রাখতে পারেন। যার প্রাকৃতিক ঘ্রাণ অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া প্রয়োজনবোধে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী 'রিভার্ট' বা 'এক্লিজ' জাতীয় ঔষধ ভ্রমণের এক ঘণ্টা আগে সেবন করলে 'মোশন সিকনেস' থেকে মুক্ত থাকা যায়।

২. পেটের সমস্যা : পেটের পীড়া হ'তে মুক্ত থাকতে রাস্তার পার্শ্ববর্তী খোলা খাবার ও অনিরাপদ পানি সম্পূর্ণ বর্জন করুন। খাওয়ার আগে হাত ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করা এবং মানসিক চাপমুক্ত থাকা যরুরী। কারণ উদ্বেগ পেটের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। আপদকালীন সুরক্ষায় ভ্রমণকালে সবসময় খাবার স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় ঔষধ (যেমন- অ্যালজিন) সাথে রাখুন।

৩. মাথাব্যথা ও মাইগ্রেন : যাদের মাইগ্রেনের সমস্যা আছে তাদের জন্য সফর অনেক সময় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা হ'ল- যথাসম্ভব রাত জেগে দীর্ঘ সফর না করা, সময়মতো পর্যাপ্ত পানি পান ও খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা। বাইরের উচ্চশব্দ থেকে বাঁচতে কানে তুলা বা এয়ারফোন ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া তীব্র রোদে সানগ্লাস ব্যবহার উপকারী। প্রয়োজনে নাপা জাতীয় ঔষধ সেবন করলে খুব সহজে উপকার পাওয়া যায়।

৪. শরীর ব্যথা ও বাতের সমস্যা : দীর্ঘ সময় একভাবে বসে থাকা বা রাস্তার ঝাঁকুনিতে পিঠ, হাত ও পায়ে ব্যথা হ'তে পারে। যাদের আগে থেকে বাতের সমস্যা আছে, তারা যথাসময়ে ঔষধ সেবন নিশ্চিত করবেন। ভ্রমণে কোমরে বেল্ট, হাঁটুর ক্যাপ বা ব্যাক সাপোর্ট সাথে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। একটানা একভাবে না বসে মাঝে মাঝে অবস্থান পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ব্যথায 'নাপা র্যাপিড' জাতীয় ঔষধ বা 'হট ওয়াটার ব্যাগ' ব্যবহারে স্বস্তি পাওয়া যায়।

৫. কোষ্ঠ ও ডাঙ্গ অ্যালার্জির সমস্যা : ধূলাবালি বা ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যা বাড়তে পারে। এজন্য বাইরে বের হ'লে অবশ্যই মাস্ক অথবা অন্যকিছু দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হবে। গাড়ির খোলা জানালার সরাসরি বাতাস থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা যরুরী। ইনহেলার বা নাকের স্প্রে নিয়মিত ব্যবহার করলে তা অবশ্যই সাথে রাখতে হবে।

৬. দীর্ঘমেয়াদী রোগীদের জন্য সতর্কতা : উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্ট বা কিডনির জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের অতি প্রয়োজনীয় ঔষধসমূহ সাথে নিতে ভুল করা চলবে না। এক্ষেত্রে রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোন কিছু ভুলবশত বাসায় রেখে গিয়ে সফরে হঠাৎ জটিলতায় না পড়েন। ডায়াবেটিস রোগীরা গ্লুকোমিটার সাথে রাখতে পারেন এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করা কমে যাওয়া) রোধে প্রয়োজনীয় মিষ্টান্ন সাথে রাখা উচিত। অনুরূপভাবে হার্টের রোগীরা যরুরী স্প্রে সর্বদা হাতের নাগালে রাখবেন।

৭. প্রাকৃতিক ডাক ও শারীরিক জটিলতা : সফরে প্রস্রাব-পায়খানা দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে মূত্রনালিতে সংক্রমণ (Infection), কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বাসা থেকে বের হওয়ার পূর্বেই হাজত সেরে নেওয়া এবং ভ্রমণে অলসতা বা লোকলজ্জার খাতিরে এগুলো চেপে না রেখে যথাসময়ে প্রয়োজন সেরে নিতে হবে।

৮. অতিরিক্ত ক্লান্তি ও শারীরিক অবসন্নতা : রাতজাগা, অপর্യാপ্ত বিশ্রাম ও অনিয়মিত আহারের ফলে শরীরে ক্লান্তি নেমে আসে, যা সফরের আনন্দকে স্তান করে দেয়। ক্লান্তি দূর করতে রাতে পর্যাপ্ত ঘুম এবং সফরের মাঝে সুযোগ বুঝে ৮-১০ মিনিটের 'পাওয়ার ন্যাপ' বা স্বল্পকালীন বিশ্রাম শরীরকে দ্রুত সতেজ করে। এছাড়া সতেজ থাকতে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা আবশ্যিক।

পরিশেষে বলব, সামান্য কিছু সতর্কতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা আমাদের এই ভ্রমণকে আনন্দময় ও নিরাপদ করতে পারে। অতএব সুস্থ অবস্থায় আল্লাহর নে'মতের কদর করা এবং সফরে যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের প্রতিটি সফরকে নিরাপদ ও বরকতময় করুন- আমীন!

ডাঃ মোঃ শওকত হাসান

এমবিবিএস (এসএসএমসি)
পিজিটি (ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন)
ডি-কার্ড (কোর্স-কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার
এন্ড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

১৭০, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়ক, পুলিশ কোয়ার্টার,
(ফেনী চক্ষু হাসপাতালের পার্শ্বে), ফেনী।
ফোন: ০৩৩১-৬২১১৭, মোবাইল: ০১৯০৫-১১১৬৬৬
০১৯০৫-২২২৭৭৭, ০১৯০৫-৭৭৭১১১

রোগী দেখার সময়

প্রতিদিন সকাল ৯-টা দুপুর ২-টা, বিকাল ৪-টা রাত ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)

*মেডিকেল অফিসার, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

আমার রামাযান

-সারওয়ার মিছবাহ*

বছরের হিসাবে আমার জীবনে কত কিছুই অতিবাহিত হয়। সবকিছুরই আমি হিসাব রাখি, রেকর্ড রাখি। শিক্ষাবর্ষ অতিবাহিত হয়। কতটুকু শেখা হ'ল, কতটুকু শেখানো হ'ল, কতজন নতুন ছাত্র হ'ল আমি তার হিসাব রাখি। অর্থবছর অতিবাহিত হয়। কত টাকা আয় হ'ল, কত ব্যয় হ'ল সেগুলোও লেখাজোকাকি থাকে। এমনকি কতগুলো বসন্ত অতিবাহিত হ'ল, কোন বসন্তে কি পেলাম আর কি হারলাম সেগুলোও হিসাবে রয়েছে। তবে রামাযান! কতগুলো রামাযান গেল তার হিসাব আমার নেই। রামাযানের হিসাব আমাকে ভিন্ন কিছু দিয়ে করতে হয়। ৩০টি বসন্ত গেছে মানে ৩০টি রামাযানও গেছে। রামাযান কখনোই আমার কাছে আলাদাভাবে গুরুত্ব পায়নি।

হ্যাঁ! মুখ্য হয়েছে ভিন্দিক থেকে। আমি রামাযানকে গুরুত্ব দিয়েছি, তবে সেটা ছুওয়াব লাভের দিক থেকে নয়। আমি যখন ব্যবসায়ী তখন রামাযান হ'ল আমার জন্য টাকা উপার্জনের মৌসুম। ঈদকে সামনে রেখে রামাযানের এক মাস আগে থেকেই আমার আমদানী শুরু হয়। আগেভাগেই সব কিনে যদি স্টক করতে না পারি তবে তো জিনিস-পত্র চড়া দামে বিক্রি করা যাবে না। সবরকমের প্রস্তুতি নিয়ে রামাযানে আমি আঁট-ঘাট বেঁধে ব্যবসায় বসি। সারা রামাযান আমার নিঃশ্বাস নেয়ার সময় নেই। শুধু বেচা-বিক্রি। শুধু হিসাব-নিকাশ। শুধু টাকা আর টাকা!

আমি যখন রাজনীতিবিদ, তখন আমি চিন্তা করি, রামাযান তো চলে আসল, পাঞ্জাবী-টুপি পরা শুরু করতে হবে। শেষের দশদিন এলাকার দশটি মসজিদে বিরিয়ানী দিয়ে ইফতারী দিতে হবে। সেখানে ইফতারের পূর্বে গিয়ে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে আলোচনা রাখতে হবে। দলের প্রচার-প্রসার করতে হবে। ওপরে কথা বলে ২০টি মসজিদে ইফতারীর বাজেট পাশ করিয়ে নিতে হবে। ১০টি মসজিদের টাকা কর্মীদের ঈদের পোষাক-পরিচ্ছদ কেনার খাতে ব্যয় করতে হবে। রাজনীতি করা বললেই তো আর করা নয়! অনেক কাজ। অনেক ব্যস্ততা।

এভাবে রামাযান সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এখন আলোচনার বিষয় হ'ল, আমি যেভাবে রামাযানকে দেখছি, রামাযান কি এমনই? রামাযান কি এসব গুরুত্ব নিয়েই আমাদের জীবনে আসে? নাকি আমাদের হিসাবে মস্ত বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে? আমাদের সালাফগণ রামাযানকে কিভাবে দেখেছেন? সে হিসাব আজ একটু মিলিয়ে দেখব।

রামাযানের একটি সুঘ্রাণ রয়েছে। যখন রামাযান আগমন করে তখন আগে থেকেই তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। সালাফগণ তাদের জীবনে রামাযানকে স্বাগত জানাতেন। মুআল্লা বিন ফায়ল (রহঃ) বলেন, সালাফগণ ছয় মাস আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন যেন তিনি তাদেরকে রামাযান পর্যন্ত পৌঁছান।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এরপর বাকী ছয় মাস দো'আ করতেন যেন তিনি তাদের রামাযানের আমলগুলো কবুল করে নেন।^১ ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর (রহঃ) বলেন, সালাফগণের অন্যতম দো'আ ছিল, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে রামাযান পর্যন্ত নিরাপদে রাখুন, আমার জন্য রামাযানকে নিরাপদ রাখুন এবং আমার পক্ষ থেকে তা (নেক আমলগুলো) কবুল করে নিন'^২

আমি কখনো এভাবে রামাযানকে স্বাগত জানাতে পারিনি। রামাযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারিনি। রামাযানকে জীবন পরিবর্তনের একটি মোক্ষম সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে পারিনি। হাসান বহরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ রামাযানকে তার সৃষ্টির জন্য একটি প্রতিযোগিতার মাঠ বানিয়েছেন। যেখানে তারা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জনে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। একদল মানুষ এতে অগ্রগামী হয় এবং সফলকাম হয়, আর অন্য দল পিছনে পড়ে থাকে এবং ব্যর্থ হয়।^৩ আমিও রামাযানে প্রতিযোগিতা করি। তবে সেটা ছুওয়াবের নয়, ভিন্ন কিছু। রোজগারের, শপিং-এর, বাহারী পদের ইফতারীর।

রামাযানের ছিয়াম মানে শুধু না খেয়ে থাকা নয়। ছিয়াম মানুষকে পরিশুদ্ধ করে। অথচ আমি রামাযানের আমল মানে শুধু সাহারী খাওয়া আর ইফতারী খাওয়া, মাঝে সারাদিন না খেয়ে থাকাই বুঝি। আমার ছিয়াম তেমন নয়, যেমন ছিল সালাফদের ছিয়াম। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম নয়। বরং মিথ্যা, অনর্থক কাজ, অসার কথাবার্তা ও কসম থেকে বিরত থাকাই হ'ল প্রকৃত ছিয়াম।^৪ জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যখন তুমি ছিয়াম রাখ তখন যেন তোমার জিহ্বা, চোখ, কানও হারাম বস্তু থেকে ছিয়াম রাখে।^৫

ছিয়াম রাখলে হারাম বস্তু থেকেও দূরে থাকতে হবে এটা আমি কখনো ভাবিইনি। আমি রাস্তায় বের হ'লেই আমার চোখ হারামের দিকে যায়। আমার ছিয়াম আমার চোখকে নীচু করতে পারে না। বন্ধুদের আড্ডায় বসে মিথ্যা বলি, গীবত করি। আমার ছিয়াম আমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অথচ জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যখন তুমি ছিয়াম রাখবে, তখন তোমার কান, চোখ এবং জিহ্বাকেও মিথ্যা ও পাপাচার থেকে ছিয়াম রাখাবে। দাস-দাসীদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। রামাযানের দিন তোমার মাঝে গাঙ্গীর্ষ ও প্রশান্তি বজায় থাকবে। তোমার ছিয়াম বিহীন দিন এবং ছিয়ামের দিনকে একরকম করে ফেলবে না।^৬

আমার রামাযান এবং রামাযানের বাইরের মাসগুলো সমান। দিনগুলো সমান। রাতগুলো সমান। আমি কখনোই গীবত

১. ইবনু রজব হাম্বলী, লাতায়েফুল মা'আরেফ (দামেশক : দারুল ইবনু কাছীর, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃ. ১৪৮।

২. আবু নু'আঈম ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া (কায়রো : দারুল হাদীছ, ২০০২), ৩/৬৯।

৩. তাফসীরে ইবনে রজব ২/২৯।

৪. মুছল্লাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৮৮৮-২।

৫. ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ওয়ার-রাঙ্কায়েক ১/৪৬১।

৬. মুছল্লাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৮৮৮০।

থেকে বিরত হই না। অথচ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দু'টি অভ্যাস পরিহার করতে পারবে, তার ছিয়াম নিরাপদ থাকবে : গীবত ও মিথ্যা।^১ হাফছাহ বিনতু সীরীন (রহঃ) বলেন, ছিয়াম হ'ল ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ না ছায়েম তা ছিঁড়ে ফেলে। আর ছিয়ামকে ছিঁড়ে ফেলে গীবত।^২ আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন, ছায়েম বিছানায় ঘুমিয়ে থাকলেও সে ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়, যতক্ষণ না সে কারো গীবত করে।^৩

আমি জানি, রামাযান কুরআনের মাস। কুরআনের জন্যই রামাযান সম্মানিত। এই মাসে সর্বাধিক কুরআন তেলাওয়াত করা প্রয়োজন। সালাফগণের দিকে তাকালে দেখতে পাই, যখন রামাযান মাস আসত তখন ইমাম যুহরী (রহঃ) বলতেন, 'এটি তো কেবল কুরআন তেলাওয়াত এবং খাবার খাওয়ানোর মাস'।^৪ যখন রামাযান আসত তখন সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) অন্যান্য নফল ইবাদত কমিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াতের দিকে মনোনিবেশ করতেন।^৫ যখন রামাযান আসত তখন ইমাম মালেক (রহঃ) হাদীছ পাঠ এবং ইলমী মজলিস থেকে দূরে সরে যেতেন এবং কেবল কুরআন তেলাওয়াত করায় মগ্ন থাকতেন।^৬ যখন রামাযান আসত তখন যুবাইদ আল-ইয়ামী (রহঃ) কুরআন মাজীদের কপিগুলো বের করে আনতেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তেলাওয়াতের জন্য একত্রিত করতেন।^৭ ক্বাতাদা (রহঃ) সাধারণত প্রতি সাত দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। রামাযান এলে প্রতি তিন দিনে একবার খতম করতেন। আর রামাযানের শেষ দশক এলে প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন।^৮

এদিকে আমার সারা রামাযান মিলিয়ে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত হয় না। এমনকি প্রতিদিন নিয়মিত তেলাওয়াতও হয়ে ওঠে না। সপ্তাহে তিন দিন হয়, তো চারদিন হয় না। এক পারা তেলাওয়াত করব বলে বসি, তিন পৃষ্ঠা পড়ার পরে আমার আর ভাল লাগে না। আমি কি বুঝি না, এগুলো মাহরুমীর লক্ষণ! আমি কি বুঝি না, আল্লাহ আমাকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন! আমার তো কান্না করা দরকার! অথচ আফসোসের বিষয় হ'ল এই বিষয়ে আমার কোন খারাপ লাগা কাজ করে না। করলেও তা খুবই ক্ষীণভাবে অল্প সময়ের জন্য। যা আমার মাঝে কোন অনুশোচনা জাগায় না। আমাকে পরিবর্তন করে না।

আমি জানি, রামাযানে প্রতিটি আমলের প্রতিদান সত্তর থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রামাযানে সালাফগণ নফল ছাদাক্বায় প্রতিযোগিতা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে না নিয়ে ছিয়াম রাখতেন না

(ইফতার করতেন না)। কখনো যদি তিনি জানতে পারতেন যে তাঁর পরিবারের লোকেরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তবে সেই রাতে তিনি কিছু না খেয়েই পার করতেন।^৯ হাম্মাদ বিন আবু সূলায়মান (রহঃ) রামাযান মাসে ৫০০ মানুষকে ইফতার করাতেন। আর ঈদের দিন এলে তিনি তাদের প্রত্যেককে একটি করে নতুন পোষাক এবং একশ' দিরহাম করে দান করতেন।^{১০}

আমাকেও আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন। তবে আমি কখনো ছাদাক্বা করিনি। আমি কখনো গরীব-ইয়াতীমদের হক্ব নিয়ে ভাবিনি। নফল ছাদাক্বা তো দূরের কথা, আমার সম্পদের যাকাত নিয়েই কখনো আমি ভাবিনি। এভাবেই বছরের পর বছর গেছে। আমি যাকাত আদায় করিনি। অথচ আমি যদি যাকাত আদায় করি, ছাদাক্বা করি, তবে এর ফলাফল তো আমিই পরকালে ভোগ করব। আমি পরকালের সেই জীবন নিয়ে কখনো ভাবিনি। দুনিয়ায় এত সম্পদের মালিক হয়েও পরকালে যদি জাহান্নামে জ্বলতে হয় তবে এই সম্পদ আমার কি কাজে আসল? আবু যার (রাঃ) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের উপদেশদাতা এবং তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ। তোমরা কবরের নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচতে রাতের আঁধারে ছালাত আদায় কর এবং পুনরুত্থান দিবসের দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে দুনিয়ার উত্তাপে ছিয়াম পালন কর। ক্বিয়ামতের কঠিন দিনের ভয়ে মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে দান-ছাদাক্বাহ কর'।^{১১}

আমি জানি, রামাযানের ছিয়ামের প্রতিদান যেমন সীমাহীন, তেমনই এই মাসে ক্বিয়ামুল লায়লের মর্যাদা রয়েছে অপরিমিত। তবুও আমি ফজরের আযানের আগে এতটুকু সময় নিয়ে ঘুম থেকে উঠি যেখানে শুধু কোনরকমে আমার সাহারীটাই খাওয়া হয়। আমি কখনো শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে ছালাতে দাঁড়াই না। অথচ সালাফগণের দিকে তাকালে দেখতে পাই, ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, মাসগুলোর মধ্যে রামাযানের কোন তুলনা নেই। মুমিনের জন্য আবশ্যিক হ'ল এই মাসটিকে কাজে লাগানো, যা তাকে ক্ষমাশীল রবের নিকটবর্তী করে।^{১২} ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, জেনে রাখো! মুমিনের জন্য রামাযান মাসে নফসের বিরুদ্ধে দু'টি জিহাদ একত্রিত হয়। দিনে ছিয়ামের মাধ্যমে জিহাদ এবং রাতে ক্বিয়ামের মাধ্যমে জিহাদ। যে ব্যক্তি এই দু'টি জিহাদ একত্র করতে পারল, এগুলোর হক্ব আদায় করল এবং এর ওপর ধৈর্য ধারণ করল, তাকে অগণিত ছওয়াব দান করা হবে।^{১৩}

ছিয়াম-ক্বিয়ামে ধৈর্যধারণ করার মত শক্তি আমার নেই। এগুলো আমার কাছে খুবই কঠিন। আট রাক'আত তারাবীহ আদায় করতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে? আমি তো বিশ মিনিটের পথ খুঁজি। যে মসজিদে যত তাড়াতাড়ি ছালাত হয়

৭. মুছননাফ ইবনু আবী শায়বা, ২/২৭০।

৮. বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান ৫/৩০৭।

৯. মুছননাফ ইবনু আবী শায়বা, ২/২৭০।

১০. ইবনু আদিল বার, আত-তামহীদ, ৬/১১১।

১১. লাভায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৭১।

১২. লাভায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৭১।

১৩. লাভায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৭১।

১৪. যাহাবী, সিয়াকু আলামিন নুবালা, ৫/২৭৬।

১৫. লাভায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৭০।

১৬. যাহাবী, সিয়াকু আলামিন নুবালা, ৫/২৩৪।

১৭. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৬৬/২১৪।

১৮. ইবনুল জাওযী, রুসতানুল ওয়ায়েযীন, পৃ. ২২৬।

১৯. লাভায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৭১।

আমি সেখানে যাই। আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে যুবক বয়সেই যেন বুড়িয়ে গেছি। অথচ আহনাফ বিন হুয়েস (রহঃ)-কে বলা হয়েছিল, আপনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, ছিয়াম তো আপনাকে দুর্বল করে দেবে! তিনি বলেছিলেন, 'আমি এই ছিয়ামকে একটি দীর্ঘ সফরের (আখিরাতের) পাথেয় হিসাবে প্রস্তুত করছি। আল্লাহর আযাবের ওপর ধৈর্য ধারণ করার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করা অধিক সহজ'।^{২০} আজ কোথায় আমাদের সেই চিন্তাধারা?

ক্ষিয়াম তো দূরে থাকল, ছিয়াম রাখলেই আমি চুপসে যাই। আমার চেহারা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। লোকে আমাকে দেখলেই বোঝে, আমি ছিয়াম রেখেছি। কিন্তু ছিয়াম তো আমার নিত্যদিনের সাথী হওয়ার কথা ছিল। অন্তত এতটুকু শক্ত থাকা দরকার ছিল যে, মানুষ যেন আমাকে দেখলে না বোঝে যে আমি ছায়েম। এটাও সালাফগণ খেয়াল করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কারো ছিয়ামের দিন আসে, সে যেন সকালে তেল মাখে এবং পরিপাটি থাকে (অর্থাৎ ছিয়ামের কারণে যেন নিজেকে বিশ্রী বা অতিমাত্রায় দুর্বল করে না রাখে)।^{২১}

সালাফদের রামাযানের সাথে যদি আমার রামাযানকে মিলাই তবে প্রতি বাক্যের শেষে আমি একবার করে লজ্জিত হব। আমি রামাযানে যেভাবে আমল করি, এর বিনিময়ে আল্লাহ শাস্তি ছাড়া ভিন্ন কিছু দিবেন কি-না আমি জানি না। কারণ রামাযান আমার কাছে নিতান্তই অবহেলিত একটি বিষয়। আমি হাদীছে পড়েছি, রামাযানে অনেক গুনাহগারকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। এমন অনেককে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন যাদের ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়েছিল। তবে এই সমস্ত ব্যক্তি তারা, যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। রামাযানের সময়কে কাজে লাগায়। নিজেদের পরিবর্তন করে।

আমি তো ছিয়াম রেখে সারাদিন গল্পে ব্যস্ত থাকি। যখন সময়

কাটে না তখন মোবাইলে রিলস দেখে সময় পার করি। বন্ধু-বান্ধবের সাথে বিভিন্ন খেলায় মেতে উঠি। কখনো একান্তভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করা হয়ে ওঠে না। রামাযানের মত ফযীলতপূর্ণ সময়েও আমি একটু মসজিদে সময় দিতে পারি না। আমার মুখে কখনো ইস্তেগফার থাকে না। আল্লাহর যিকরে জিহ্বা সিক্ত হয় না। অন্তরে কখনো আল্লাহর ভয় আসে না। রামাযানেও আল্লাহর দরবারে হাত তোলার অভ্যাস তৈরী হয় না। আল্লাহ আমাকে কিভাবে ক্ষমা করবেন?

আমি তো তাদের মত হতভাগা হ'তে চাই না, যারা রামাযান পেল অথচ জীবনের গুনাহগুলো মাফ করাতে পারল না। আমি প্রতি রামাযানেই নিষ্পাপ হ'তে চাই। কারণ বছর ঘুরে রামাযান আসে। এর পরের রামাযান আমার নছীবে জুটবে কি-না আমি জানি না। যদি এই হয় অবস্থা, তবে অপেক্ষা কিসের! কিসের এত আলসেমি!

দেখতে দেখতে রামাযান ফুরিয়ে যাবে। মাত্র কয়েকটি রাত জাগরণে যদি আমার কৃত গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারি, বেঁচে যেতে পারি জাহান্নামের শাস্তি থেকে তবে এই রাত্রি জাগরণের কষ্ট তো খুব বেশী বলে মনে হওয়ার কথা নয়। সামান্য একমাসের কষ্টে যদি পেয়ে যাই অনাদি-অনন্ত কালের জান্নাত, তবে সেটাই তো বড় পাওয়া। যদি এই একমাসের ইবাদতে জীবনটাই পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে সেটাই বা কম কিসে। অধিক তওবা-ইস্তেগফার, দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে যদি আল্লাহ আমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে এই সময় ও শ্রমের দাম তো খুব বেশী নয়। হোক না একটা মাস ইবাদত ও আত্মত্যাগ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য! আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!!

২০. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, ৩/২৪১।

২১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ২/৩১২, হা/৯১৫৪।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪



Bangla Food BD

আম্বা রাখুন শর্তভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- ▶ আম (মৌসুমি)
- ▶ লিচু (মৌসুমি)
- ▶ সকল প্রকার খেজুর
- ▶ মরিচের গুঁড়া
- ▶ হলুদের গুঁড়া
- ▶ আখের গুঁড়া (মৌসুমি)
- ▶ খেজুরের গুঁড়া (মৌসুমি)
- ▶ খাঁটি মধু
- ▶ খাঁটি গাওয়া ঘি
- ▶ খাঁটি নারিকেল তৈল (১০ স্ট্রা ভার্সি)
- ▶ খাঁটি সরিষার তৈল
- ▶ খাঁটি জয়ত্বনের তৈল
- ▶ খাঁটি নারিকেল তৈল
- ▶ খাঁটি কালো জিরার তৈল
- ▶ নাটোরের কাঁচাপোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

- 📌 facebook.com/banglafoodbd
- 📧 E-mail : abirrahmanari@gmail.com
- 📞 Whatsapp & lmo : 01751-103904
- 🌐 www.banglafoodbd.com



SCAN ME

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসুলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক কিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুহ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধিক ইয়াতীম ও দুহ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুহ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হোন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউন্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

হালাল রিযিকের চাবিকাঠি : আল্লাহর ফয়সালায় সমৃদ্ধি ও ধৈর্য

-হাসীবুর রশীদ

এক মুসাফির তার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিলেন। এমন সময় যোহরের ওয়াক্ত চলে আসে। তিনি আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের জন্য এমন এক জায়গার সন্ধান করছিলেন যেখানে উটটি বেঁধে রাখা যায়। এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন। তিনি লোকটিকে সালাম জানিয়ে বললেন, আমি ছালাত আদায় করব। আপনি দয়া করে আমার উটটির পাশে একটু দাঁড়াবেন কি? লোকটি তার আবেদনে সাড়া দিয়ে বলল, ঠিক আছে আমি এখানে থাকছি। আপনি ছালাত আদায় করে নিন। মুসাফির ব্যক্তি তার কাছে উট হেফযতে রেখে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ছালাতের এক পর্যায়ে মুসাফির ব্যক্তিটি মহান আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন এবং মনস্থির করলেন যে, তিনি খুশি হয়ে উট পাহারা দেওয়া ব্যক্তিকে ২০০ দিরহাম হাদিয়া দিবেন। যথারীতি আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত শেষ করে মুসাফির ব্যক্তি পুনরায় সফর শুরু করার জন্য তার উটের কাছে ফিরে গেলেন। কিন্তু সেখানের পরিস্থিতি দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। তিনি দেখতে পান যে, যার কাছে উটটি আমানত হিসাবে রেখে গিয়েছিলেন ঐ ব্যক্তি সেখানে নেই। সেই সাথে উটের গদিটিও নেই। কিন্তু উটটি সে জায়গায় ঠিকই পূর্বের ন্যায় বাঁধা আছে।

মুসাফির ব্যক্তি চতুর্দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখলেন কোথাও তাকে দেখা যায় কি-না। তিনি ভাবলেন, হয়ত তার ধারণা ভুল হচ্ছে। লোকটি হয়ত গদিটি নিয়ে তার কোন যন্নরী প্রয়োজনে গিয়েছে। কাজ শেষে সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও সে ব্যক্তি আর ফিরে আসলো না। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঐ ব্যক্তি তার উটের গদিটি চুরি করে নিয়ে গেছে। মুসাফির ভাবলেন, লোকটি আর যাই হোক কিছুটা মানবিক বটে। কেননা সে ইচ্ছা করলে উটটিকেই চুরি করে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে হয়ত ভাবল, এই ধুধু মরুভূমিতে তার একমাত্র বাহনটি নিয়ে গেলে মুসাফির ব্যক্তির অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু গদির ব্যবস্থা পুনরায় করা যাবে, তাই সে উট না নিয়ে উটের গদিটি নিয়ে চলে যায়। সবশেষে নিরুপায় হয়ে মুসাফির ব্যক্তি গদির অভাবে উটের পিঠে সওয়ার হ'তে না পেয়ে হেঁটে হেঁটেই মরুভূমির পথ পাড়ি দিতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি একটি বাজারে পৌঁছতে সক্ষম হ'লেন। বায়ারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি লোকালয়ে অবস্থিত ছিল। সেখানে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্য পাওয়া যেত। মুসাফির ভাবলেন তিনি এই বায়ার থেকেই তার উটের জন্য একটি গদি ক্রয় করবেন। বায়ারে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটাই মাত্র দোকান পেলেন যেখানে উটের গদি বিক্রি হয়। তিনি দোকানদারকে সালাম জানিয়ে তার পরিচয় পেশ করলেন এবং তার প্রয়োজন প্রকাশ করলেন। দোকানদার তাকে

বললেন, আমার কাছে একটি সুন্দর আর নরম গদি আছে। আপনি ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। মুসাফির ব্যক্তি গদিটি দেখে মনে করলেন এটি তো তার গদির মতোই দেখতে। তৎক্ষণাৎ হাতে নিয়ে টের পেলেন যে, হ্যাঁ এটিই তার সেই উটের গদি। কিন্তু তিনি দোকানদারকে কিছু বললেন না যে এটিই তার উটের গদি ছিল। তিনি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, এই গদি আপনি কোথায় পেলেন বা কার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন? দোকানদার জবাব দেয়, বেশ কিছু সময় আগে এক ব্যক্তি দোকানে এসে বলল, আমার কাছে একটি গদি আছে। আমি একটু অভাবে পড়ে গেছি। তাই গদিটি বিক্রি করতে চাই। তখন আমি তার কাছে থেকে ২০০ দিরহাম দিয়ে গদিটি ক্রয় করে নেই। মুসাফির তার সাথে ঘটে যাওয়া আসল ঘটনা বুঝতে পারলেন এবং বিষয়টি দোকানদারের কাছে গোপন রাখলেন এটা ভেবে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের দোষ গোপন রাখে, তাহ'লে মহান আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার পাপ গোপন রাখবেন (মুসলিম হা/২৫৯০, ছহীহুল জামে' হা/৭৭১২)।

মুসাফির ব্যক্তি আর কথা না বাড়িয়ে গদিটির দাম জানতে চাইলে দোকানদার বলল, 'জীবনে অনেক ব্যবসা করেছি। আপনি একজন মুসাফির মানুষ। আপনার দো'আ নিশ্চিত কবুল হয় (আব্দুউদ হা/১৫৩৬)। তাই আপনার প্রতি ইহসান করে এই দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত লাভ আমি ছেড়ে দিলাম। অর্থাৎ ক্রয়কৃত দামেই আমি আপনার কাছে বিক্রি করলাম। আপনি শুধু আমার ব্যবসার কল্যাণের জন্য দো'আ করবেন। দোকানদারের কথা শুনে মুসাফির খুবই আবেগাপ্ত হয়ে যান। সাথে সাথে দোকানদারের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দো'আ করে তিনি তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

শিক্ষা : রিযিক মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। মহান আল্লাহ দুনিয়াতে হালাল ও হারাম উভয়টিই দিয়েছেন কেবল বান্দার পরীক্ষার জন্য। মুমিন বান্দা তার বিবেককে কাজে লাগিয়ে শুধু হালালটি গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকবে এবং হারাম বর্জন করে চলবে। আলোচিত গল্পে যে ব্যক্তির কাছে মুসাফির উট আমানত হিসাবে রেখেছিলেন তার অর্জিত ২০০ দিরহাম হারাম পন্থায় উপার্জিত। সে একটু ধৈর্য ধারণ করতে পারলেই ২০০ দিরহাম হালাল উপায়ে অর্জন করতে পারত। অতএব আমাদের হালাল রিযিক অর্জনের জন্য ধৈর্য ও আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও যেসব শিক্ষণীয় বিষয় এই গল্পে রয়েছে, তাহ'ল-

১. আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।
২. ছালাতের মধ্যে যেকোন বৈধ দো'আ করা।
৩. পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম দেওয়া।
৪. অন্যের দোষ গোপন রাখা।
৫. মুসাফিরের দো'আ কবুল হয় বিধায় তার সাথে সুন্দর আচরণ করা।
৬. সর্বদা হালাল উপায়ে রিযিক অন্বেষণ করা।
৭. হালাল রিযিক তালাশ করতে গিয়ে ধৈর্য ধারণ করা এবং মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করা।

ভাই-বোনদের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়করণ ও হিংসা দূরীকরণে করণীয়

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

ভূমিকা : ভাই-বোন হ'ল একে অপরের রক্তের বাঁধন এবং বিপদের পরম বন্ধু। শৈশবের চঞ্চলতা থেকে ভাই-বোনে খুনসুটি ও সাময়িক ঝগড়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় কিংবা অভিভাবকদের অসচেতনতায় এই সাময়িক অভিমান যখন স্থায়ী হিংসা-বিদ্বেষে রূপ নেয়, তখন তা কেবল পারিবারিক শান্তিই বিনষ্ট করে না; বরং সন্তানের কচি হৃদয়ে তৈরি করে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হাবীল-কাবীলের ঘটনা ও ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, ভাইয়ের মধ্যকার হিংসা কতটা ভয়ঙ্কর হ'তে পারে, যা আপন ভাইকে কূপে নিক্ষেপ করতেও দ্বিধা করে না। পরিতাপের বিষয় হ'ল, অনেক সময় পিতা-মাতার অজান্তেই তাদের কথায় বা আচরণে সন্তানদের মাঝে এই হিংসার বিষবাক্স দানা বাঁধে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সন্তানদের মাঝে ইনছাফ করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। আজকের নিবন্ধে আমরা আলোচনা করবো কেন ভাই-বোন একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠে এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিভাবে এই হিংসা দূর করে তাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় করা যায়।

হিংসা বা রেষারেষির মূল কারণসমূহ

শয়তানের কুমন্ত্রণা : শয়তানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মাঝে ফাটল ধরানো। পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের হিংসার নেপথ্যে শয়তানের প্ররোচনার কথা স্মরণ করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَّا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, 'হে বৎস! তোমার ভাইদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহ'লে ওরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' (ইউসুফ ১২/৫)। শয়তান যেহেতু মানুষের চিরশত্রু সেহেতু সে মানুষকে দ্রষ্ট ও হিংসা-বিদ্বেষে নিমজ্জিত করার সর্বদা সুযোগ খোঁজে।

পিতা-মাতার অসম ভালোবাসা ও প্রকাশভঙ্গি : সন্তানদের মধ্যে কাউকে বেশী ভালোবাসা স্বাভাবিক হ'তে পারে। কিন্তু তা প্রকাশ্যে বা আচরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া মারাত্মক ভুল। এই আচরণ অন্যান্য সন্তানদের মনে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে তোলে। কোন সন্তান যদি অনুভব করে যে, বাবা-মা তাকে কম গুরুত্ব দিচ্ছেন, তবে সে তার ভাই বা বোনকে নিজের প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে।

অন্যের সাথে তুলনা করা : ভাই-বোনদের মধ্যে রেষারেষি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল অসম তুলনা। বাবা-মা যখন এক সন্তানের সাফল্যের উদাহরণ টেনে অন্যজনকে ছোট করেন, যেমন 'তোমার ভাই অংকে ১০০ পেল, আর তুমি পেলে ৬০'? কিংবা 'তোমার বোন কত গুছিয়ে কাজ করে,

আর তুমি এত অগোছালো কেন'? এজাতীয় কথাবার্তা শিশুর মনে হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দেয়। তখন শিশুর মনে ভাই-বোনের প্রতি হিংসা ও ক্ষোভ জন্ম নেয়। সে ভাবতে শুরু করে, ওর কারণেই আমি বকা খাচ্ছি বা অবহেলিত হচ্ছি। ফলে সে হীনমন্যতায় ভোগে এবং ভাই-বোনকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু মনে করতে থাকে।

ইনছাফ না করা : ভাই-বোনদের সম্পর্কের ফাটলের আরেকটি মূল কারণ হ'ল বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে ইনছাফের অভাব। অনেক সময় অভিভাবকরা অজান্তেই খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাতখরচ কিংবা আদরের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে তারতম্য করে ফেলেন। এর ফলে বঞ্চিত সন্তানের মনে ধারণা জন্মে যে, বাবা-মা তাকে ভালোবাসেন না বা সে পরিবারের কাছে গুরুত্বহীন। এই বঞ্চনাবোধ থেকেই ভাই-বোনের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হয়।

একপক্ষীয় বিচার : ভাই-বোনের ঝগড়ায় অধিকাংশ অভিভাবক ঘটনার গভীরে না গিয়ে বয়সের দোহাই দিয়ে বড় সন্তানকেই একতরফা দোষারোপ করেন। 'তুমি বড়, তুমি কেন ছোটের সাথে ঝগড়ায় জড়ালে'? কিংবা 'তুমি কেন ছাড় দিলে না'? এমন ভর্ৎসনার বিপরীতে ছোট সন্তান অন্যায্য করলেও অনেক সময় তাকে অবুঝ ভেবে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়। পিতা-মাতার এরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক বিচার বড় সন্তানের মনে তীব্র বঞ্চনাবোধ সৃষ্টি করে, যা পরিণামে ভাই-বোনের মাঝে স্থায়ী ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম দেয়।

হিংসা নিরসনে সুন্নাহসম্মত প্রতিকার

ভাই-বোনদের মধ্যকার এই হিংসা ও রেষারেষি দূর করে একটি জান্নাতী পরিবেশ তৈরি করতে পিতা-মাতার দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে অভিভাবকদের করণীয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।

অভিভাবকদের জন্য সতর্কতা : সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে সমতা রক্ষা করা পিতা-মাতার উপর ফরয। পোশাক, খাবার বা খেলনা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা যরুরী। অন্যথা অবচেতনভাবেই শিশুর মনে বঞ্চনা ও হিংসার জন্ম নেয়। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) মিশরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বর্ণনা করেন যে, একদা তার পিতা তাকে একটি বিশেষ উপহার দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিষয়টি জানতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তোমার অন্যান্য সন্তানকেও এর অনুরূপ উপহার দিয়েছ'? তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজ সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো'। অতঃপর তিনি (তার পিতা) ফিরে গেলেন এবং তার দেওয়া উপহারটি ফিরিয়ে নিলেন।^১

একইভাবে শারীরিক আদর-স্নেহের ক্ষেত্রেও সমতা বিধানের নির্দেশ এসেছে। একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে একজন ছাহাবী বসে ছিলেন। তার পুত্র সন্তানটি আগমন করলে সে চুমু দিয়ে নিজের কোলে বসাল। একটু পরে তার কন্যা সন্তান আসলে তাকে পাশে বসিয়ে দিল। এটি দেখে রাসূল (ছাঃ)

১. বুখারী হা/২৫৮৭; মুসলিম হা/১৬২৩।

বললেন, তুমি উভয়ের মাঝে ইনছাফ করলে না কেন?'

পারস্পরিক ভাগাভাগি বা সহমর্মিতা শেখানো : সবকিছু একা ভোগ করার আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা থেকে মূলত স্বার্থপরতা ও হিংসার জন্ম হয়। তাই শৈশব থেকেই নিজেদের খাবার বা খেলনা একে অপরের সাথে হাসিমুখে ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كَلُوا

‘তোমরা এক সাথে খাও এবং পৃথক পৃথক খেয়ো না। কারণ জামা’আতের সাথে (খাবারে) বরকত আছে’।^১ তিনি আরো বলেন, طَعَامُ الْوَالِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ‘একজনের খাবার ২ জনের জন্য, ২ জনের খাবার ৪ জনের জন্য এবং ৪ জনের খাবার ৮ জনের জন্য যথেষ্ট’।^২ এই নববী নীতির আলোকে পরিবারের ছোট-বড় সবাইকে একত্রে মিলেমিশে খাওয়ার এবং যেকোন বস্তুর সুস্থম ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এতে তাদের মাঝে স্বার্থপরতার বদলে ত্যাগ ও ভালোবাসার গুণ বিকশিত হবে।

ছোট-বড়র পারস্পরিক হক ও আদব শিক্ষা দেওয়া : পারিবারিক পরিবেশে শৈশব থেকেই পারস্পরিক সম্মান ও স্নেহের চর্চা থাকা অতীব যরুরী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, لَيْسَ مِمَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَيُؤْفَرْ كَبِيرًا ‘যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়’।^৩ পরিবারে এই হাদীছের বাস্তব আমল চালু করতে হবে। যেমন বড় ভাই বা বোন ঘরে প্রবেশ করলে ছোটদের উচিত আগে সালাম দেওয়া এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। অপরদিকে বড়দের দায়িত্ব হ’ল- ছোটদের ভুল-ত্রুটিগুলোকে স্নেহের সাথে শুধরে দেওয়া এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ করা। এতে ভাই-বোনদের মাঝে অহংবোধ ও হিংসার পরিবর্তে গভীর শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়।

টিমওয়ার্ক বা মিলেমিশে কাজের অভ্যাস গড়ে তোলা : ভাই-বোনদের একে অপরের প্রতিপক্ষ না বানিয়ে একই দলের সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। অনেক সময় অহেতুক প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিলে তাদের মাঝে রেষারেশি বাড়ে। এর পরিবর্তে তাদের দলগত কাজে অভ্যস্ত করা যরুরী। যেমন সন্তানদের বলা যেতে পারে, তোমরা তিনজন মিলে আজ তোমাদের পড়ার ঘরটি গুছিয়ে ফেলো কিংবা তোমরা ভাই-বোনরা সবাই মিলে আজ মাকে খাবার পরিবেশনে সাহায্য করো। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُمُ بَعْضًا ‘এক মুমিন অপর মুমিনের জন্যে প্রাসাদ সদৃশ। যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী

করে থাকে’।^৪ সুতরাং যখন ভাই-বোনরা একসঙ্গে কোন ভালো কাজ বা পারিবারিক দায়িত্ব সম্পন্ন করে এবং পিতা-মাতার নিকট যৌথভাবে প্রশংসিত হয়, তখন তাদের মাঝে ইমারতের মতোই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও শক্তিশালী আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়।

ডিজিটাল আসক্তি নিয়ন্ত্রণ : অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইম শিশুদের চরম আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে এবং মেজাজ খিটখিটে করে দেয়। ফলে তাদের পারস্পরিক সহমর্মিতা হ্রাস পায়। তাই অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য হ’ল সন্তানদের এই তর্চুয়াল জগত থেকে বের করে এনে একসঙ্গে ইসলামী বই পড়া, নবীদের গল্প শোনা বা দলবদ্ধ খেলাধুলায় অভ্যস্ত করা। এতে তাদের মাঝে একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ তৈরি হবে এবং আত্মবোধ সুদৃঢ় হবে।

হিংসার বদলে উত্তম আচরণের শিক্ষা দেওয়া : পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হ’ল একজনের রাগের জবাবে অপরজনকে প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে বরং ক্ষমা ও উত্তম আচরণের শিক্ষা দেওয়া। কারণ হিংসার আগুনে ঘি ঢাললে তা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্ষমা ও ভালোবাসার পরশ নিমিষেই তা নিভিয়ে দেয়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ‘ভালো ও মন্দ সমান নয়। তুমি ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিরোধ কর। তাহ’লে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে’ (হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪)।

নবী-রাসূলগণের জীবনী থেকে শিক্ষাদান : পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর আপন আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিকট চরম হিংসা ও বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যেও ছিল এই হিংসা। আপন ভাই কাবীলের তীব্র হিংসা ও আক্রোশের বিপরীতে হাবীল নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রেখেছিলেন এবং পাঁচটা আঘাত করা থেকে বিরত ছিলেন। একইভাবে নবী ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হিংসার বশবর্তী হয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে কূপে নিক্ষেপ করেছিল। অথচ দীর্ঘকাল পর মিসরের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পূর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিশোধ নেননি; বরং ভাইদের নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিয়ে বলেছিলেন, لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু’। (ইউসুফ ১২/৯২)। তাই পিতা-মাতা হিসাবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হ’ল সন্তানদের অন্তরে নবী-রাসূলগণের এই সুমহান আদর্শ ও ক্ষমার মহিমা গেঁথে দেওয়া। যাতে তারা ভাই-বোনদের মধ্যকার সাময়িক হিংসা বা মনোমালিন্যের বিপরীতে প্রতিশোধের বদলে ক্ষমা ও সংযমের পথ আঁকড়ে ধরে।

২. বায়হাক্বী শু’আরুল ইমান হা/৮৭০; হুহীহাহ হা/২৮৮৩, ২৯৯৪, ৩০৯৮।

৩. ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৭; হুহীহুল জামে’ হা/৪৫০০।

৪. মুসলিম হা/৫৪৮৯; তিরমিযী হা/১৮২০; ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৪।

৫. আবুদাউদ হা/৪৯৩৯, তিরমিযী হা/১৯২০, হুহীহাহ হা/২১৯৬।

৬. বুখারী হা/৪৮১, ৬০২৬; মুসলিম হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৪৯৫৫।

সন্তানদের জন্য দো'আ করা : সন্তানদের মধ্যকার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতে পিতা-মাতার যাবতীয় পার্থিব চেষ্টার পাশাপাশি মহান আল্লাহর দরবারে সার্বক্ষণিক দো'আ করা অপরিহার্য। নবী-রাসূলগণ সর্বদা তাঁদের অনাগত ও বর্তমান সন্তানদের হেদায়াত এবং কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন। ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন' (ছাফাত ৩৭/১০০)।

এছাড়া নিজের ও সন্তানদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি নিজে পাঠ করার পাশাপাশি সন্তানদেরও পাঠ করার নির্দেশ দিতে হবে। رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 'রাব্বানাগুফির লানা ওয়া লিইখুওয়া-নিনাগুফিরা সাবাকুনা বিল ঈমান-নি ওয়ালা তাজ'আল ফী কুলুবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম'।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইয়েরা যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা কর, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু পরম করুণাময়' (হাশর ৫৯/১০)। তাছাড়া অন্যের হিংসা থেকে রক্ষা পেতে সূরা ফালাক্ বেশী বেশী পাঠ করতে হবে। কেননা এই সূরায় মহান আল্লাহ তা'আলা হিংসুকের হিংসা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

হেদায়াতের তা'লীম ও আত্মশুদ্ধি : শয়তানের কুমন্ত্রণা ও নফসের ধোঁকা থেকে বাঁচতে শিশুদেরকে শৈশব থেকেই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর শয়তান যখনই তোমাকে কুমন্ত্রণা দেয়, তখনই তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন' (হামীম সাজদাহ ৪১/৩৬)।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, একে অপরকে পরিত্যাগ করো না, একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।^৯

৯. মুসলিম হা/২৫৫৯; মিশকাত হা/৫০২৮।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ দু'দিন বান্দার আমলনামা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। অতঃপর আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি এমন সবাইকে মাফ করা হয়। কেবল ঐ দু'জন ব্যতীত যাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়, এদের ছাড়, যতক্ষণ না এরা আপোষে মীমাংসা করে নেয়'।^{১০}

যামরাহ বিন ছা'লাবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মানুষ অতক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ তারা পরস্পরে হিংসা না করবে'।^{১১}

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাঁর ভাইয়ের জন্য ঐ বস্ত্র ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে'।^{১২}

আবুল লাইছ সামারকান্দী (মৃঃ ৩৭৩ হিঃ) বলেন, হিংসাত্মক ব্যক্তির আগেই হিংসুকের নিকট পাঁচটি শক্তি পৌঁছে যায়। (ক) দুশ্চিন্তা, যা বিচ্ছিন্ন হয় না। (খ) কষ্ট, যার কোন পুরস্কার পাওয়া যায় না। (গ) তিরস্কার, যাকে প্রশংসা করা হয় না। (ঘ) আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করা এবং (ঙ) তার জন্য (কল্যাণকর্মের) তাওফীকের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া।^{১৩}

উপসংহার : পিতা-মাতা হ'লেন মূলত একজন সুদক্ষ মালীর মতো। মালী যেমন পরম যত্নে চারাগাছের চারপাশের ক্ষতিকর আগাছা পরিষ্কার করেন, পিতা-মাতাকেও তেমনি সন্তানদের মন থেকে হিংসার আগাছা দূর করে ভালোবাসার বীজ প্রথিত করতে হবে। এই সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে পারলেই সন্তানেরা হবে আখেরাতে আমাদের নাজাতের অসীলা ও ছাদাক্বায়ে জারিয়া। মহান আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষু শীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহতীর্থদের নেতা বানাও' (ফুরক্বান ২৫/৭৪)।- আমীন।

৮. মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯-৩০।

৯. ভাবারাগী হা/৮১৫৭; ছহীহাহ হা/৩৩৮৬।

১০. বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১।

১১. শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাভুরাফ ২২১ পৃ.। গৃহীত: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হিংসা ও অহংকার, পৃ.১১।

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাঞ্জির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার বইসমূহ ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া মধু, কালোজিরা তেল, আভর, সুর্মা, টুপি, জায়নামায ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ডি.পি. কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬



কবিতা

রামায়ানের সওগাত

-মিহবাহুল হক

গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

জাগো রে মুমিন, এল রামায়ান, রহমতেরই মাস,
মুছে ফেল তব অন্তর মাঝে যতেক পাপের বাস।
রাখো ছিয়াম বাঁধে কোমর ইবাদতের তরে,
রহমবারি ঝরবে আজি সব ছায়েমের ঘরে।
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুর্বল কর নফসের শয়তানে,
নিজেকে আজকে দাও সঁপে আল্লাহর বিধানে।
চোখ কান জিহ্বার ছিয়ামে কর আত্মশুদ্ধি,
তবেই পাবে আঁধার পথে চলার দিশা-বুদ্ধি।
রাতে তারাবীহ আদায় কর সাহারীতে ওঠো জাগি,
দু'হাত তুলে কাঁদো হে মুমিন! মাগফেরাতের লাগি।
যাকাত-ফিত্রা ছাদাকা বিলাও গরীবের মুছো আঁখি,
ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ আজ কিছই রবে না বাকী।
ইফতার দাও ছায়েমের মুখে পেতে অশেষ পুণ্য,
আল্লাহর দয়ায় ভরে যাবে আজ যে হৃদয় ছিল শূন্য।
শবে কুদরের মহিমা খুঁজিয়া কাটাও রজনী জেগে,
হাযার মাসের ছুওয়াব এরাতে ঝরে তীব্র বেগে।
জাহান্নামের আগুন হ'তে চাও নিত্য নাজাত,
আল্লাহর প্রেমে বিলীন হয়ে লাভ কর জান্নাত!

যুলুমকে রুখে দাঁড়াই

-আবু রায়হান

বাগতিপাড়া, নাটোর।

দুনিয়ার মায়লুম এক হও আজকে,
ঘুচে দাও এই ঘুম-ঘোর,
যুলুমের ঘন কালো আঁধার চিরিয়া আনো
সোনালী নতুন সেই ভোর।
বল, আর কতকাল সয়ে যাবে নীরবে
যালেমের এই অবিচার?
দু'হাত উচিয়ে বজ্রকণ্ঠ বল,
যুলুম মানি না মোরা আর!
মানুষের বুকে পদাঘাত করে যারা গড়েছে
যুলুমবাজের সিংহাসন।
ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁখাও সবে
বন্ধ করে দাও তাদের আঙ্গুলন।
ওরা সব শয়তান পাষণ-যালেম ওরা,
হবে না ওদের কোন ক্ষমা,
আকাশ-বাতাস আজ ভারী কত কান্নায়
বহু ক্ষোভ হয়েছে জমা।
আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ আমরা সব
আদম সন্তান মোরা ভাই-ভাই,
দুর্বল দেখে তাই যুলুম করার এই

অধিকার কারোই ভুবনে নাই।

রুখে দাঁড়াও হে যুবক! মাথা তোল আজ,

কান পেতে শোন নব-আহ্বান

যুলুমের দুনিয়ায় উদিবে নতুন সূর্য

গেয়ে যাও সাম্যের জয়গান!

মুক্তির পথ খিলাফত

-আহমাদ বিন হাবীব, রংপুর।

দিকে দিকে আজ হাহাকার ওঠে কাঁদে মানব-জাতি,
খিলাফত বিনা ঘোচাবে কে এই যুলুমের কালো রাতি?
মানবরচিত বিধান আজ ভেঙে পড়িয়াছে ভিত,
নশ্বর এই দুনিয়াতে শুধু বাজে ক্রন্দন-গীত।
ভুলিয়াছিস কি ফারুকে-আযম ওমরের ইনছাফ?
যার তলোয়ারে ঘুচেছিল ভবে যতেক যুলুম-পাপ।
বাদশাহ-ফকীর এক কাতারেতে দাঁড়িয়েছে পথমাঝে,
খিলাফতেরই ন্যায়ের পরশ ছিল রে সকল কাজে।
মানুষের প্রতি মানুষের এই দাসত্ব হোক শেষ,
কুরআন-সুন্নাহ আনুক আবার সাম্যের পরিবেশ।
মুক্তি যদি চাস ভুবনেতে শোন রে মুমিন ভাই,
খিলাফত পদ্ধতি ছাড়া কোন পথ বাকী নাই।
পুঁজিবাদ আর লোভের সমাজ ভেঙে করো খানখান,
আল্লাহর বিধানে জাগবে আবার স্বাধীন সব ইনসান।
আর কতকাল সহিবি রে তুই শয়তানী এই ছল?
তাওহীদেরই বাণ্ডা উড়ায়ে খিলাফতে চল চল।
জাগো নওজোয়ান, বল তাকবীর, হাঁকো রে দীপ্ত রবে,
খিলাফতেরই পূব-তোরণ যে খুলিতেই আজ হবে।
বিশ্ব-মানব পাবে রে নাজাত, পাবে আল্লাহর বিধান
খিলাফত-আলোয় উদ্ভাসিত হবে এই আসমান।

ডা. সাম্মী লিউনার্ড কেয়া

নরমাল ডেলিভারী ও বন্ধ্যাত্ব রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত



এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)

বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)

CMU (Special Training on TVS)

স্ত্রী রোগ, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

মোবাইল : ০১৭৬৭-৪২৪৬৪৬

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- ◆ Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)
- ◆ গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ◆ বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ◆ ডিফারেন্স সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- ◆ লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেষ্টার

ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিকস)

বাড়ী নং ৬২১, শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।

রোগী দেখার সময় : দুপুর ৩ টা - রাত্রি ৯ টা

সিরিয়ালের জন্য : ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

স্বদেশ

জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ সম্পন্ন : বিএনপির নিরঙ্কুশ
বিজয়, নেতৃত্বে তারেক রহমান

দীর্ঘ রাজনৈতিক চড়াই-উতরাই ও দেড় বছরের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনের পর গত ১২ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৯টিতে জয়লাভ করে এককভাবে সরকার গঠন করেছে। এই বিপুল বিজয়ের ম্যাডেট নিয়ে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ ভবনের সাউথ প্লাজায় আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান ওরফে তারেক জিয়া। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ হাসিনা ও খালেদার নারী শাসনের পর বাংলাদেশ একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রী পেল। এ নির্বাচনে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' ৬৮টি আসনে জয়ী হয়ে সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে গণ্য হয়েছে। অন্যদিকে ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জন্ম নেওয়া তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' বা এনসিপি প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে ৬টি আসনে জয়লাভ করেছে। বিরোধীদলীয় নেতা হয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান। উপনেতা হয়েছেন দলটির নায়েবে আমীর সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এবং চিফ হুইপ হয়েছেন 'জাতীয় নাগরিক পার্টির' বা এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

নির্বাচনের দিন সাধারণ ভোটের পাশাপাশি 'জুলাই সনদ' বা সংবিধান সংস্কার বিষয়ক যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতেও দেশের প্রায় ৬৮% মানুষ ইতিবাচক রায় দিয়েছেন। ফলে নতুন সরকার প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা এবং দুই মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রী না হওয়ার বিধান কার্যকরের ম্যাডেটও পেয়েছে।

[আপাতত ঘোষিত ২৫ জন মন্ত্রী, ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী ও ১০ জন উপদেষ্টা নিয়ে ৫৯ জনের বিশাল বহর এবং সরকারী ও বিরোধী দলের মোট ৩৫০ জন এমপি-র প্রটোকল দেওয়া বিশাল আইন শৃংখলা বাহিনী, সেই সাথে তাদের জন্য দেশ-বিদেশে সর্বত্র ভিআইপি মর্যাদায় চলাচলের ব্যবস্থা ও রাজকীয় ব্যবস্থাপনার বিশাল বোঝা এই দরিদ্র দেশটির উপরে গণতন্ত্রের নামে নতুন ভাবে চাপানো হ'ল। এছাড়াও নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারী ব্যয় হয়েছে ৩ হাজার ১৫০ কোটি টাকা। ইতিপূর্বকার তিক্ত অভিজ্ঞতা সমূহের আলোকে বলা যায় যে, এর মাধ্যমে দেশের কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই বেশী হবে। বিগত ২০০৭ ও ২০০৮ সালে মাত্র ১৬ জন উপদেষ্টা নিয়ে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে সুন্মের সাথে দেশ চালিয়েছেন, কোন গণতান্ত্রিক সরকার এযাবৎ তার ধরে-কাছেও যেতে পারেনি। তবুও আমরা আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে সান্তনা পেতে চাইব, যেখানে তিনি বলেছেন, 'এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহতীকদের জন্যই' (আ'রাফ ৭/১২৮) (স.স.)।]

আমাদের আমলাতন্ত্র জগদদল পাথরের মতো :

সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা

দেশের আমলাতন্ত্রকে জনগণের বুকে চেপে বসা 'জগদদল পাথর' এবং উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসাবে অভিহিত করে এর অকার্যকারিতা, দীর্ঘসূত্রিতা ও মানবিক দায়িত্বহীনতার তীব্র সমালোচনা করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ফাওজুল কবীর খান। গত ২৭শে জানুয়ারী রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিআরটিসি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকারী দফতরগুলোতে কেবল চিঠি চালাচালি, সভা ও আনুষ্ঠানিকতা চলে।

জনজীবনের সমস্যা সমাধানে কোন বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া হয় না। বরং কর্মকর্তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করতেই ব্যস্ত থাকেন। অনুষ্ঠানে আমলাতন্ত্রের উপর জনগণের ক্ষোভের চিত্র তুলে ধরে ফাওজুল কবীর খান বলেন, 'আমাকে একজন বলেছিল যে মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে যে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে-এই বিমানটি মাইলস্টোনে না পড়ে সচিবালয়ের ওপরে পড়া উচিত ছিল'। সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি সতর্ক করেন যে, আমলারা পরিবর্তন না চাইলে সরকার বদলালেও সমস্যার সমাধান হবে না।

সরকারী কর্মচারীদের পাঁচ বছরের বেশী দায়িত্বে
থাকা ঠিক নয় : ড. ইউনুস

গত ২৯শে জানুয়ারী 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ ইউনুস রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থবিরতা কাটাতে এবং বিশ্বমঞ্চে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে তরণ প্রজন্ম ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থবিরতা কাটাতে সরকারী চাকুরীতে কারো পাঁচ বছরের বেশী থাকা উচিত নয়। কেউ সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করলে সে আর নিজে কে বদলায় না। সরকারের ধর্ম হ'ল পুরোনোকে আঁকড়ে রাখা। আর প্রযুক্তির কাজ হ'ল সেই পুরোনো কাঠামো ফেলে দেওয়া। এই দৃষ্টিতেই জয়ী হ'তে হবে। নইলে আমরা জেতার সুযোগ হারা। আমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু আমরা ফলোয়ার হয়ে বসে আছি। সেই সাথে ব্রিটিশ আমলের পুরোনো প্রথা ভেঙে প্রতি দশ বছর অন্তর প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন করে টেলে সাজানো প্রয়োজন।

তিনি তার বক্তব্যের একপর্যায়ে গভীর আক্ষেপ করে বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে জালিয়াতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ভিসা, পাসপোর্ট, শিক্ষাগত সনদ থেকে শুরু করে নানা নথিপত্রে জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ায় বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশীরা গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছেন।

[গত ১৮ মাস সুন্দরভাবে ও নির্লোভচিত্তে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ ইউনুস ও তাঁর ২৩ জন উপদেষ্টা দেশ চালিয়ে বিদায় নেওয়ার সময় তাদেরকে সহানুভূতি জানাবার মত কাউকে দেখা যায়নি। এমনকি ৮৬ বছরের এই বৃদ্ধ মানুষটির লাগেজ হাতে নেওয়ার মত কাউকে পাওয়া যায়নি। কি স্বার্থপর দুনিয়া! দু'দিন আগেও যারা তাঁকে স্যালুট দিয়েছে, সেসব কর্মচারীরাও তাঁকে নির্দয়ভাবে ছেড়ে গেল। নিজের লাগেজটি অতি কষ্টে হাতে নেওয়ার দৃশ্য ইন্টারনেটে ভাসছে। আল্লাহ এ জাতির উপর রহম করুন। (স.স.)]

পদ্মা সেতুর কারণে চালের দাম কেজিতে ২০ টাকা
বেড়েছে : শেখ বশিরউদ্দীন

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন যে, পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল ও পায়রা বন্দরের মতো প্রকল্পগুলোতে অপরিণামদর্শী ব্যয়ের ফলেই দেশে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক দায় ও সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে টাকার মান ৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং সরকারী ঋণের বোঝা ২ লাখ কোটি থেকে বেড়ে ২৩ লাখ কোটিতে পৌঁছানোয় সরকারকে আইএমএফ-এর দ্বারস্থ হ'তে হয়েছে। তিনি দাবী করেন, ঋণভিত্তিক এসব প্রকল্প কোন আয় তৈরি করতে না পারায় এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে নিত্যপণ্যের বাজারে। গত ১৯শে জানুয়ারী নেত্রকোণায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পদ্মা সেতুর কারণেই দেশে চালের দাম কেজিতে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। প্রকল্পের ব্যর্থতার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, পদ্মা রেলসেতু থেকে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আয় হয়েছে মাত্র ২৬ কোটি টাকা এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধিও

কাংখিত হারে বাড়েনি। উপদেষ্টার মতে, এই বিপুল অর্থ অবকাঠামোতে আটকে না রেখে সার ও সেচ খাতে ব্যয় করা হ'লে ঋণের বোঝা কমত এবং দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেত।

বিদ্যুৎ খাতে আদানির সাথে চুক্তি : ২৫ বছরে ১২ লাখ কোটি টাকা লুটপাটের বন্দোবস্ত

সাবেক বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন অন্তর্ভুক্তি সরকার গঠিত চুক্তি পর্যালোচনা জাতীয় কমিটি ভারতের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে সম্পাদিত ২৫ বছর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিকে দেশের বিদ্যুৎ খাতের 'দুনীতির সবচেয়ে বড় প্রতীক' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যেখানে ২০১০ সালের বিশেষ বিধান আইনের অপব্যবহার করে রাষ্ট্রস্বার্থবিরোধী শর্ত আরোপের প্রমাণ মিলেছে। তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, মহেশখালীর পরিবর্তে ভারতের গোড্ডায় কেন্দ্র স্থাপন এবং ভারতীয় গ্রিডের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ দামে বিদ্যুৎ কেনার ফলে এই চুক্তির মাধ্যমে আগামী ২৫ বছরে প্রায় ১,০০০ কোটি ডলার বা ১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে পাচারের আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতের অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্য ও শিল্পগোষ্ঠী আদানি গ্রুপসহ বিদ্যুৎ খাতের অসাধু চক্র ও অসম চুক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রকে বাঁচাতে দ্রুত আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ, চুক্তি সংশোধন এবং প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দুনীতি প্রমাণ করে চুক্তি বাতিলের কঠোর সুফারিশ করেছে কমিটি।

[রক্ষক হয়ে যারা ভক্ষকের ভূমিকায় কাজ করেন, তারা পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবেন। কেবল আখেরাতেই নয়, দুনিয়াতেও তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়। তৎকালীন সময়ের রাষ্ট্র নেতারা এখন পলাতক জীবন যাপন করছেন। দেশবাসীর ঘৃণা কুড়াচ্ছেন। এর মধ্যে বর্তমান রাষ্ট্রনেতাদের জন্য সাবধান বাণী রয়েছে। (স.স.)]

দেশে প্রতিদিন সাড়ে চার শতাধিক মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে চার শতাধিক মানুষ নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মৃত্যুবরণ করছেন তিন শতাধিক। দেশে প্রতি লাখে ১০৬ জন মানুষ এই মরণব্যাদিতে আক্রান্ত এবং মোট মৃত্যুর ১২ শতাংশের জন্য ক্যান্সার দায়ী। যা ২০৫০ সাল নাগাদ দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে দেশে ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই নাজুক। ১৭ কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ১৭০টি ক্যান্সার সেন্টারের বিপরীতে দেশে আছে মাত্র ২২টি। যার অধিকাংশই ঢাকায় এবং সেখানেও নষ্ট যন্ত্রপাতি, জনবল ও শয্যাসংকটে রোগীরা সূচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, খাদ্যে ভেজাল ও পরিবেশ দূষণের কারণে বিশেষ করে ফুসফুস ও পাকস্থলীর ক্যান্সারে মৃত্যুহার বাড়ছে। এমতাবস্থায় দরিদ্র রোগীদের ভোগান্তি কমাতে ও জীবন বাঁচাতে দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিদেশ

১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধের পথে যুক্তরাজ্য

শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্য সরকার ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার পথে হাঁটছে। প্রযুক্তিমন্ত্রী লিজ কেভাল পার্লামেন্টে জানিয়েছেন, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আগামী

তিন মাস ধরে অভিভাবক ও তরুণদের জনমত যাচাই করা হবে। সরকারের পরিকল্পনার মধ্যে আরও রয়েছে- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণ 'ফোন-মুক্ত' করা, স্কুলগুলোতে এই নিয়ম মানা হচ্ছে কি-না তা দেখার জন্য 'অফস্টেড'-কে তদারকির ক্ষমতা দেওয়া এবং প্রযুক্তি কোম্পানীগুলোকে শিশুদের আসক্তি সৃষ্টিকারী অ্যালগরিদম সরাসরি বাধ্য করা। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় এমন আইন কার্যকরের পর মেটা সেখানে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে।

মুসলিম জয়হান

ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট কার্টারের ইসলাম গ্রহণ

কটর ডানপন্থী আদর্শ ও ইসলামভীতিতে আচ্ছন্ন ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট কার্টার সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিশোর বয়সে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ও ভ্রান্ত মতাদর্শের গোলক ধাঁধায় বন্দি কার্টারের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তার মতে, কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলো পড়ার অভিজ্ঞতা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। কার্টার দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিবেদনে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামের সঙ্গে তার পরিচয় মূলত কুরআন পড়া এবং মুসলিম সমাজের জীবনধারার সঙ্গে সরাসরি সংযোগের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

কার্টার ইসলাম গ্রহণকে তাঁর জীবনের জন্য এক 'জীবনরক্ষাকারী অভিজ্ঞতা' হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, 'কালেমা শাহাদাত পাঠের দিনটি ছিল আমার জন্য নতুন এক জন্ম এবং জীবনের প্রকৃত সূচনা'। তিনি বলেন, প্রোপাগান্ডা ও ঘৃণার আবরণে ঢাকা ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য আবিষ্কার করে তিনি উপলব্ধি করেন যে, সংবাদ মাধ্যম সমূহের বিষাক্ত ইসলামোফোবিক বয়ান মানুষকে চিরন্তন সত্য থেকে কতটা দূরে সরিয়ে রাখে।

[আমরা কার্টারের ইসলাম গ্রহণকে ধন্যবাদ জানাই। এর উপরে যেন তিনি আমৃত্যু দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই। সাথে সাথে মুসলমান হয়েও যারা কুরআন থেকে আলো পাননি, এই ঘটনা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাই। (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে প্যারাসিটামল তৈরী

জ্বর ও ব্যথানাশক হিসাবে জনপ্রিয় প্যারাসিটামল এখন প্লাস্টিক বর্জ্য থেকেও তৈরি করা সম্ভব। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্টিফেন ওয়ালেসের নেতৃত্বে পরিচালিত এক গবেষণায় 'ই. কোলাই' ব্যাকটেরিয়াকে জিনগতভাবে পরিবর্তন করে এমন একটি অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্লাস্টিক অণু হضم করিয়ে প্যারাসিটামল উৎপাদন করা যায়। জৈবপ্রযুক্তির ইতিহাসে 'ই. কোলাই'-এর গুরুত্ব অপরিমিত। ১৮৮৫ সালে থিওডোর এসচেরিচ কর্তৃক আবিষ্কারের পর থেকে এটি ১৯৪০-এর দশকে জেনেটিক গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করে এবং ১৯৭৮ সালে প্রাণিজ উৎসের বদলে প্রথম কৃত্রিম মানব ইনসুলিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছিল। এর আগেও প্রফেসর ওয়ালেস এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে প্লাস্টিক থেকে ভ্যানিলা এবং নর্দমার বর্জ্য থেকে সুগন্ধি তৈরির মতো অবিশ্বাস্য কাজ করেছেন। নতুন এই পদ্ধতি প্লাস্টিক দূষণ এবং ওষুধ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩১শে জানুয়ারী শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া: অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের কাউতলীস্থ ফুডহাট রেস্টুরেন্টে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এমরান হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা ছফিউল্লাহ, অধ্যাপক জালালুদ্দীন, মুহাম্মাদ তরীকুখ্যামান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ খবীরুদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শেখ সা'দী প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

১৬ই জানুয়ারী শুক্রবার উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার উত্তর পতেঙ্গা থানাধীন স্টীল মিল বাজারস্থ আল-মারকাতুল ইসলামী আস-সালাফী মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল নূর। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাকবীর ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন।

মাদ্রাসা ও মসজিদ উদ্বোধন

১৭ই জানুয়ারী শনিবার খাগড়াছড়ি : অদ্য বিকাল আড়াইটায় যেলা শহরের চেঙ্গী স্কয়ারস্থ ফোর পয়েন্টস ক্যাফে এণ্ড রেস্টুরেন্টে রাসুলপুর আল-মারকাতুল ইসলামী আস-সালাফী মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলার মাটিরঙ্গা উপযোগে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মিল্লাত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

পিপুলবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন পিপুলবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাজীদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান, কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী মুর্তাযা ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি হায়দার আলী প্রমুখ।

হাটৈড়, মোহনপুর, রাজশাহী ৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর থানাধীন হাটৈড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযোগের উদ্যোগে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযোগে 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

কেন্দ্রীয় দাঁঙ্গর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঁঙ্গ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ গত ১৪ই জানুয়ারী বুধবার হ'তে ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্যন্ত টাঙ্গাইল যেলার ঘাটাইল থানাধীন আনন্দপাড়া; ধনবাড়ী থানাধীন পাঁচপোটল; কালিহাতী থানাধীন বল্লা উত্তরপাড়া ও ছাতিহাটি; সদর থানাধীন ভবানীপুর পাতুলীপাড়া; বাসাইল থানাধীন কাঞ্চনপুর পূর্বপাড়া, বর্ণী কিশোরী ও হাবলা; সখীপুর থানাধীন নলুয়া মোল্লাপাড়া, হতেয়া মাওলানা পাড়া, হতেয়া ভাতকুড়াচালা; দেলদুয়ার থানাধীন নাটিয়াপাড়া শেহড়াইতল, মীরকুমুল্লী, কান্দাপাড়া মটরা মধ্যপাড়া ও পশ্চিমপাড়া; ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার আশুলিয়া থানাধীন চাইতলভিটি বাগানবাড়ী, সোহাগীর টেক, বাইদগাঁও, দক্ষিণ পাকুল্লিয়া, নাল্লাপোল্লা; ধামরাই থানাধীন টেংগুরিয়াপাড়া, হালুয়াবাড়ী, রূপনগর, নলাম কসাইপাড়া, তেঁতুলিয়া দক্ষিণপাড়া, কাকরান ছোট ইকুরিয়া, তেঁতুলিয়া উত্তরপাড়া, কাকরান, মহিষাশী পূর্বপাড়া ও বড়পাড়া, শরীফবাগ দক্ষিণপাড়া ও পশ্চিমপাড়া, আশুলিয়া, ডেমরান, চন্দ্রপাড়া; সাভার থানাধীন বাড্ডা, মল্লিকের টেক ঘোড়াদিয়া, সাভার বাজার ও গেগু; গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার কালিয়াকৈর থানাধীন বরাব, ফুলবাড়ীয়া, কমলপাড়া, গাছবাড়ী, চা বাগান, ঠেঙ্গারবান্দ; শ্রীপুর থানাধীন সোহাদিয়া বর্মী বাজার, ভুতুলিয়া ঢংপাড়া, জৈনাবাজার, চকপাড়া, পূর্ব চকপাড়া, ভেরামতলী, সদর থানাধীন পশ্চিম ডগরী, মির্ষাপুর, মণিপুর বাজার, পিরুজালী, পাতিলবান্দ, ময়তাপাড়া ও পিরুজালী সড়কঘাট এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবার ও শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া হোটেল স্টার-এর কনভেনশন হলে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ৯-টায় প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ

ছাকিব। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বোর্ডের সচিব শামসুল আলম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ও ‘শিক্ষা বোর্ড’-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দ্বিতীয় দিন সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন ও বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ী প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন।

দু’দিনের এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. ইউসুফ মাহবুব ইসলাম, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর সচিব জনাব শামসুল আলম, প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, জাপান ইন্টারন্যাশনাল ড্রিম স্কুল এন্ড কলেজ, গাযীপুরের এডুকেশন অ্যাডভাইজার ও ভাইস প্রিন্সিপাল মুহাম্মাদ শামসুযোহা, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, ইংলিশ মজা-এর সিইও ও এডমিন মুহাম্মাদ রফীক ও রাজশাহী শিমুল মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আফসার আলী প্রমুখ। উক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণে বোর্ডের অধিভুক্ত ১৮৩ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে ৩টি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান (১ম আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহী, ২য় ইমাম বুখারী (রহঃ) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, কুমিল্লা ও ৩য় বুড়িচং সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, কুমিল্লা) এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে ২৪টি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানকে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০২৫ সালে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ট্যালেন্টপুল বৃত্তিপ্রাপ্ত ১০জন শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে মোট ১০৩ জন প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন রাত ১০-টায় আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেটরদেরকে নিয়ে বৈঠক করা হয়। দ্বিতীয় দিনে সকাল ১০-টায় প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের সাথে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন বিষয়ে উন্মুক্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের তৃতীয় অধিবেশনে শিক্ষকগণ ডেমো ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ম স্থান অধিকার করেন বাংলাহিলি হিলফুল ফুযূল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল নূর (দিনাজপুর), ২য় স্থান অধিকার করেন বায়তুল ইলম বালিকা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলাম (দিনাজপুর) এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন দারুস সুন্নাহ মডেল মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান (দিনাজপুর)। তাদের সকলের হাতে ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষা বোর্ডের সাবেক সহকারী পরিদর্শক ফেরদাউস মোল্লা ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম।

মারকায সংবাদ

তাখাছুছ বিভাগের ৩য় ব্যাচ উদ্বোধন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৬শে জানুয়ারী, সোমবার : অদ্য বাদ আছর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে তৃতীয়বারের মতো ‘তাখাছুছ ফিল হাদীছ ওয়াল ফিক্হ’ বিভাগের উদ্বোধনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের শিক্ষক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং ‘হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সচিব শামসুল আলম, মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা, ‘যুবসংঘ’-কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও মারকাযের মুহাদ্দীছ তানবীলুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল মাহমুদ।

মৃত্যু সংবাদ

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ঝিনাইদহ যেলার সাবেক সভাপতি ইয়াকুব হোসাইন মাস্টার (৮৭) গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রোজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০-টায় বার্বক্য জনিত কারণে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইনা লিলা-হি ওয়া ইনা ইলাইহে রাজে উন। মৃত্যুকালে তিনি ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। ঐদিন বিকাল ৫-টায় বাড়ীর পার্শ্ববর্তী ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আব্দুল আযীয মাস্টার, সহ-সভাপতি নয়রুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হারুন্নূর রশীদ, মেহেরপুর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানসহ যেলা ‘আন্দোলন’, ‘যুবসংঘ’ ও ‘সোনামণি’র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের আড়ালে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের চক্রান্ত বন্ধ করুন!

—প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রস্তাবিত ‘শিক্ষা আইন-২০২৬’-এর খসড়ায় কৌশলে ইসলাম ও মানবপ্রকৃতি বিনাশী এলজিবিটি মতবাদ পুশ করার হীন চক্রান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, পতিত স্বৈরাচারের দোসররা আন্তর্জাতিক পুঁজিপতি চক্র ও পশ্চিমা প্রভুদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে এবং কথিত মানবাধিকারের ধূয়া তুলে এদেশের মুসলিম যুবসমাজকে নৈতিকভাবে ধ্বংস করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হ’ল ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতার মতো পশত্বের প্রসার ঘটিয়ে এইডসসহ মরণব্যধি সমূহের বিস্তার ঘটানো। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি এই বিতর্কিত খসড়া অবিলম্বে বাতিল করে বিজ্ঞ আলো-ওলামা ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শিক্ষা আইন সংশোধনের জোর দাবী জানান এবং দেশবাসীকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান! (দৈনিক ইনকিলাব, ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬)।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সর্গস্তি বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -সম্পাদক।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : মহিলারা জানাযার ছালাতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি? সেজন্য জানাযা স্থলে মেয়েদের জন্য পৃথক পর্দাসহ জানাযার ব্যবস্থাপনা রাখা যরুরী কি?

-আজমিরা খাতুন, মালদহ, ভারত।

উত্তর : সালাফদের থেকে নারীদের নিয়মিত জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণের বিষয়টি পাওয়া যায় না (নববী, আল-মাজমু' ৫/১৭২: ওছায়মীন, মাজমু' ফাতাওয়া ১৭/১১৪, ১৫৭)। তবে পর্দার শারঈ বিধান অনুসরণ করে নারীরাও জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'যখন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্বাহ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ অনুরোধ জানালেন যেন তার লাশের খাটিয়াটি মসজিদের ভিতর নেওয়া হয়, যাতে তারা তার জানাযার ছালাত আদায় করতে পারেন। ফলে এভাবেই করা হ'ল (মুসলিম হা/৯৭৩)। উল্লেখ্য যে, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্বাহ (রাঃ) ৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন মদীনায় শত শত মুসলিম মহিলা বসবাস করতেন। কিন্তু তারা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না। অতএব বিষয়টি তাদের জন্য যরুরী নয়। বড় কথা হ'ল, জানাযা ফরযে কেফয়াহ। কিছু মুসলমান আদায় করলেই উক্ত ফরয আদায় হয়ে যায় (ফিকুহুস সুন্নাহ ১/২৭১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), জানাযা অধ্যায়)।

প্রশ্ন (২/২০২) : মসজিদে বা কোন ইফতার অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ছায়েমদের জন্য ইফতারের আয়োজন করলে, সেই খাবার ধনী-গরীব সবাই খেতে পারবে কি?

-কাবীরুল ইসলাম ফরাযী, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামে যে ইফতার দেওয়া হয় তা সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য। যা খাওয়া ধনী-গরীব সবার জন্য জায়েয। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নফল ছাদাক্বা ধনীদের জন্য জায়েয। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই (নববী, আল-মাজমু' ৬/২৩৬)। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, 'ধনীদের জন্য ফরয ছাদাক্বা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তবে নফল বা সাধারণ ছাদাক্বা জায়েয (মুগনী ২/২৭৬)। যুরক্বানী ও ছাহেবুল 'আওন বলেন, নফল ছাদাক্বা হাদিয়ার স্থলাভিষিক্ত। অতএব এই দান ধনী-গরীব সবাই খেতে পারে (শারহু যুরক্বানী ২/১৮৪; 'আওনুল মা'রুদ ৫/৩১)।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : ইহরামের কাপড়ের নীচে ছোট প্যান্ট জাতীয় কিছু পরা যাবে কি?

-মিছবাহুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কোন কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ (রুখারী হা/১৫৩৬, ৫৮৪৭; মিশকাত হা/২৬৭৮)। তবে মহিলাগণ এসব ব্যবহার করতে পারবেন। কেননা তাদের জন্য ইহরামের পৃথক কোন কাপড় নেই।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : আমি সেনাবাহিনীতে কর্মরত আছি। বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী কোন সেনা সদস্য চাকুরীরত অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে না। এক্ষণে চাকুরীরত অবস্থায় কোন ব্যবসায়িক পণ্য যেমন-স্বর্ণ, জমি ইত্যাদি কিনে রেখে পেনশনে গিয়ে বিক্রি করা এবং তার লভ্যাংশ ভোগ করা হারাম হবে কি?

-মিছবাহুল হক, চট্টগ্রাম।

উত্তর : চাকুরীবিধি ও শর্তাবলী পূরণ করে এবং প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে হারাম হবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানরা তাদের (পরস্পরের) শর্তসমূহ মেনে চলতে বাধ্য, তবে এমন কোন শর্ত নয় যা কোন হালালকে হারাম করে বা কোন হারামকে হালাল করে (আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; মিশকাত হা/২৯২৩; হযীহুল জামে' হা/৬৭১৪)।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে কিয়ামতের দিন ছালাত-ছিয়ামসহ অন্যান্য ইবাদতের ঘাটতি পূরণ হবে কি?

-গোলাম রাব্বি, বরিশাল।

উত্তর : হ্যাঁ, হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে, তা হ'ল ছালাত'। আমাদের মহান রব ফেরেশতাদের বলবেন, অথচ তিনি সব বিষয়েই অবগত 'তোমরা আমার বান্দার ছালাতের দিকে লক্ষ্য কর, সে কি তা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছে নাকি তাতে কোন ঘাটতি রেখেছে? যদি তা পূর্ণাঙ্গ হয়, তবে তার আমলনামায় পরিপূর্ণ হিসাবেই লেখা হবে। আর যদি তাতে কোন ঘাটতি থাকে, তবে আল্লাহ বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? যদি তার নফল ইবাদত থাকে, তবে আল্লাহ বলবেন, 'আমার বান্দার ফরযের এই ঘাটতিগুলো তার নফল ইবাদত দিয়ে পূর্ণ করে দাও। অতঃপর অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও একইরূপ করা হবে' (আবুদাউদ হা/৮৬৪; মিশকাত হা/১৩৩০; হযীহত তারগীব হা/৫৪০)।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : একাকী ফরয ছালাতের সময় অথবা কোন মাসবুক ব্যক্তি ফরয ছালাতে চতুর্থ রাক'আতে ভুল করে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলালে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-আব্দুর রাকীব, শাহপরান গেইট, সিলেট।

উত্তর : সহো সিজদা দিতে হবে না। কারণ চার রাক'আত ছালাতেই সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলাতো যায়। তবে উত্তম হচ্ছে চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ দুই রাক'আতে সূরা না মিলাতো। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যোহরের ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহা ও আরও দু'টি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাক'আতটি দীর্ঘ করতেন আর দ্বিতীয়টি সংক্ষিপ্ত করতেন। মাঝে মাঝে কিছু আয়াত ছাহাবীদের শোনাতেন। তিনি

আছরের ছালাতেও সূরা ফাতেহা ও দু'টি সূরা পাঠ করতেন এবং প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন। আবার ফজরের ছালাতের প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন (বুখারী হা/৭৫৯; মিশকাত হা/৮২৯)। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নির্দেশ দিতেন বা উৎসাহ দিতেন যে, যোহর ও আছরের ছালাতে প্রথম দুই রাক'আতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা ও আরো একটি সূরা পড়া হোক; আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়া হোক (বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯৩২; ইরওয়া হা/৫০৩-এর আলোচনা)। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছরের ছালাতে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়তাম এবং শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তাম (ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩; ইরওয়া হা/৫০৬, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : কারো পাওনা টাকা ঐ ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে তা যদি ঐ ব্যক্তির অজান্তে দান করা হয়, তাহ'লে কি ঐ ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করা হবে?

-মেহেদী হাসান, চাঁদপুর।

উত্তর : পাওনা পরিশোধ হবে না। কারণ এটি তার দুনিয়াবী পাওনা। যে কোন মাধ্যমে তার নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পাওনাদার মৃত হ'লে তার ওয়ারিছদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে হবে। তাদেরও পাওয়া না গেলে তখন তার নামে দান করে দিতে হবে (বিন বায, ফাতাওয়া নূরন আলাদ-দারব ১৯/১৯০-৯১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৬৯-৭১)।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : আপন ভাতিজার মৃত্যুর পর চাচা তার স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে কি?

-আব্দুস সামাদ, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : আপন ভাতিজার স্ত্রী চাচার জন্য মাহরাম নয়। সুতরাং ভাতিজা মারা গেলে বা তালাক প্রদান করলে চাচার জন্য উক্ত মহিলাকে বিয়ে করায় বাধা নেই (বিন বায, ফাতাওয়া নূরন আলাদ-দারব ২০/২৮৮)।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : নিজ ঘরে স্ত্রীকে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় ভুল হ'লে স্ত্রী শব্দে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে পারবে কি? উল্লেখ্য যে, তার কণ্ঠ শোনার মতো আমি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই।

-আল মাসূদ খান, পাঠানটুলা, সিলেট।

উত্তর : হাতে শব্দ করে সরাসরি সুনাতের উপর আমল করাই যথেষ্ট (বুখারী হা/১২০৩; মিশকাত হা/৯৮৮)। তবে ইবনু হাজার ও ইরাকীসহ কতিপয় বিদ্বান বলেন, অন্য পুরুষ না থাকায় 'সুবহানাল্লাহ' বলে সতর্ক করলেও তাতে কোন দোষ নেই। তবে এটি সুনাত বিরোধী (ফাতহুল বারী ৩/৭৭; শিরবিনী, মুগনিল মুহতাজ ১/৪১৭)।

প্রশ্ন (১০/২১০) : আমরা বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজের উপর আমল করায় এবং দলবদ্ধ মুনাযাত না করায় আমাদেরকে নতুন মসজিদ তৈরী করে ছালাত আদায় করতে বলা হয়।

ফলে নতুন মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। এভাবে মসজিদ পৃথক করা কি ঠিক হয়েছে?

-শাকীল মিয়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে বাধা দিলে এবং কোন মতেই সমঝোতা করা সম্ভব না হ'লে বাধ্যগত অবস্থায় পৃথক মসজিদ করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং সেগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধযুক্ত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন (আবুদাউদ হা/৪৫৫; ছহীহত তারগীব হা/২৭৯)। তবে যত্রতত্র জামে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। কারণ জুম'আ ইসলামের অন্যতম নিদর্শন যা হেফাযত করা মুসলমানদের কর্তব্য (ইবনুল মুফলেহ, আল-ফুরূ' ৩/৫৬-৫৭)। এছাড়া বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজগত কারণে প্রয়োজন সাপেক্ষে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যদি প্রয়োজন থাকে এবং অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ'লে একটি মসজিদের পাশে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি প্রয়োজন না থাকে অথবা অন্যের ক্ষতির উদ্দেশ্য থাকে, তবে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না (আল-ইখতিয়ারাত পৃ. ৪৩৩)।

প্রশ্ন (১১/২১১) : প্রচলিত আছে ফাতেমা (রাঃ) ফাদাকের সম্পত্তি দাবী করেছিলেন। কিন্তু ফাদাকের খুব্বা নামে যা প্রচলিত রয়েছে, তা কি ছহীহ সনদে প্রমাণিত? তিনি কি এ বিষয়ে কোন খুব্বা দিয়েছিলেন?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এটা রাফেযী শী'আদের বানানো খুব্বা। এটি কোন হাদীছের কিতাবে বর্ণিত হয়নি। শী'আদের ধারণা মতে, ফাদাকের খুব্বা বলতে ফাতেমা (রাঃ) স্বীয় পিতার ওফাতের পর ফাদাক খেজুর বাগানের মালিকানা তাঁকে দেওয়ার জন্য আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট বক্তব্য দিয়েছিলেন বলে যে দাবী করা হয়, সেটিকে বুঝানো হয়। যা বানোয়াট। তাদের এই বানানো ঘটনাকে বিশ্বাস করা যাবে না (ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুনাহ ৪/২২৬-২২৭)।

ঘটনা এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে খায়বরের ফাদাক খেজুর বাগানের মালিকানা দাবী করলে তার উত্তরে খলীফা আবুবকর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমরা নবীরা আমাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই, সবই ছাদাঙ্কা হয়ে যায়' (বুখারী হা/৩০৯৩; মুসলিম হা/১৭৫৮)। অনুরূপভাবে আববাস, আলী (রা.) এবং রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মীরাছের দাবী করলে আয়েশা (রাঃ) একই হাদীছ বর্ণনা করেন (বুখারী হা/৪০৩৪; মুসলিম হা/১৭৫৯)।

প্রশ্ন (১২/২১২) : বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় রামায়ান মাসে ছেলে-মেয়ে সবাই একসাথে ইফতার পার্টি করে। যেখানে মেয়েদের পর্দার কোন বালাই থাকে না। এভাবে ছেলে-মেয়ে একসাথে ইফতার করলে ছিয়াম শুদ্ধ হবে কি?

-মীয়ানুর রহমান, দিনাজপুর।

উত্তর : এভাবে ইফতার পাটি করা জায়েয নয়। কারণ ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণকে হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ে না' (আহযাব ৩৩/৩৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী (স্বভাবগতভাবে) আবারণের বিষয়; যখন সে বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তাকে (পুরুষদের সামনে) আকর্ষণীয় করে তোলে' (তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ)। তবে নারী-পুরুষ একত্রে বসে ইফতার করাটা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। সেজন্য গুনাহ হ'লেও ছিয়ামের ফরয আদায় হয়ে যাবে বলে আশা করা যায় (বিন বায, ফাতাওয়া নুরুল আলাদ-দারব ১৬/২৪১)।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : কুরআন তেলাওয়াত শুনে কুরআন খতম দিলে কুরআন খতমের ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ রাইসান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ করলে কুরআন খতমের ছওয়াব প্রাপ্তির আশা করা যায়। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই কুরআনের শ্রোতার জন্যও পাঠকের মতোই ছওয়াব রয়েছে' (মাজমু'উল ফাতাওয়া ২২/২৯৬)। শায়েখ বিন বায ও শায়েখ ওছায়মীন একই মন্তব্য করেছেন। তবে তারা একথাও বলেছেন যে, নাজাতের জন্য কুরআন কেবল শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয় বরং তেলাওয়াত করা কর্তব্য (ফাতাওয়া নুরুল আলাদ-দারব ৫/২; তাফসীরে সাঈদী ১/৩১৪)। কেননা কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করা আর কুরআন তেলাওয়াত এক বিষয় নয়। বরং তেলাওয়াতকারীর জন্য বিশেষ ফযীলত রয়েছে, যা শ্রবণকারীর জন্য নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করল, সে একটি নেকী পেল। আর প্রত্যেক নেকীর ছওয়াব হ'ল তার দশ গুণ (আন'আম ১৬০)। আমি বলি না যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ ও মীম একটি হরফ' (তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হ'ল কুরআন শিক্ষা করা।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করা যাবে কি? রামাযানের ছিয়ামের ক্বাযা কিতাবে আদায় করতে হবে?

-রাদমান, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : নাফে' (রহঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে একজন মাইয়েত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যার উপরে রামাযানের অথবা মানতের ছিয়াম বাকী রয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, একজনের ছিয়াম অন্যজন রাখতে পারে না। বরং তোমরা তার মাল থেকে প্রতিদিনের ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীনকে এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) গম (বা চাউল) ছাদাকা কর' (বায়হাকী ৪/২৫৪ পৃ., সনদ ছহীহ; আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৯৭৭; যঈফাহ হা/৪৫৫৭)।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'একজনের ছালাত অন্যজনে আদায় করতে পারে না, একজনের ছিয়াম অন্যজনে

রাখতে পারে না। বরং প্রতিদিনের ছিয়ামের বদলে এক মুদ (সিকি ছা') গম ছাদাকা কর' (নাসাঈ কুবরা হা/২৯৩০, সনদ ছহীহ; মির'আত ৭/২৮ পৃ.)। যদি তা মাইয়েতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশে সংকুলান হয়। নইলে তা পূরণ করা ওয়ারিছের জন্য ওয়াজিব নয় (মির'আত ৭/৩২ পৃ.)। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা 'আয়নী বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ইজমা' করেছেন যে, একজনের ছালাত ও ছিয়াম অন্যজন রাখতে পারে না। কেননা উভয়টিই দৈহিক ইবাদত (মির'আত ৭/২৯)। ছাহেবে মির'আত বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে ছিয়ামের ক্বাযা অন্যের দ্বারা হয়না। কেননা এটি দৈহিক ইবাদত। অতঃপর হাদীছে বর্ণিত, *مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ*

صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَيُتِيهِ ছিয়াম রাখবে' (রুঃ মুঃ মিশকাত হা/২০৩৩)-এর অর্থ মানতের ছিয়াম (ঐ ৭/৩১ পৃ.)। উত্তরাধিকারীদের জন্য এটি অপরিহার্য নয়, তবে জায়েয। যদি তারা মনে করে (মির'আত ৭/২৭)। এর পক্ষে তারা হাদীছ এনেছেন, *مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ* 'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার উপরে ছিয়াম রয়েছে, তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারী ছিয়াম রাখবে, যদি সে চায়' (বায়যার, আত-তালখীছুল হাবীর হা/৯২৪, সনদ যঈফ)। ছাহেবে মির'আত বলেন, যারা ছওম ওয়াজিব নয় বরং জায়েয বলেন, তারা উক্ত হাদীছ থেকে দলীল নিয়ে থাকেন (মির'আত ৭/২৮)।

ইমাম শাওকানী ও ছাহেবে মির'আত প্রকাশ্য হাদীছ সমূহের আলোকে মাইয়েতের পক্ষ তার ক্বাযা বা মানতের ছিয়াম পালন করাকে অগাধিকার দিয়েছেন (মির'আত ৭/২৮, ৩২, ৩৪ পৃ.)। হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, 'যদি মাইয়েতের পক্ষ হ'তে ৩০ জন ব্যক্তি একদিন ছিয়াম রাখে, তবে সেটি জায়েয হবে' (বুখারী তা'লীক 'ছওম' অধ্যায়-৩০, অনুচ্ছেদ-৪২)। আর যদি তার উত্তরাধিকারীরা ফিদ'ইয়া দেয়, তবে একই দিনে ৩০ জন মিসকীনকে জমা করে পেট ভরে খাইয়ে দিবে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) তাদেরকে গোশত-রুটি খাইয়েছিলেন (ইরওয়া হা/৫২৪, সনদ 'ছহীহ')।

মূলত দৈহিক ইবাদত নিজেকেই করতে হয়। এগুলি জীবদ্দশায় যেমন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, মৃত্যুর পরেও তেমনি অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। এগুলির ছওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ' (ভূর ৫২/২১)। তিনি আরও বলেন, 'মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে' (নজম ৫৩/৩৯; বিস্তারিত দ্র. 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' বই)।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : কুরআন-হাদীছে বংশীয় তিন কূলের কোন ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে কি?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কুরআন বা হাদীছে এমন কোন ছহীহ দলীল নেই, যেখানে বংশীয় তিন কূলের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ইসলামে মর্যাদার মাপকাঠি হ'ল তাক্বওয়া এবং আমল। তার

বংশগৌরব নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না' (মুসলিম হা/২৬৯৯)। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন, 'হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অংশ ও পূর্ব পুরুষের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ দু'প্রকারের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। তোমরা আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী' (আর মাটির কোন অহংকার নেই)। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন, 'হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হ'তে (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া হ'তে)। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন ও খবর রাখেন' (হুজুরাত-মাদানী ৪৯/১৩; তিরমিযী হা/৩২৭০; আবুদাউদ হা/৫১১৬; মিশকাত হা/৪৮৯৯)।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন মুছল্লীর কি তার জবাব দিবে?

-মুনীরুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : মুক্তাদীদেরকে তার জবাব দিতে হবে না। বরং মুক্তাদীরা তাই বলবে, ইমাম যা বলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)। উল্লেখ্য যে, ইমামের সালামের জবাব প্রদান সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ (আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯৫৮)।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : পাত্রপক্ষ পাত্রীকে দেখে যাওয়ার সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানো উচিত? আর যদি ৭ দিন হওয়ার পরেও সিদ্ধান্ত না জানায়, তাহ'লে পাত্রীপক্ষের কি করা উচিত?

-ফাতেমা, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সময় বা দিন নির্দিষ্ট নয় বরং উভয় পরিবারের সম্মতির মাধ্যমে দ্রুত বিবাহ সম্পাদন করা কর্তব্য। পাত্র পক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করলে তাদের জানিয়ে পাত্রী পক্ষ নতুন সিদ্ধান্ত নিবে। কেউ কাউকে আটকিয়ে রাখবে না। তবে রাসূল (ছাঃ) বিবাহের ক্ষেত্রে বিলম্ব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যখন এমন কেউ তোমাদের নিকট প্রস্তাব দেয়, যার চরিত্র ও দ্বীন তোমাদের পসন্দ হয়, তাহ'লে তোমরা তাকে (তোমাদের মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তোমরা তা না কর, তবে পৃথিবীতে ফিৎনা ও ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে' (ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৭; হুইহাহ হা/১০২২)।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : প্রচলিত আছে যে, শরীরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তিল থাকলে তার সাথে ভাল-খারাপ ঘটবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এমন কথা বলা বা তা বিশ্বাস করার বিধান কি?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : শরীরের কোন স্থানে তিল (কালো দাগ) থাকলে তা কোন খারাপ ঘটনা বা অমঙ্গল ঘটাতে পারে না। তিল হ'ল

তুকের স্বাভাবিক রঞ্জক কোষসমূহের জমাট রূপ। আর এগুলো অশুভ বা দুর্ভাগ্য ডেকে আনে এরূপ বিশ্বাস করা শুধু কুসংস্কার, যার কোন বৈজ্ঞানিক বা ধর্মীয় ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : পায়ে জুতা পরে জানাযার ছালাত পড়া যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : জুতা পরে জানাযার ছালাত আদায় করা শরী'আতসিদ্ধ। এতে মুমিনদের জন্য সহজতা সৃষ্টি করে এবং ইহুদীদের বিরোধিতা করা হয় (আবুদাউদ হা/৬৫২; মিশকাত হা/৭৬৫, সনদ ছহীহ)। এটি বিশেষভাবে কবরস্থান, মরুভূমি বা খোলা জায়গায় অনুমোদিত। কিন্তু মসজিদে জুতা পরে জানাযার ছালাত আদায় করা উচিত নয় (আবুদাউদ হা/৬৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৩)।

প্রশ্ন (২০/২২০) : সূরা ফাতিহা এত বরকতময় যে এটি নাযিল হওয়ার সময় ইবলীসও কেঁদেছিল। উক্ত ঘটনা সঠিক কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত মর্মে তাবেঈ মুজাহিদ থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেলাম থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইবলীস উচ্চস্বরে বিলাপ করে কেঁদেছিল যখন ফাতেহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) নাযিল হয়েছিল। আর এটি মদীনায় নাযিল হয়েছিল। উক্ত বর্ণনাটি মুজাহিদ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে মুজাহিদের সাক্ষাৎ হয়নি। সুতরাং উক্ত বাক্য তাবেঈ মুজাহিদের নিজস্ব (ভাবারাগী আওসাত্ হা/৪৭৮৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১০৮১৩)।

প্রশ্ন (২১/২২১) : ২-৩ বছর আগে পিতা তার তিন সন্তানের মধ্যে বড় সন্তানকে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এবং বাকী ২ সন্তানদের কোন সম্পদ দেননি। এক্ষণে পিতা বাকী ২ সন্তানকে ২/৩ বছর আগের টাকার মান অনুপাতে টাকা দিবে, না বর্তমান টাকার মান হিসাব করে কম বা বেশী দিবে?

-মিনহাজ, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : যে পরিমাণ টাকা বড় ছেলেকে দিয়েছিলেন, সেই পরিমাণ টাকা অন্য ছেলেরও দিবেন। তবে বড় ছেলের আপত্তি না থাকলে ছোটদের বেশীও দিতে পারেন (বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৫০-৫২; ওছায়মীন, লিকুউল বাবিল মাফতূহ ১/৩৯; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২৯৬)।

প্রশ্ন (২২/২২২) : আমার পা ভাঙ্গার কারণে রড ঢুকিয়েছে ও প্রাস্টার করে দিয়েছে। বিছানায় আমাকে পূর্ব দিকে মুখ করে গুয়ে থাকতে হয়। এমতাবস্থায় পূর্ব দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মঈনুল ইসলাম, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : সাধ্যমত কিবলার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করবে। না পারলে যদিও মুখ থাকবে সেদিকে মুখ করেই ছালাত আদায় করবে (ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৪৩৩-

৪৩৫)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর' (তাগাবুন ৬৪/১৬)। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করো। যদি না পারো, তবে বসে। যদি তাও না পারো, তবে পার্শ্বে কাত হয়ে' (বুখারী হা/১১১৭; মিশকাত হা/১২৪৮)। নাসাঈ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'যদি তাও না পারো, তবে চিৎ হয়ে (পিঠের উপর শুয়ে) ছালাত আদায় করো (নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৬)। আল্লাহ বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে'... (আলে ইমরান ৩/১৯১)।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : হাত-পা ভাঙ্গার কারণে হাতে ব্যাভেজ করা হ'লে সেখানে অযুর পানি কিভাবে পৌঁছাতে হবে। না ব্যাভেজের স্থানে পানি না পৌঁছালেও ওযু হয়ে যাবে?

-রাতিব, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : যে ব্যক্তি তার কোন হাড় ভাঙ্গার কারণে বা অসুস্থতার কারণে তার কিছু অঙ্গ ধুতে অক্ষম হয় এবং ব্যাভেজ ব্যবহার করে তাহ'লে সে ব্যাভেজের উপর মাসাহ করবে (আবুদাউদ হা/ ৩৩৬; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৪৪৮)।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : স্বাস্থ্যবীমা করার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি?

-রফীকুল ইসলাম, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : স্বাস্থ্যবীমা হ'ল একটি চুক্তি যেখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং ভবিষ্যতে অসুস্থতা বা চিকিৎসা খরচের সময় সেই বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেয়। মূলত বীমার ধারণটাই ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসঙ্গ। ইসলামী শরী'আতে ব্যবসা-বাণিজ্য মাত্র দু'ধরনের— (১) মুশারাকা- অংশীদারী ব্যবসা (আবুদাউদ, ইরওয়া হা/১৪৬৮)। (২) মুযারাবা- এক জনের অর্থ এবং অপর জনের শ্রম। লাভ চুক্তি অনুযায়ী বন্টিত হবে (মুওয়াত্তা, ইরওয়া হা/১৪৭০)। বর্তমান যুগে অনেক প্রতারণাপূর্ণ বীমা ও ব্যবসা বেরিয়েছে যা থেকে বেঁচে থাকা মুমিনের কর্তব্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)। তিনি বলেন, 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে নিঃসন্দেহের দিকে ধাবিত হও' (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৭৭৩)। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় সমূহে পতিত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল' (মুত্তাফাফু আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২)। প্রচলিত ইসলামী বীমা সমূহ স্পষ্টভাবে হালাল নয়, বরং সন্দেহ যুক্ত। তাই এ থেকে বেঁচে থাকাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত বা উক্ত উদ্দেশ্যে পোষা পশুর চাইতে উত্তম পেলে তা পরিবর্তন করা যাবে কি?

-আক্বিব মাহমূদ, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পোষা বা ক্রয় করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে এবং সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না। তবে যদি নির্দিষ্ট না করে থাকে, তাহ'লে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে মর্মে একদল বিদ্বান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে বিশুদ্ধ হচ্ছে উত্তম পশু ক্রয়

করার লক্ষ্যে পূর্বে কেনা পশুটি বিক্রয় করা যাবে (মির'আতুল মাফাতীহ ৫/১১৮; বিস্তারিত দ্র. 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : বাসার ছোট শিশুরা প্রস্রাব করার পর পানি ব্যবহার করে না, যার ফলে তাদের কাপড়ে প্রস্রাব লেগে থাকে। এমতাবস্থায় শিশুদের কোলে নিলে আমার পোষাক বা শরীর কি নাপাক হয়ে যাবে? নাপাকি লেগেছে কি-না এ বিষয়ে নিশ্চিত না হ'লে বা কাপড় শুকনো থাকলে পবিত্রতার হুকুম কী?

-ছাবিত হাসান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : যদি কেউ ছোট শিশুকে কোলে নেন এবং শিশুটি কাপড়ের ওপর প্রস্রাব না করে, তাহ'লে কাপড় ও শরীর পবিত্র বলেই গণ্য হবে। কোন কাপড়ে পেশাব লাগার পরে তা শুকিয়ে গেলে এবং সে পোষাক পরিহিত শিশুকে কোলে নিলে কাপড় নাপাক হবে না। কিন্তু যদি প্রস্রাবের চিহ্ন দেখা যায় বা নিশ্চিতভাবে নাপাকি লেগেছে বুঝা যায়, তাহ'লে নাপাক অংশ ধুতে হবে। এমতাবস্থায় কোলে নিলে কাপড় অপবিত্র হবে। মূলত, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হিসাবে ধরা হয় যতক্ষণ না নাপাকি দৃশ্যমান হয় (ইবনু তায়মিয়াহ, ফাতাওয়ালা কুবরা ৫/৩১২, আল-ইখতিয়ারাত ১/৩৯৮; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮৭)। উল্লেখ্য যে, ছয় মাসের কম বয়সী ছেলে বাচ্চারা পেশাব করে দিলে তাতে পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে, কাপড় ধৌত করতে হবে না (বুখারী হা/২২৩; মিশকাত হা/৪৯৭)। কিন্তু মেয়ে বাচ্চা পেশাব করে দিলে কাপড় ধৌত করা আবশ্যিক (নাসাঈ হা/৩০৮; মিশকাত হা/৫০২)।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : শী'আ ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি? বিশেষত ইরানে পড়াশুনার জন্য অবস্থান করলে জামা'আতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে শী'আ ইমামের পিছনে বাধ্যগতভাবে ছালাত পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

-আব্দুল নূর, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : শী'আ রাফেযীদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং ইমামের আক্বীদা শী'আ হ'লে একাকী ছালাত আদায় করবে (বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৩৯৬, ১২/১০৭)। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যার থেকে কোন বিদ'আত বা পাপাচার প্রকাশ পায়নি এমন ব্যক্তির পিছনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, জুম'আ এবং অন্যান্য ছালাত আদায় করা চার মাসহাবের ইমামদের সর্বসম্মত মতে বৈধ..। কিন্তু যদি মুক্তাদী নিশ্চিতভাবে জানে যে ইমাম এমন বিদ'আতী, যে মানুষকে তার বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে অথবা প্রকাশ্য ফাসেক তার পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। আর ইমাম যদি এমন হয়, যাকে ছাড়া অন্য কারও পিছনে ছালাত আদায়ের সুযোগ নেই যেমন জুম'আ ও ঈদের ইমাম, অথবা হজ্জের আরাফার দিন মানুষের ইমাম। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সালাফ ও খালাফ উভয় যুগের অধিকাংশ আলোচকের মতে মুক্তাদী তার পিছনে ছালাত আদায় করবে (মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৩৫১-৩৫৬)।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : ফসল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে জমিতে বিষ বা কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের

পাশাপাশি কিছু উপকারী প্রাণীও মারা যায়। এতে কি আমার কোন পাপ বা গুনাহ হবে?

-তোফাযল হোসেন, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কীটনাশক ব্যবহার করা শরী'আতে জায়েয। কারণ ক্ষতি দূর করা এবং সম্পদ রক্ষা করা ইসলামী শরী'আতের স্বীকৃত উদ্দেশ্যগুলোর অন্যতম। ফিকুহের একটি প্রসিদ্ধ কায়েদা হ'ল 'ক্ষতি দূর করা যরুরী' এবং 'প্রয়োজন ও অনিবার্যতা অনেক নিষেধাজ্ঞা লাঘব করে'। সুতরাং কৃষক যদি কীটপতঙ্গের আক্রমণে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কায় কীটনাশক ব্যবহার করে, তাহ'লে তা বৈধ। এতে যে উপকারী পতঙ্গও মারা যায়, সেটি উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে। ফিকুহের নীতি মতে যা উদ্দেশ্য নয় তার কারণে দায় আরোপ হয় না এবং অনুসঙ্গ হিসাবে যা ঘটে তার আলাদা হুকুম হয় না। তাই উপকারী পতঙ্গ মারা গেলেও এতে গুনাহ হবে না (আহমাদ যুরক্বা, শরহ আল-ক্বাওয়াইদুল ফিকুহিয়া পৃ. ১৭৯)। 'ফসল রক্ষায় ক্ষতিকর কীট ধ্বংসের জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা জায়েয। সুতরাং প্রয়োজন অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করলে কোন দোষ বা গুনাহ নেই। তবে অকারণে অপচয় বা অতিরিক্ত ব্যবহার করা উচিত নয়' (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৭২, ৪/৪০০)।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে আমাদের কাকে সম্বোধন করা উচিত? হযরত আদম (আঃ) নাকি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে? এই দুই মহান নবীর ক্ষেত্রে পিতা সম্বোধনের পার্থক্য ও শারঈ ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-শিহাব, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : আদম (আঃ) মানব জাতির পিতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন' (নিসা ৪/১)। এখানে বলা হয়েছে, আদম (আঃ) সমস্ত মানবজাতির পিতা, অর্থাৎ মুসলিম এবং অন্যদেরও। অন্যদিকে ইব্রাহীম (আঃ) মুসলিম জাতির পিতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মের উপর (তোমরা দৃঢ় থাক)' (হজ্জ-মাদানী ২২/৭৮)। ইব্রাহীম (আঃ) মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক ও বংশগত পিতা (ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুনাহ ৫/১৬১; ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতুহ ১৬/১৮৯)।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : বরই পাতা দিয়ে মাইয়েতকে গোসল করানো কি ওয়াজিব?

-রাশমান, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : বরই পাতা পানির সাথে ব্যবহার করে মাইয়েতকে গোসল দেওয়া সুনাত, ওয়াজিব নয় (মাজমু' ফাতাওয়া ১৩/১১৩)। বরই পাতা পাওয়া না গেলে সাবান দিয়ে এবং সাবান না পাওয়া গেলে কেবল পবিত্র পানি দ্বারা গোসলই যথেষ্ট।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : মোবাইলে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় সিজদার আয়াত গুনলে সিজদা দেয়া যরুরী কি?

-ছাদাম, ঢাকা।

উত্তর : মোবাইলে তেলাওয়াত শোনা অবস্থায়ও সিজদা দেওয়া উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত পড়তেন এবং আমরা তাঁর নিকটে থাকতাম তখন তিনিও সিজদা করতেন আমরাও সিজদা করতাম (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১০২৫, 'তেলাওয়াতে সাজদাহ' অনুচ্ছেদ)। ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) সূরা নাজম তেলাওয়াতের সময় সিজদা করলে তার সাথে মুসলিম, মুশরিক, জিন ও ইনসান সবাই সিজদা করেছিল (বুখারী হা/১০৭১, মিশকাত হা/১০৩৩)। তবে এটি যরুরী নয়। কেননা যাবেদ বিন ছাবেত (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা না করলে রাসূল (ছাঃ)ও সিজদা দেননি (আবুদাউদ হা/১৪০৪; তিরমিযী হা/৫৭৬)।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-ছায়েম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : উভয় ঈদের দিন ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন (বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৭; মিশকাত হা/২০৪৮)। এছাড়া আইয়ামে তাশরীকু তথা ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিনও ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ (মুসলিম হা/১১৪১, মিশকাত হা/২০৫০; আবুদাউদ হা/২৪১৯)। তবে কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা মুস্তাহাব (তিরমিযী হা/৫৪২, মিশকাত হা/১৪৪০)।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : ঈদের দিন আক্বীক্বা করার বিধান কি?

-আকরাম হোসাইন, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : ঈদের দিন সন্তান জন্মের সপ্তম দিন হ'লে সে দিনেই আক্বীক্বা করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুগুন করতে হয়' (আবুদাউদ হা/২৮৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫০)। এক্ষেপে কুরবানীর দিনে আক্বীক্বার দিন পড়ে গেলে আক্বীক্বা ও কুরবানী উভয়টি করবে। তবে উভয়টির সামর্থ্য না থাকলে আক্বীক্বাকে অগ্রাধিকার দিবে (ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪২৬৮; দ্র. হাফযা প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : বাধ্যগত অবস্থায় খোলা স্থানে ওয়ূর ক্ষেত্রে নারীদের পা মোযা ও হিজাব মাসাহ করার বিধান কি?

-ফাহমিদা নাফীসা, কুলাউড়া, সিলেট।

উত্তর : সর্বাবস্থায় নারীরা মোযার উপর মাসাহ করতে পারবেন যদি তিনি ওয়ূ করে মোযা পরিধান করে থাকেন। আর বাধ্যগত অবস্থায় নারীরা হিজাবের উপরও মাসাহ করতে পারবেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন। বেলাল (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোযা এবং খিমার (পাগড়ী)-এর উপর মাসাহ করেছেন (মুসলিম হা/২৭৫; তিরমিযী হা/১০১)। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, মাথার উপর যা কিছু পরা হয় যেমন, টুপি, খিমার, বাইযা, মুগাফির বা অন্য

কোন আবরণ তার উপর মাসাহ করা বৈধ। নারী-পুরষ সকলের জন্য এটি প্রযোজ্য, তা হোক কোন বিশেষ কারণের জন্য বা সাধারণভাবে (আল-মুহাল্লা ১/৩০৩)।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : জেহরী ছালাত একাকী ক্বাযা আদায়ের ক্ষেত্রে সশব্দে কিরাআত করতে হবে কি?

-মুখতার, গাযীপুর।

উত্তর : সশব্দে পড়াই উত্তম। রাসূল (ছাঃ)-এর একবার ফজরের ছালাত ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পর তিনি অন্যান্য দিনের মতই সশব্দে তা আদায় করেন (মুসলিম হা/৬৮১: মিশকাত হা/৫৯১১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমত' ২/১৪০)। তবে একাকী পড়ার ক্ষেত্রে নীরবে বা সরবে পড়ার বিষয়টি মুছল্লীর ইচ্ছাধীন (উছায়মীন, মাজমু' ফাতাওয়া ১৩/৪৭)।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : সফর ছাড়া সাধারণভাবে দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করার বিধান আছে কি? কোন কোন পরিস্থিতিতে এভাবে ছালাত জমা করা যায়?

-রাফী আল-মাহমূদ, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ভীতি ও ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াও অন্য কোন বিশেষ শারঈ কারণ থাকলে মুক্কাই অবস্থায়ও দু'ওয়াক্তের ছালাত কুছর ও সুনাত ছাড়াই একত্রে জমা করে পড়া যায়। যেমন যোহর ও আছর পৃথক একামতের মাধ্যমে ৪+৪=৮ এবং মাগরিব ও এশা অনুরূপভাবে ৩+৪=৭ রাক'আত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে

উম্মতের কষ্ট না হয়' (বুখারী হা/১১৭৪ মুসলিম হা/১৬৩৩-৩৪; কিতাবিত দ্র. 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ (খ)।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : কোন মৃত ব্যক্তির অঙ্গ কোন জীবিত ব্যক্তির শরীরে প্রতিস্থাপন করা জায়েয কি?

-রাশেদ, বগুড়া।

উত্তর : যদি মুমূর্ষু ব্যক্তি সজ্ঞানে তার কোন অঙ্গ দান করে এবং জীবিত ব্যক্তি তাতে উপকৃত হয়, তাহ'লে এতে দোষ নেই। তবে দান বাস্তবায়ন অবশ্যই মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর হ'তে হবে বা জীবিত অবস্থায় হ'লে এমন অঙ্গ হওয়া যাবে না যার জন্য দানকারীর অঙ্গহানী হয়ে যায় কিংবা মৃত্যু ঘটে যায় বা মাইয়েতের ওয়ারিছদের জন্য বিবতকর হয়। যেমন হাত, পা বা চোখ দেওয়া উচিত হবে না। তবে কিডনী, বা দেহাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দিতে পারে। অনুরূপভাবে মুসলমান বিদেষী অমুসলিমকে কোন অঙ্গ দেওয়া যাবে না (আল-মাওসু'আতুল ফিক্কহিয়া ৪২/১২২, ৩৪/২৩৪; বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া ১৩/৩৬৪-৬৫; শানক্বীতী, আহকামুল জিরাহাতিত-ত্বাবিয়াহ ৩৫৪-৩৯১)। তবে একদল বিদ্বান সর্বাবস্থায় মানব দেহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেন, মৃত্যুর পরেও মানব দেহের কোন অঙ্গ কাট-ছাট করা যাবে না (বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া ১৩/৩৬৪-৬৫; ফাতাওয়া দারিল ইফতাল মিছরিয়া ৭/৩৫৬)।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : মেডিকেল বা অন্যান্য শিক্ষার প্রয়োজনে মানুষের কঙ্কাল বাড়ীতে রাখা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' (বুখারী হা/১৯৫৪)। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (আবুদাউদ হা/৪২৬)।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২১ মার্চ	০১ শাওয়াল	০৭ চৈত্র	শনিবার	০৪:৪৬	০৬:০৩	১২:০৬	০৩:৩২	০৬:১০	০৭:২৬
২৩ মার্চ	০৩ শাওয়াল	০৯ চৈত্র	সোমবার	০৪:৪৪	০৬:০০	১২:০৫	০৩:৩২	০৬:১১	০৭:২৭
২৫ মার্চ	০৫ শাওয়াল	১১ চৈত্র	বুধবার	০৪:৪২	০৫:৫৮	১২:০৫	০৩:৩২	০৬:১২	০৭:২৮
২৭ মার্চ	০৭ শাওয়াল	১৩ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:৪০	০৫:৫৬	১২:০৪	০৩:৩১	০৬:১৩	০৭:২৯
২৯ মার্চ	০৯ শাওয়াল	১৫ চৈত্র	রবিবার	০৪:৩৮	০৫:৫৪	১২:০৪	০৩:৩১	০৬:১৩	০৭:৩০
৩১ মার্চ	১১ শাওয়াল	১৭ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:৩৬	০৫:৫৩	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:১৪	০৭:৩০
০১ এপ্রিল	১২ শাওয়াল	১৮ চৈত্র	বুধবার	০৪:৩৫	০৫:৫১	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:১৪	০৭:৩১
০৩ এপ্রিল	১৪ শাওয়াল	২০ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:৩৪	০৫:৫০	১২:০২	০৩:৩০	০৬:১৫	০৭:৩১
০৫ এপ্রিল	১৬ শাওয়াল	২২ চৈত্র	রবিবার	০৪:৩০	০৫:৫৪	১২:০২	০৩:২৯	০৬:১৭	০৭:৩৩
০৭ এপ্রিল	১৮ শাওয়াল	২৪ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:২৮	০৫:৫৪	১২:০১	০৩:২৯	০৬:১৮	০৭:৩৪
০৯ এপ্রিল	২০ শাওয়াল	২৬ চৈত্র	বৃহস্পতি	০৪:২৬	০৫:৪৬	১২:০০	০৩:২৮	০৬:১৮	০৭:৩৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ					
যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-২	-২	-১
গাণীপুর	+১	০	০	+১	+১
শরীয়তপুর	+১	০	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	-১	-১	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	+৫	+৫	+৬	+৫	+৭
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১	-১	০
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩	+৪	+৪
মানসিংগার	+২	+১	০	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+১	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+৩	+৫	+৫	+৫

খুলনা বিভাগ					
যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যেলোর	+৫	+৫	+৪	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৪	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৬	+৭	+৭
নভাঙ্গা	+৪	+৩	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৪	+৩	+৪	+৪
মাগুরা	+৪	+৪	+৩	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৩	+৩	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৩	+২	+২	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৩	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
বালকাঠি	+২	+১	০	+১	+১
পটুয়াখালী	+১	০	০	০	০
পিরোজপুর	+২	+১	+১	+১	+১
বরিশাল	+১	০	০	০	০
ভোলা	০	০	০	০	০
নওগাঁ	+২	+১	০	+১	+১

রাজশাহী বিভাগ					
যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩	+৩	+৩
পাননা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৫
বগুড়া	+৪	+৪	+৪	+৪	+৫
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৫	+৫	+৫	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫	+৫	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৬	+৬	+৬	+৭
নওগাঁ	+৬	+৬	+৬	+৬	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৭	+৭	+৭	+৭	+৯
দিনাজপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৮
লালমনিরহাট	+৪	+৪	+৫	+৫	+৬
নীলফামারী	+৬	+৬	+৬	+৬	+৮
গাইবান্ধা	+৩	+৩	+৪	+৩	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৮	+৮	+৭	+১০
রংপুর	+৪	+৪	+৫	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+২	+৩	+৩	+৩	+৪

চট্টগ্রাম বিভাগ					
যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৪	-৩	-৩
ফেনী	-৩	-৪	-৫	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	+৫	+৪	+৪	+৪	+৫
রাঙ্গামাটি	-৬	-৭	-৮	-৭	-৭
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩	-৩	-২
চাঁদপুর	-১	-২	-২	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-১	-২	-২	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৫	-৬	-৬	-৬	-৬
কক্সবাজার	-৫	-৬	-৬	-৬	-৬
খাগড়াছড়ি	-৭	-৮	-৮	-৭	-৮
বান্দরবান	-৭	-৮	-৮	-৭	-৮

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৬	-৬	-৬	-৬	-৬
মৌলভীবাজার	-৬	-৬	-৬	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৪	-৪
সুনামগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৪	-৪

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

উত্তর : মানুষ মারা গেলে তাকে দাফন করতে হবে এটা আল্লাহর বিধান (আবাসা ৮০/২১)। জীবিত ব্যক্তির মত মৃত ব্যক্তিও সম্মান পাওয়ার অধিকারী (আবুদাউদ হা/২৭৯২)। সুতরাং মেডিকেল শিক্ষার জন্যও মুসলমানের কঙ্কাল ব্যবহার করা যাবে না। তবে কাফের ব্যক্তির কঙ্কাল ব্যবহার করার ব্যাপারে বিদ্বানগণ অনুমতি দিয়েছেন। সেটা ঘর-বাড়িতে রাখলে পাপ হবে না (ছালেহ আল-ফাওয়ান, আল-মুনতাকা ২/৪৪; আল-মাতুসু'আতুল ফিকুহিয়া ৩৯/৪২০)। তবে এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম মডেল, প্রিডি মডেল ব্যবহার করাই উচিত।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : জলৈক ব্যক্তি হজ্জের মাসে ওমরার নিয়ত করে মক্কা গেল অতঃপর ওমরা পালন শেষে মদীনায় যাবে এবং মদীনা থেকে ফিরার পথে ইফরাদ হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে। এটা কি জায়েয হবে?

-আব্দুল্লাহ বাসসাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : পারবে। যিনি ওমরার নিয়ত করেছেন, তিনি মক্কায় যেতে পারেন, ওমরা সম্পন্ন করার পরে মদীনায় যেতে পারেন এবং এরপর মক্কায় ফিরে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধতে পারেন। এই ইহরামকে ইহরামে ইফরাদ বলা হয়,

অর্থাৎ এটি শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম, ওমরার সঙ্গে একত্রিত নয়। তবে হজ্জ তামাত্তু' পালন করা উত্তম (বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া ১৭/৯০, ১৮/৪৬)।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : প্রতি পাঁচ বছর পরপর হজ্জ সম্পাদন করা কি মুত্তাহাব?

-ছাদরুল ইসলাম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলমানের জীবনে হজ্জ মাত্র একবারই ফরয। বাকীগুলো নফল। আকুরা বিন হাবেস বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর ফরয না একবার? তিনি বললেন, একবার। তবে যে ব্যক্তি একাধিকবার করবে, সেটি তার জন্য নফল হবে (আবুদাউদ হা/১৭২১; ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৬)। তবে প্রতি পাঁচ বছর পরপর হজ্জ সম্পাদন করলে সেটা তার জন্য অধিক ছুওয়াব প্রাপ্তির কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা যাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দান করেছি এবং রিযিকে সচ্ছলতা প্রদান করেছি। অথচ তার উপর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হ'লেও আমার গৃহে (কা'বাগৃহে) আগমন করল না, সে কল্যাণ বঞ্চিত বান্দা' (ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৭০৩; ছহীহাহ হা/১৬৬২)। অতএব কারো শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে একাধিকবার হজ্জ করতে পারে।

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

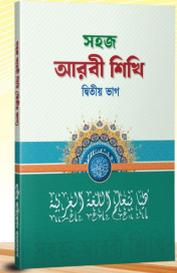
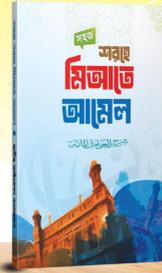
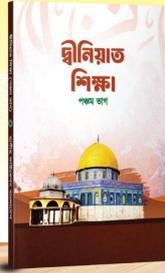
(৪) সর্বোপরি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী শক্তি দেশীয় রাজনৈতিক দল সমূহকে তাদের এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত হবে। ফলে বিদেশের অঘোষিত দাসত্ব থেকে জাতি মুক্ত থাকবে।

বলা হয়, গণতন্ত্রে ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে হবে? সরকারী দল যেটাকে ইনছাফ বলবে, বিরোধী দল সেটাকে বে-ইনছাফ বলবে। অবশেষে ফায়ছালা হবে সরকারী দলের হ্যাঁ ভোটের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে ইসলামে ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হ'ল তাকুওয়া এবং কুরআন ও সুন্নাহ। কোন দলের সমর্থন বা বিরোধিতা কুরআন ও সুন্নাহর ইনছাফ ও ন্যায়নীতিকে পরিবর্তন করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হোক বা গরীব হোক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সত্যক অবহিত' (নিসা ৪/১৩৫)। এ আয়াতটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের গ্রন্থাগারের প্রবেশদ্বারে ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ বাণী হিসাবে ইস্পাতের সাইনবোর্ডে খোদাই করে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি অমুসলিমদের নিকট কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের বর্ধিত (অ্যানেলস) ভবনের সামনে গ্রীক দেবী থেমিসের ভাস্কর্য ২০১৭ সালের ২৬শে মে থেকে অদ্যাবধি সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসাবে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত ৫৪ বছরেও দেশে ইসলামী শাসন কায়েম হয়নি। ইসলামী দল সমূহের নেতারা সর্বদা ইসলামের নামে ভোট চেয়েছেন। অথচ সংসদে গিয়ে শুরুতেই রাষ্ট্রীয় আচারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। যারা 'মন্দের ভাল' মনে করে এটাতে অংশগ্রহণ করেন, তারা কি তাহ'লে শিরকের সঙ্গে আপোষ করে শিরক দূর করবেন? ময়লার ভাগাড়ে ডুব দিয়ে ময়লা ছাফ করবেন? নাকি এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে এর মোকাবিলা করবেন। সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে সিস্টেম পরিবর্তন করা আদৌ সম্ভব নয়, বরং সিস্টেমের বাইরে থেকে সিস্টেম পরিবর্তনের চেষ্টা করাই হবে মুমিনের সঞ্চার। এজন্য আল্লাহ ত্বাগূতকে অস্বীকারের মাধ্যমেই ঈমানের পথে আহ্বান জানিয়েছেন, ত্বাগূতকে সাথে রেখে নয় (বাকুরাহ ২/২৫৬)। তিনি পরিস্কার নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' (নাহল ১৬/৩৬)।

সর্বোপরি দেশে শাসক যিনিই হোক না কেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের কর্তব্য হল সরকারের সংকাজে সহযোগিতা করা এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, (ভবিষ্যতে) তোমাদের উপর এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে, যাদের কিছু কাজ তোমরা পসন্দ করবে এবং কিছু কাজ অপসন্দ করবে। তখন যে ব্যক্তি (অন্যায়ের) প্রতিবাদ করবে, সে (নেফাক থেকে) মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি (অন্যায়কে) ঘৃণা করবে, সে (গোনাহে শরীক হওয়া থেকে ও আল্লাহর আযাব থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (অন্যায়কে) সম্বলিত হবে এবং তার অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হবে)। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত কায়েম করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত কায়েম করে' (মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১)। অতএব অমুসলিম বা ফাসেক মুসলিম উভয় সরকারের বিরুদ্ধে মুমিনের করণীয় হ'ল- (১) উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। (২) দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন করা এবং বৈধপন্থায় সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো। আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদকারী প্রথম দলের অনুসারী হয়ে নেফাক থেকে দায়মুক্ত হ'তে চাই এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই। আমরা কোন অবস্থাতেই আখেরাত হারিয়ে দুনিয়া অর্জন করতে চাই না। আল্লাহ আমাদের হেফযাত করুন।-আমীন! (স.স.)।

হাদীছ
ফাউন্ডেশন
শিক্ষা বোর্ড
কর্তৃক সদ্য
প্রকাশিত
পাঠ্যবই সমূহ



সদ্য প্রকাশিত বই

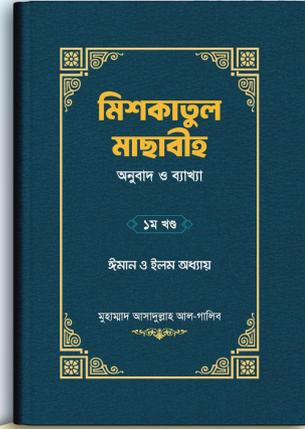
মিশকাভুল মাছাবীহ (১ম খণ্ড)

ঈমান ও ইলম অধ্যায় (২৮০টি হাদীছ)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ◆ পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ব্যাখ্যা।
- ◆ সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ।
- ◆ ৩৫টি ফায়েদা শিরোনামে ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহের প্রতিবাদ।
- ◆ ৮৯ জন রাব্বীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজন।



◆ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৫৬ ◆ মূল্য : ৬০০

অর্ডার
করুন

☎ ০১৭৭০-৮০০৯০০

🌐 www.hadeethfoundationbd.com



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮০৫-৯৫৮৮২২



মাদরাসা তারবিয়াতুল উম্মাহ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আদর্শ মুসলিম নর-নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

তাহফীযুল কুরআন | ইসলামী শিক্ষা/কিতাব বিভাগ | মাদানী নিসাব

● বালক ● বালিকা ■ আবাসিক ■ অনাবাসিক ■ ডে-কেয়ার

আবাসনে এসি - নন এসির ব্যবস্থা রয়েছে

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক | শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন সালাফী



যাত্রাবাড়ী শাখা, ঢাকা:

৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা, গেইট-৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী
ঢাকা-১২০৪। ০১৬১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

কামারজুরী শাখা, গাজীপুর:

৮৭৪, কামারজুরী, সাইনবোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,
গাজীপুর। ০১৭১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন ও সমাজ গঠনের অনন্য সংগঠন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহে অনুদান
প্রেরণের জন্য নিম্নোক্ত হিসাব নম্বরসমূহ ব্যবহার করুন!

মসজিদ নির্মাণ ফাণ্ড

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড

	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, রাজশাহী শাখা হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২
	বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২ বিকাশ (মার্চেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ ফাণ্ড

ইসলামিক কমপ্লেক্স

	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, রাজশাহী শাখা হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬
	বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২ বিকাশ (মার্চেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

পথের আলো ফাউন্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প

	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
	বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯

যাকাত ফাণ্ড

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড

	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, রাজশাহী শাখা। হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩২৪৫০৭ সুইফট কোড : IBBLDDH113, রাউটিং নং : 125811932
	বিকাশ নং ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

শিক্ষা প্রকল্প

হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, রাজশাহী শাখা হিসাব নং ০৭১২২০০০০৭৫৩
	বিকাশ নং ০১৭৩০-৭৫২০৫০

**দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও
তাবলীগী ইজতেমার জমি ত্রয় প্রকল্প**

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড

	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, রাজশাহী শাখা একাউন্ট নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ সুইফট কোড : ALARBDDH073 রাউটিং নং : 015811934
	বিকাশ ও নগদ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
	বিকাশ ও নগদ (মার্চেন্ট) : ০১৭২৪-৬২৩১৭৯

দাওয়াহ ফাণ্ড

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড

	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, রাজশাহী শাখা হিসাব নং ০০৭১০২০০০৮৫২২
---	--

বিনামূল্যে বই বিতরণ প্রকল্প

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, রাজশাহী শাখা হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৮৫২১১
	বিকাশ নং ০১৭৭০-৮০০৯০০

অনলাইন থেকে যেকোন ফাণ্ডে সরাসরি অনুদান পাঠাতে ক্লিক করুন! www.ahlehadethbd.com/donations



আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সম্পূরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭